The Most Circulated Bengali Newspaper in North America

শুক্রবারের পত্রিকা | উত্তর-আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত

সাপ্তাহিক আজকাল

find us online
www.ajkalusa.com
/weeklyajkal

The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 857 | 14 February 2025 | শুক্রবার ০১ ফাল্গুন ১৪৩১

Horrified with 'Aynaghar', Yunus says 'never again' >> Page 19

Debate over NYC congestion pricing exemptions won't die >> Page 18

Sabina to return with new song, teams up with Abdul Hadi >> Page 19

NYC advocates condemn Mayor Adams' stance on sanctuary policies >> Page 18

নির্বাচনী ট্রেনে বাংলাদেশ

মনোয়ারুল ইসলাম, *ঢাকা থেকে*

৬ ডিসেম্বর নির্বাচনের সম্ভাবনা

বিএনপি আশ্বস্ত হলেও নিশ্চিত নয়

শতাধিক আসনে জামায়াতের প্রার্থীতা ঘোষণা

বিজয়ের মাসেই নির্বাচন। তা ৬ ডিসেম্বরেই হবার সম্ভাবনা। এই ডিসেম্বরেই পাকহানাদার বাহিনী ৭১'র মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মসর্মপন করেছিল। বাঙ্গালী স্বাধীণতা প্রাপ্তি ও বিজয় উল্লাসে মেতে উঠেছিল। আরেকটি যুদ্ধের বিজয় ছিল ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর। ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত বাংলার জনগন লড়াই করেছে স্বৈরাচারি এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে। টানা ৮ বছর লড়াই ও ছাত্রজনতা আন্দোলনে ৬ ডিসেম্বর স্বৈরাচারি এরশাদ পদত্যাগ করে। ২০২৪ এর ৫ আগষ্ট ফ্যাসিবাদ শেখ হাসিনার শাসনের অবসান ঘটে। গঠিত হয় ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার। যাদের প্রধান কাজ হচ্ছে, একটি স্বচ্ছ, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বিজয়ী দল বা জোটের কাছে দেশের শাসনভার ন্যস্ত করা। সাথে সংযুক্ত হয়েছে নির্দিষ্ট কিছু সেক্টওে সংস্কার। সংস্কার ও নির্বাচনী আয়োজন পাশাপাশি চালানোর পক্ষে অধিকাংশের মতামত। সে পথেই এগুচ্ছেন ইউনূস। জাপানের এনএইচকে টেলিভিশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়কেও ডিসেম্বরে নির্বাচন করার ব্যাপারে অভিমত জানিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনও জানিয়েছে, ডিসেম্বরে নির্বাচনের আয়োজন সম্ভব। বাংলাদেশ নির্বাচনী ট্রেন উঠে পড়েছে। তা বলাই যায়। ড. ইউনূস রাজনৈতিক দলগুলোকে আশস্ত করে বলেছেন, ডিসেম্বরের মধ্যেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে। প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি আশস্ত হলেও নিশ্চিত হতে পারছে না। বাইরের তৎপরতা দেখে অনেকে এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

বিএনপি-জামায়াত প্রেমে রণভঙ্গ?

জামায়াতে ইসলামী মুনাফেক : রিজভী

রিজভীর বক্তব্য জাতীয় ঐক্য বিরোধী : জামাত নেতা মতিউর

প্রত্যয় ইসলাম

বিএনপি ও জামায়াতের মধুচন্দ্রিমা সাঙ্গ হবার পথে। পথ পরিক্রমায় রাজনীতির এই ২ মিত্রশক্তি ভিন্ন পথে হাঁটতে শুরু করেছে। আর এর মূল কারণ আগামীতে শাসন ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক অনুপস্থিতিতে এ দুটি শক্তিই মুখোমুখি। জামায়াতে এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

ইমিগ্রেশন নিয়ে সোসাইটির বিশেষজ্ঞ সভা

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত সাম্প্রতিক তৎপরতায় আতঙ্কিত প্রাবসী বাংলাদেশিদের আতঙ্কিত না হওয়েয় সচেতন ও সতর্কতার সঙ্গে চলাচলের পরামর্শ দিলেন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞরা। একই সঙ্গে এ ধরনের কোন পরিস্থিতিতে পড়লে দ্রুত আইনজীবির সঙ্গে যোগাযোগের কথা বলেছেন তারা।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের সহযোগিতায় সোসাইটি বিভিন্ন পদক্ষেপের পাশাপাশি বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আয়োজিত এক পরামর্শ সভায় ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞরা এসব পরামর্শ দেন। গত ১০ ফেব্রুয়ারি জ্যাকৎস হাইটসের নবান্ন হলে আয়োজিত সভায় তিনজন ইমিগ্রেশন এটর্নী খায়রুল এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

মেয়রের মামলা প্রত্যাহারে প্রসিকিউটরের পদত্যাগ

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা প্রত্যাহারের জন্য বিচার বিভাগ থেকে আদেশের পর ম্যানহাটনের শীর্ষ ফেডারেল প্রসিকিউটর বৃহস্পতিবার পদত্যাগ করেছেন। এই ঘটনা এখন এক নেতিবাচক দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

জুলাই-আগষ্ট আন্দোলন নিয়ে জাতিসংঘের প্রতিবেদন

হাসিনা নিজেই হত্যার নির্দেশদাতা

■ আ.লীগ সমর্থকরা যৌন নির্যাতন চালিয়েছে ■ হাসিনা লাশ লুকিয়ে রাখারও নির্দেশ দেন ■ আইনশৃংখলা বাহিনীর অস্ত্র সরবরাহ করতো আ. লীগ সর্মথকদের ■ ১৪শ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে

আজকাল রিপোর্ট

আওয়ামী লীগের নিপীড়ন ও জুলাই-আগষ্টের আন্দোলন নিয়ে তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন। এতে বলা হয়েছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্দোলন দমনে নিজেই বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন হত্যার এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

জন্ম নাগরিকত্ব বাতিল আদেশ আটকে গেল আদালতে

আজকাল রিপোর্ট

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে বসবাসরত অভিবাসিদের সন্তানকে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের অধিকারকে রদ করতে এক নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন। তৃতীয় ফেডারেল বিচারপতি সেই নির্বাহি আদেশকে গত ১০ ফেব্রুয়ারি আটকে দিয়েছেন। গত সপ্তাহে সিয়াটল ও মেরিল্যান্ডের বিচারপতিদের দুজনের একইরকম রায়ের পর নিউ হ্যাম্পশায়ারের ডিসট্রিক্ট এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে স্টারলিংক আনতে ইউনূস-ইলন মাস্ক আলোচনা

মাসুদ করিম, *ঢাকা থেকে*

বাংলাদেশে স্টারলিঙ্ক স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সার্ভিস আনতে স্পেসএক্স, টেসলা ও এক্সের প্রা‌ি ইলন মাস্কের সঙ্গে বৃহস্পতিবার ভিডিও আলোচনা করেছেন প্রধান এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
১০টি কালার (কালার চিকেন) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
(অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায় ৩টি হার্ড চিকেন $14.99
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
37-15 55th St. Woodside NY-11377. Phone: 718.205.7200
We accept all major credit cards
ফ্রি ডেলিভারী

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1312055

এসাইলাম সেন্টার/স্টপ ডিপোর্টেশন
আমেরিকায় গ্রীনকার্ড / বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে নিপীড়ন,নাগরিক অথবা মানবধিকার লঙ্ঘণের প্রেক্ষিতে একটি এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।
কেন আমাদের কাছে আসবেন
★ আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
★ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপির সর্বাধিক কেইস আমরাই জয়লাভ করেছি।)
★ ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
★ আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
★ ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ডিভোর্স/ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
★ দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকা ATTORNEY-দের সাহায্য নিয়ে এই দেশে আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
কেন আমরা অন্যদের চেয়ে আলাদা
আমেরিকার ৫০টি স্টেটে সফলতার সাথে ইমিগ্রেশন মামলা পরিচালনা করি
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি
আপনার আইনী সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়
৩৭-৪৮ ৭২ স্ট্রীট, ২য় তলা, জ্যাকসন হাইটস্, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
ই-মেইল: legalnetwork.us@gmail.com
ফোন: 917-722-1405 or 718-524-9777
All of our services are provided bz third-party professionals
Visit us : www.legalnetworkusa.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
▪ TAX Liens Charge Offs ▪ Inquiries ▪ Collections ▪ Garnishment ▪ Bankruptcy ▪ Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

অ্যাক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না
যোগাযোগঃ
917-282-9256
email: moinlaw@gmail.com
বিস্তারিত দেখুন ১১ নম্বর পৃষ্ঠায়
Moin Choudhury
Attorney at Law

RAJIB AHMED
PRESIDENT & CEO
LICENSED REAL ESTATE EXPERT
MEGA insurance BROKERAGE
TLC UBER, LYFT, YELLOWCAB, BLACK CAR
ইন্স্যুরেন্সের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
আমরা দিচ্ছি ফ্রি কোটেশন সুবিধা
TAXI-LIMOUSINE INSURANCE EXPERT
WE OFFER DMV/TLC SERVICES & CLAIMS
Uber lyft NYC TAXI
DIRECT: 718-730-5290 OFFICE: 212-721-0001
32-47 57TH ST, WOODSIDE, NY 11377

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স | পেরোল | বিজনেস সেটআপ | ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ENROLLED AGENT
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
PH: 718-205-6040, 718-205-6010
37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
PCA & CDPAP SERVICE
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight
Health System
Anthem.
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H
Senior Whole Health.
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

সাপ্তাহিক আজকাল
Friday, 14 February 2025, Issue 857, www.ajkalnewyork.com

সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে নিয়ে নিউইয়র্কে স্মরণসভা

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে গভীর শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় প্রয়াত পার্লামেন্টারিয়ান, সাবেক মন্ত্রী, মহান মুক্তিযুদ্ধের সাব সেক্টর কমান্ডার, রাজনীতিক সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে নিয়ে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে। গত ৮ ফেব্রুয়ারী শনিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টে এই স্মরণসভার আয়োজন করে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত স্মৃতি পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত স্মৃতি পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা, দিরাই উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি তোফায়েল চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন মূলধারার

এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

Bangladesh Remittance Fair 2025

নিউইয়র্কে ১৯ ও ২০ এপ্রিল বাংলাদেশ রেমিট্যান্স ফেয়ার

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে আগামী ১৯ ও ২০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে দুই দিনের 'চতুর্থ রেমিট্যান্স ফেয়ার ২০২৫'। ফেয়ারের উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনর ড. আহসান এইচ মনসুর। মেলার প্রতিপাদ্য হলো- 'লিগ্যাল রেমিট্যান্স, বেটার বাংলাদেশ'।
যৌথ ভাবে ফেয়ারের আয়োজন করছে বাংলাদেশ-ইউএসএ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিইউসিসিআই) এবং ইউএসএ-বাংলা বিজনিস লিংক। বাংলাদেশীদের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠেয় এ মেলা

এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্ক পুলিশের সহযোগিতায় আজ ফিউন্যারেল

বাসায় অর্ধগলিত বাংলাদেশির মরদেহ

হাসান মাহমুদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'এপ্লাইড ফিজিক্সে' পড়ালেখা করে যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে এসে ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র উত্তম কুমার। ঢাকায় নটরডেম কলেজে সুদর্শন ও অত্যন্ত মেধাবী শিক্ষার্থী হিসেবে সবার কাছে পরিচিত ছিলেন তিনি। ৩০ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন উচ্চ শিক্ষার জন্য মেধাবী যুবক উত্তম কুমার মজুমদার। যার অর্ধগলিত মরদেহ মিলেছে বাসার বাথ রুমে। নিউইয়র্কে আসার পর সময়ের ব্যবধানে পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক এক পর্যায়ে ছিন্ন হয়ে যায়। তিনি শুরু করেন একাকিত্বময় এক জীবন। তার ঠিকানা জানা ছিল না পরিবারের এবং তার বন্ধু বান্ধব কারো। বাসায় ব্যবহার করতেন না 'ওয়াইফাই'। কাজ শেষ করে বাসায় ফেরা এবং আবার কাজে যাওয়াই ছিল তার নিত্য রুটিন। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের দেওয়ান বাজারে তার বাবা-মা থাকতেন বলে জানা গেছে। ২০০৮ সালে তিনি স্বল্প সময়ের জন্য বাংলাদেশে গিয়েছিলেন। এর ৪ বছর আগে জনতা ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা তার বাবা মারা যান। মাকে রেখে চট্টগ্রাম থেকে আবার তিনি ফিরে আসেন নিউইয়র্কে। কিন্তু ২০১৮ সালে তার মা দেশে মারা যান। উত্তম কুমার আর কখনো দেশে যাননি। ৩০ বছর আগে উত্তম কুমারের সঙ্গে দেখা হওয়া তার জেঠাতো ভাইয়ের ছেলে আদিত্য কুমার মজুমদার গতকাল আজকালের এই প্রতিবেদকের কাছে নিউইয়র্কে এসব তথ্য জানিয়েছেন অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনার পর। উত্তম কুমারের মরদেহ নিজ বাসার বাথরুম থেকে ২৭ জানুয়ারি অর্ধগলিত অবস্থায় উদ্ধার করে নিউইয়র্ক পুলিশ। তার ঠিকানার সন্ধানে মর্গে পড়েছিল মরদেহ কয়েকদিন। তার প্রতিবেশিরা মারাত্মক দুর্গন্ধ পেয়ে পুলিশকে জানালে তারা বাসায় এসে মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়।

এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

গোলাপগঞ্জ ইউনাইটেড ফোরাম অফ নিউ জার্সি'র নতুন কমিটি

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসীদের আঞ্চলিক সংগঠন গোলাপগঞ্জ ইউনাইটেড ফোরাম অফ নিউ জার্সি ইনকের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। এতে মোহাম্মদ এ রহমান মাহ্বুবকে সভাপতি, শাহজাহান হান্নান সাজুকে সাধারণ সম্পাদক এবং শহিদুল ইসলাম হাফিজকে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়েছে। গত ৭ ফেব্রুয়ারি নিউজার্সির ৩১২ ইউনিয়ন এভিনিউস্থ রাফ পিক্কোলো'স পিজ্জা শপে অনুষ্ঠিত এক সাধারণ এ কমিটি গঠন হয়।
সংগঠনের কার্যকরী কমিটি গঠনের লক্ষ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোজেবুর রহমানের আহ্বানে প্রবীণ উপদেষ্টা খলিলুর রাজা চৌধুরীর সভাপতিত্বে

এরপর ৫০ পৃষ্ঠায়

গাইবান্ধা সোসাইটি'র মতবিনিময় সভা

নিউইয়র্কে শুদ্ধ বাংলা ব্যবহারের আহবান

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কিভাবে বাংলা বানান এবং বাক্য ব্যবহারে শুদ্ধতা আনা যেতে পারে, এ ব্যাপারে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে গাইবান্ধা সোসাইটি অব আমেরিকা। গাইবান্ধার মত একটি আঞ্চলিক সংগঠন এ ধরণের কর্মসূচী গ্রহণ করায় বক্তারা অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, নিউইয়র্কে বহু বছর থেকে বাংলা বাক্য ও শব্দ ভুলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু কমিউনিটির পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তি বা

এরপর ৫০ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশী-আমেরিকান কমিউনিটি কাউন্সিল-বিএসিসির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশী-আমেরিকান কমিউনিটি কাউন্সিল-বিএসিসি'র ২০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী গত ৩১ জানুয়ারী নিউইয়র্কে ইয়াঙ্কার্সের রয়্যাল প্যালেস পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপিত এ উৎসবে কমিউনিটির উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার বাংলাদেশী-আমেরিকানদের অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। বিএসিসি'র প্রেসিডেন্ট ও ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড ৯ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এন মজুমদারের সভাপতিত্বে এবং ট্রাস্টি বোর্ড মেম্বার হারুন আলী, ভাইস প্রেসিডেন্ট নজরুল হক ও সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল গাফফার চৌধুরী খসরুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন মার্কিন কংগ্রেসম্যান ১৬তম

এরপর ৫০ পৃষ্ঠায়

বাংলা ক্লাব নিউইয়র্ক ইউএসএ'র পিঠা উৎসব

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের অন্যতম সামাজিক সংগঠন বাংলা ক্লাব নিউইয়র্ক, ইউএসএ ইনক'র পিঠা উৎসব গত ৭ ফেব্রুয়ারী ব্রুকলেন বারী পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ পিঠা উৎসবে দেশের ৬৪টি জেলার ঐতিহ্যবাহী পিঠার সমন্বয় ঘটে। আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলাদেশের গ্রাম বাংলার সংস্কৃতির এ পিঠা উৎসবটি পরিণত হয় বাঙালীদের মিলন

এরপর ৫০ পৃষ্ঠায়

NABANNO
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

আমাদের একজন আলম

মনোয়ারুল ইসলাম

আমাদের একজন আলম। আলমগীর খান আলম। শো টাইম মিউজিকের কর্ণধার। যুক্তরাষ্ট্রে ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডের প্রবক্তা। বাংলাদেশি কমিউনিটির সিংহভাগ প্রবাসী এক নামেই তাকে চেনেন। কমিউনিটির নেতা নন। নন কোন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। গায়ক, শিল্পী কিংবা সেলিব্রেটিও নন। অথচ ব্যাপক পরিচিতির অধিকারি। কমিউনিটির মানুষ তাকে এতও ভালোবাসেন তা আগে জানা ছিল না। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তার বাংলাদেশে চলে যাওয়ায় আলোচনার ঝড় উঠে নিউইয়র্কের বাঙালীপাড়াগুলোতে। চায়ের টেবিলে।সবাই তার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে থাকেন।সোশাল মিডিয়ায় তাকে নিয়ে লেখালেখি ও গুজবের পাখা ছড়ায়।

আলমগীর খান আলম ৩ দশক ধরে নিউইয়র্কে বসবাস করেন। একজন তরতাজা তরুণ স্বপ্নের দেশে ঝিকতরা স্বপন নিয়ে আটলান্টিকের পাড়ে পাড়ি জমিয়ে ছিলেন। স্বপ্ন পুরণ করতে পেরেছেন কিনা জানি না। তবে মনকষ্ট নিয়ে আমেরিকা ত্যাগ করেছেন। লাগোর্ডিয়া কলেজে ছাত্রত্ব নেবার মধ্যদিয়ে আমেরিকার জীবন শুরু হয়েছিল। এরপর শুরু করেন সিনে, নাটক ও সংগীত শিল্পীদের নিয়ে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের। ঢাকা থেকে শতশত শিল্পী ও সেলিব্রিটি তার এই অনুষ্ঠানগুলোতে অংশ নিতে থাকেন। গড়ে তোলেন শো টাইম মিউজিক।এই সংগঠনের ব্যানারে চালু করেন ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড। দেশের ও প্রবাসের অধিকাংশ শিল্পীই এই পদক গ্রহন করেছেন। বাংলাদেশের সিনে, নাটক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তার পরিচিতি ব্যাপক। ঢাকা থেকে কোন শিল্পী নিউইয়র্কে গেলেই তার চাই আলমের আতিথেয়তা। প্রতিবছর ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড ছিল নিউইয়র্কের অন্যতম আর্কষন। অনেকেই এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য অপেক্ষা করতেন। সংগীত জগতের ২ কিংবদন্তী সাবিনা ইয়াসমীন ও রুনা লায়লাকে নিউইয়র্কে এক মঞ্চে তুলে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মানেই সেখানে ছিল আলমের উপস্থিতি। কুইন্স প্যালেস, গুলশান টেরেসে কিংবা শাহ্ নেওয়াজের প্রিন্টিং অফিস তাকে সবসময় মিস করবে। এমনি একজন মানুষকে নিয়ে কমিউনিটিতে সমালোচনাও ছিল। তার সংগঠনের অ্যাওয়ার্ড দেয়াকে নিয়ে অনেক সমালোচনা হতো। প্রশ্ন ছিল তা পাওয়ার মাপকাঠি নিয়ে। এতে আলম বলতেন, কিছু পদক দেয়া হয় অনুরোধের প্রেক্ষিতে। তা মানবিকতার খাতিরে। বিভিন্ন আবেদনে অ্যাওয়ার্ড প্রাপকরা তা উল্লেখ করতেন। নিউইয়র্কে কমপক্ষে ৫০ জন সাংস্কৃতিক কর্মি রয়েছেন তাদের ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়ায় আলমের সহযোগিতা রয়েছে। তারা

আলমগীর খান আলম

গ্রীনকার্ড ও সিটিজেনশীপ পেয়ে বহাল তবিয়তে রয়েছেন। অথচ নানা জটিলতায় তার কাগজটিই হয়নি। নিরংহকার এই মানুষটিকে কারও সমালোচনাও করতে দেখা যায় নি। । কেউ অন্যের সমালোচনা করলে আলম বলতেন, তাই বাদ দেন না। ২ বছর আগে লায়ন্স এর নির্বাচন ও ফোবানাকে ঘিরে প্রবাসের ৩ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী শাহ্ নেওয়াজ, আসেফ বারী টুটুল ও গিয়াস আহমেদের মধ্যে দুরত্ব তৈরি হলে তিনি তা দূর করার প্রাণপন চেষ্টা করেছেন। প্রায়শই বলতেন, কমিউনিটির এই বিভাজন ভালো লাগে না। সময়ের পরিক্রমায় তাদের মধ্যে দুরত্ব আর নেই। এতে আলম বেশ খুশি ছিলেন। কমিউনিটির পৃষ্ঠপোষকদের সহায়তায় আলম বিভিন্ন ইভেন্টের আয়োজন করতেন। তাদের অন্যতম একজন হলেন গোল্ডেন হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও সাপ্তাহিক আজকালের সম্পাদক শাহ্ নেওয়াজ। নিউইয়র্কের তার শেষ দিনগুলোতে গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার ছিল তার ঠিকানা। বিশেষ করে হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর শাহ্ নেওয়াজ ভাইয়ের অফিসে প্রায়শই। মধ্যরাত অবধি সেখানে আড্ডা দিতেন। তবে তিনি তেমন কিছু বলতেন না। চুপচাপ থাকতেন। আর শুনতেন। অধিকাংশ রাতেই আলম ডিনার পর্ব সারতেন শাহ্ নেওয়াজ ও রানো নেওয়াজের সাথে।

এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

নির্বাচনী দৌড়ে কে এগিয়ে বিএনপি না জামায়াত?

সোহরাব হাসান

অন্তর্বর্তী সরকারের ১০০ দিন উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছিলেন, 'নির্বাচনের ট্রেন যাত্রা শুরু করেছে, এটা আর থামবে না। কিন্তু যেতে যেতে আমাদের অনেকগুলো কাজ সেরে ফেলতে হবে। এই ট্রেন শেষ স্টেশনে কখন পৌঁছাবে, সেটা নির্ভর করবে কত তাড়াতাড়ি আমরা তার জন্য রেললাইনগুলো বসিয়ে দিতে পারি, আর তা হবে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের মাধ্যমে।'

গত ছয় মাসে সরকার রেললাইনগুলো বসিয়ে দিতে পেরেছে কি না জানি না, রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের বিষয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে। বাইরের তৎপরতা দেখে অনেকে মনে করতে পারেন, কেবল বিএনপিই নির্বাচনের বিষয়ে বেশি তোড়জোড় করছে। আসলে তা নয়। ভেতরে ভেতরে সব দলই প্রস্তুতি নিচ্ছে। হিসাব করছে, কখন ভোট হলে কার বেশি লাভ।

বিএনপির নেতারা চলতি বছরের মাঝামাঝি নির্বাচনের কথা বললেও ডিসেম্বরকেই ডেটলাইন হিসেবে ধরে নিয়েছে।

সরকারেরও তেমন আপত্তি আছে বলে মনে হয় না। জাপানের এনএইচকে টেলিভিশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

গত সোমবার বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেও নির্বাচনের দিনক্ষণের বিষয়টি সামনে আসে। বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ছিলেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ, শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান ও আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। প্রায় দেড় ঘণ্টার এই বৈঠকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, দ্রব্যমূল্যসহ চলমান বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয় বলে সংবাদমাধ্যমে এসেছে।

বৈঠক শেষে মির্জা ফখরুল সাংবাদিকদের বলেন, প্রধান উপদেষ্টা তাঁদের জানিয়েছেন সরকার ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করার আয়োজন করছে। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম আলাদা প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো একমত থাকলে ডিসেম্বরে নির্বাচন হতে পারে। ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে সংস্কার নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে বৈঠক হবে তাতে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে অন্তর্বর্তী সরকারের নেওয়া সংস্কারের পদক্ষেপগুলো ব্যাখ্যা করবেন প্রধান উপদেষ্টা।

এই মুহূর্তে রাজনৈতিক দলগুলোর আগ্রহ নির্বাচনের নির্দিষ্ট তারিখে। ১৫ ফেব্রুয়ারির বৈঠকের বিষয়ে গণতন্ত্র মঞ্চের একজন নেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বলেন, বৈঠক তো অর্থবহ হতে হবে। এর আগে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে যতগুলো বৈঠক ছিল, রাজনীতিকেরা তাঁদের মতামত দিতে পারেননি। একসঙ্গে ২৫-৩০টি দলকে ডাকলে তারা কথা বলবে কীভাবে? কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসতে হলে তো খোলামেলা আলোচনা হতে হবে।

সে ক্ষেত্রে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বৈঠকটি প্রলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এর আগে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছিলেন, প্রয়োজনে রোজার মধ্যেও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ হতে পারে।

> সে ক্ষেত্রে স্থানীয় নেতা-কর্মীরা ভাগ হয়ে যাবেন এবং প্রতিপক্ষ এর সুযোগ পাবেন। বেশ কয়েকটি স্থানে সংঘাত সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। জামায়াতে ইসলামীতে সেই আশঙ্কা নেই। দলীয় নেতৃত্ব যাঁকে মনোনয়ন দেবে, নেতা-কর্মীরা সেটাই মেনে নেবেন। এখানেই প্রশ্ন এসেছে, আগামী নির্বাচনী দৌড়ে কে এগিয়ে-বিএনপি না জামায়াত?

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় সূত্রের বরাত দিয়ে একটি সংবাদমাধ্যম বলেছে, 'নির্বাচন ডিসেম্বরের পরে হোক তা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস কোনোভাবেই চান না। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, আগামী ৬ ডিসেম্বর গণতন্ত্র দিবসে এই নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ ঠিক করা হয়েছে।'

৬ ডিসেম্বরের তাৎপর্য হলো ১৯৯০ সালের এই দিনে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে। ৩৪ বছর পর আরেকটি গণ-অভ্যুত্থান হলো ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট।

গত রোববার প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দীনের সঙ্গে বৈঠক করেন বিএনপির তিন নেতা। তাঁরা বলেছেন, কোনো সংস্কারের দোহাই দিয়ে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হলে বিএনপি মেনে নেবে না। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার সংস্থার নির্বাচন করার প্রস্তাব দিয়েছে। বিএনপির নেতারা ইসির কাছে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, সবার আগে জাতীয় নির্বাচন হতে হবে।

আগামী ১২ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সারা দেশে সমাবেশ করবে বিএনপি। বিএনপির নেতারা বলছেন, নিত্যপণ্যের দাম সহনীয় রাখা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো, নির্বাচনের রোডম্যাপ এবং

এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

ইতিহাস মুছে কি সামনে এগোনো যায়

আজাদুর রহমান চন্দন

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয়ে থেকে গত ছয় মাসে বেশ কয়েকবার বক্তব্য-বিবৃতি দিয়েছেন নানা মাধ্যমে। এসব বক্তব্যে তাঁর অতীত কর্মকাণ্ডের জন্য বিন্দুমাত্র অনুতাপ-অনুশোচনা প্রকাশ পায়নি বরং নিজের সব কর্মকাণ্ডের পক্ষে সাফাই গাওয়ার পাশাপাশি প্রতিপক্ষের ওপর দায় চাপানো ও বিদ্বেষ ছড়ানোর চেষ্টা স্পষ্ট। বিষয়টি নিয়ে তাঁর প্রতি একদা সহানুভূতিশীল অনেককেই বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখেছি সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘরোয়া আলাপচারিতায়। কাজেই তাঁর কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসান ঘটাতে জীবন বাজি রেখে যাঁরা আন্দোলন করেছেন, তাঁদের মনে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। এমন পরিস্থিতিতে 'ছাত্রসমাজের উদ্দেশে' শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচারের ঘোষণা আন্দোলনকারীদের বিক্ষুব্ধ করবে, এটাই স্বাভাবিক। তা-ও আবার শেখ হাসিনার কর্তৃত্ববাদী শাসন অবসানের ছয় মাস পূর্তির দিনে বক্তব্যটি প্রচারের ঘোষণা দেওয়া হয় নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রসংগঠনের পেজে এবং যথ রীতি প্রচারও করা হয়। ভাষণটি প্রচারিত হওয়ার আগেই কেবল তা ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় ৫ ফেব্রুয়ারি বুধবার রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর (নতুন নম্বর ১১) সড়কে বঙ্গবন্ধু ভবন ধ্বংস করার কর্মসূচি ঘোষণা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। দেশে ও প্রবাসে থাকা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির পক্ষ থেকেও অনুরূপ ঘোষণা দেওয়া হয়। সেদিন সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় ভবনটি ভাঙার কাজ। রাতে ব্যবহার করা হয় ক্রেন ও এক্সকাভেটর। পরদিনও চলে ভবনটি গুঁড়িয়ে দেওয়ার কার্যক্রম। শুধু তা-ই নয়, ৫ ফেব্রুয়ারি রাতে ধানমন্ডিতে শেখ হাসিনার বাড়ি সুধা সদনেও আগুন দেওয়া হয়। পরদিন বাড়িটিতে চলে লুটতরাজ। বুধবার রাতেই ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটে খুলনায় এবং পরদিন তা ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায়। সেসব স্থানে তাণ্ডচুর করা এবং আগুন দেওয়া হয় আওয়ামী লীগের নেতাদের বাড়িসহ শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনার নামযুক্ত বিভিন্ন স্থাপনায়।

দেশে দুই দিন ধরে চলা এ ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য কেউ কেউ ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরশাসক শেখ হাসিনাকেই দায়ী করছেন। এমনকি ৬ ফেব্রুয়ারি অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া বিবৃতিতেও ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের ঘটনা প্রসঙ্গে বলা হয়, 'পলাতক অবস্থায় ভারতে বসে জুলাই অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উসকানিমূলক বক্তব্যের কারণে জনমনে গভীর ক্রোধ সৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এ ঘটনা ঘটেছে।' সংগত কারণেই সরকারের ভূমিকার সমালোচনা হচ্ছে। দেশব্যাপী সংঘটিত অস্বাভাবিক তাণ্ডচুর ও সহিংসতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। শুক্রবার এক বিবৃতিতে সংস্থাটি বলেছে, উদ্ভূত পরিস্থিতি গণতান্ত্রিক উত্তরণ, সুশাসন ও রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এমন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে শুধু বিবৃতি দিয়ে দায়িত্ব সম্পন্ন করা নয়, সরকারের কার্যকর ভূমিকাও অপরিহার্য। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'আগে থেকে সহিংস কর্মসূচির ঘোষণা থাকার পরও আইনশৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থা ও তার সঙ্গে সহায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালনরত সেনাবাহিনী, তথা সরকার কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আশঙ্কাজনকভাবে নির্লিপ্ততার পরিচয় দিয়েছে। পরবর্তী সময়ে ঘটনাটি "অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত" এমন বিবৃতি দিয়ে দায় এড়ানোর চেষ্টাও লক্ষণীয়।'

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনায় ক্ষোভ জানিয়েছেন অনেক বিশিষ্টজনও। বিশেষ করে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়ার নিন্দা জানিয়ে দেশের বিশিষ্ট ২৬ নাগরিকের দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে নির্মমতার সঙ্গে বাড়িটি ধ্বংস করা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে ঘটনা-পরবর্তী একটি বিবৃতি দিয়ে এ দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। বিবৃতিদাতারা বলেন, ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারির ঘটনার দায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা উপদেষ্টাসহ অন্তর্বর্তী সরকারের ওপরেই অনেকাংশে বর্তায়। বিবৃতিতে বলা হয়, 'যেভাবে ৩২ নম্বর ধানমন্ডিতে অবস্থিত শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক বাড়িটি ক্রেন, বুলডোজার ব্যবহার করে নির্মমভাবে ধূলিসাৎ করা হয়েছে এবং তার সঙ্গে অন্য যেসব স্থাপনা পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে নির্মমতার সঙ্গে ধ্বংস করা হয়েছে, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তা দেখে একটি সভ্য দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত, স্তম্ভিত ও লজ্জিত। এ ঘটনার আমরা বিচার চাই।'

যেকোনো দেশের ঐতিহাসিক নিদর্শন, স্থান কিংবা স্থাপনা সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব সেই দেশের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের। ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান, বাড়ি বা অন্য কোনো স্থাপনা-তাতে কারা কোন সময় বসবাস করেছেন বা কাদের নাম জড়িত, সেই নিরিখে বিচার্য নয়। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের যে মূল্যায়নই থাকুক না কেন, তার ওপরে তার সুরক্ষার বিষয়টি নির্ভর করে না। এই সুরক্ষা দেওয়াটা সভ্য সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখানে বলা

এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

> অথচ ইতিহাস যে মোছা বা বদলানো যায় না, তার প্রমাণের তো অভাব নেই। কেউ কেউ ৩২ নম্বর বদলানোর পরামর্শও দিচ্ছেন। তারা কি জানেন না, বহু বছর আগেই সরকার সেটি বদল করে ১১ করেছে! কিন্তু এত বছরেও কেউ কি ১১ উচ্চারণ করেছে? এসব মোছামুছি আর ভাঙাভাঙি করে সামনে এগোনো যাবে না। এগোতে হলে ইতিহাস নয়, ব্যবস্থা বদলাতে হবে

Editor & Publisher	: Shah Nawaz	সম্পাদক ও প্রকাশক	: শাহ্ নেওয়াজ
Managing Editor	: Rano Nawaz	ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	: রানো নেওয়াজ
City Editor	: Anik Raj	সিটি এডিটর	: অনিক রাজ
General Manager	: Abubakar Siddique	জেনারেল ম্যানেজার	: আবুবকর সিদ্দিকী

Weekly Ajkal
71-16 35th Ave, Jackson Heights,
NY 11372, USA.
Ph: 646-267-7751, Fax: 718-865-9130
web: www.ajkalnewyork.com
e-mail: ajkalnews@gmail.com

রহস্য এই যে, সরকারের কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন

আনু মুহাম্মদ

অন্তর্বর্তী সরকার গণ-অভ্যুত্থানের ফসল। এ কারণে সরকারের কাছে প্রত্যাশা অনেক বেশি। জনগণের একটা বড় অংশ সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু সরকারের ভূমিকায় মনে হচ্ছে অগ্রাধিকারভিত্তিতে যে কাজগুলো করার কথা, সেসবের দিকে তাদের মনোযোগ নেই।

আমাদের উদ্বেগ এই জায়গায়-কোনো কোনো ঘটনায় মনে হচ্ছে দেশে যেন সরকারের অস্তিত্ব নেই। গণ- অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আসা সরকারের যেমন কর্তৃত্ব আছে, তেমনি দায়িত্বও আছে। কিন্তু সরকারের কর্মকাণ্ডে কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব- এই দুটি বিষয়ের মধ্যে অসংগতি রয়েছে। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি ভাঙা, সারা দেশে বিভিন্ন ধরনের ভাঙচুর, হামলা ইত্যাদি ব্যাপারেও তা দেখা গেল।

আমরা দেখলাম ঘোষণা দিয়ে ভাঙচুর শুরু হলো। সারা দেশে বিভিন্ন জায়গায় ভাঙচুর হতে থাকল। সরকার প্রথমে কিছুই বলল না। যেভাবে ভাঙচুর হলো, বুলডোজারসহ বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র যেভাবে ব্যবহার করা হলো: তাতে বোঝাই গেল যে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও এর সঙ্গে যুক্ত। সেনাবাহিনীর ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা আছে, তাদেরও কোনো ভূমিকা দেখা গেল না।

যারা ভাঙচুরের আহ্বান জানাল, তাদের অনেকে সরকারের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন সংগঠনের অংশ। ভাঙচুরের পরে প্রধান উপদেষ্টা বিবৃতিতে ভাঙচুর বন্ধ করতে বলেছেন। পুরো বিষয়টিতেই তিনটি ঘটনা দেখা যাচ্ছে। একদিকে অমনোযোগ, সেই সঙ্গে আলস্য বা নিষ্ক্রিয়তা, আরেক দিকে রহস্য। রহস্য এই যে আসলে সরকারের সিদ্ধান্তটা কে নিচ্ছেন, কীভাবে নিচ্ছেন এবং কেন নিচ্ছেন?

ফেসবুকে সরকারের সমর্থক হিসেবে পরিচিত লোকজন নানাভাবে যে ধরনের যুক্তিগুলো দিচ্ছেন, উপদেষ্টারা যে ভাষায় কথা বলছেন, কোনো কোনো সময়ে সেসবের মধ্যে বিরোধ তৈরি হচ্ছে। এর পরিণতি হলো আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করার ঘোষণা দিয়ে করা এই কাজগুলো আসলে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন কিংবা প্রত্যাবর্তনের পথ সুগম করছে।

সংস্কারের জন্য প্রতিবেদন তৈরি করার দায়িত্ব তো সরকারকে পালন করতেই হবে। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, দ্রুত গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচনের দিকে যাওয়াটা এখন সরকারের প্রধান কাজ। তারা যত শিগগির একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দিতে পারবে, আমরা তত দ্রুত অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা পাব।

এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে, তা আন্তর্জাতিকভাবে বর্তমান সরকারের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। আমাদেরও উদ্বেগটা এখানে, কোন দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাংলাদেশকে? কখনো বাউলগান, কখনো মাজার, কখনো ভাস্কর্য-এগুলো নানাভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। এগুলো যারা আক্রমণ করছে, তারা কারা? তাদের ঠেকাতে সরকারের ভূমিকা কী?

গণ- অভ্যুত্থানে ব্যক্ত বৈষম্যহীন বাংলাদেশের যে আকাঙ্ক্ষা, বর্তমান সরকারের কার্যক্রমে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে কি? বরং বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক রাজনীতি, জবরদস্তি করা, মানুষকে ভয় দেখানো, আতঙ্ক সৃষ্টি করা, সৃজনশীলতার ওপরে আক্রমণ করার যে প্রবণতাগুলো তৈরি হচ্ছে, তা পুরো গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত।

গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হলো যে শেখ হাসিনা সরকার, তারা যদি নির্বাচিত ও গণতান্ত্রিক হতো, তাহলে ভারত এভাবে বাংলাদেশের ওপর তাদের আধিপত্য নিশ্চিত করতে পারত না। একমাত্র স্বৈরশাসনের কারণেই তা সম্ভব হয়েছে। এই স্বৈরশাসন ছিল ভারতের জন্য খুব বড় একটা আশীর্বাদ। বাংলাদেশ থেকে আধিপত্যের যে কাঠামোটা ভারত রাষ্ট্র হিসেবে দাঁড় করেছিল, সেই কাঠামো ভেঙে পড়ার আশঙ্কার বহিঃপ্রকাশ হলো শেখ হাসিনাকে দিল্লিতে আশ্রয় দেওয়া এবং বাংলাদেশবিরোধী বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার করতে দেওয়া। বাংলাদেশে যত ধরনের নৈরাজ্য কিংবা সহিংসতা তৈরি হবে, সেগুলো আসলে বিজেপি সরকারের একটা বড় ধরনের হাতিয়ার হবে।

শেখ হাসিনা থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগের সুবিধাভোগীদের বক্তব্য ও ভূমিকা থেকে মনে হয় যে তাদের বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হয়নি। তারা যদি চক্রান্তের পথে যায়, বাংলাদেশের জনগণকে তা মোকাবিলা করতে হবে। সেই মোকাবিলায় অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্বই হচ্ছে প্রধান। কিন্তু সরকারের মনোযোগহীনতার কারণে এই সহিংসতা ও বৈষম্য বৃদ্ধির রাজনীতি যদি বাড়তে থাকে, বিভিন্নভাবে জনগণ যদি নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়তে থাকে, তাহলে সেই চক্রান্ত মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না।

যে কাজগুলো সরকারের অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার ছিল, যেমন জিনিসপত্রের দাম-সরকারের এ ব্যাপারে কোনো কার্যকর দৃশ্যমান উদ্যোগ নেই। যদি এখানে সরকারের কোনো উদ্যোগ থাকত, তা যদি ব্যর্থ হতো, তাহলেও মানুষ সহানুভূতির চোখে দেখত। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, হামলা, ভাঙচুর-এসব ঘটনা কমছে না। এ কারণে সব পর্যায়ে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হচ্ছে। ফলে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে জনসমর্থন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমছে।

এখানে একটা কথা গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয় যে বিক্ষুব্ধ জনতা এসব সহিংসতা করেছে। কিন্তু বিক্ষুব্ধ জনতা নিজে নিজে কিছু করেনি। কিছু লোক ও কিছু গোষ্ঠী পরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই জনগণকে প্ররোচিত করেছে। এই রাজনীতি কিংবা বিভিন্ন ধরনের এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

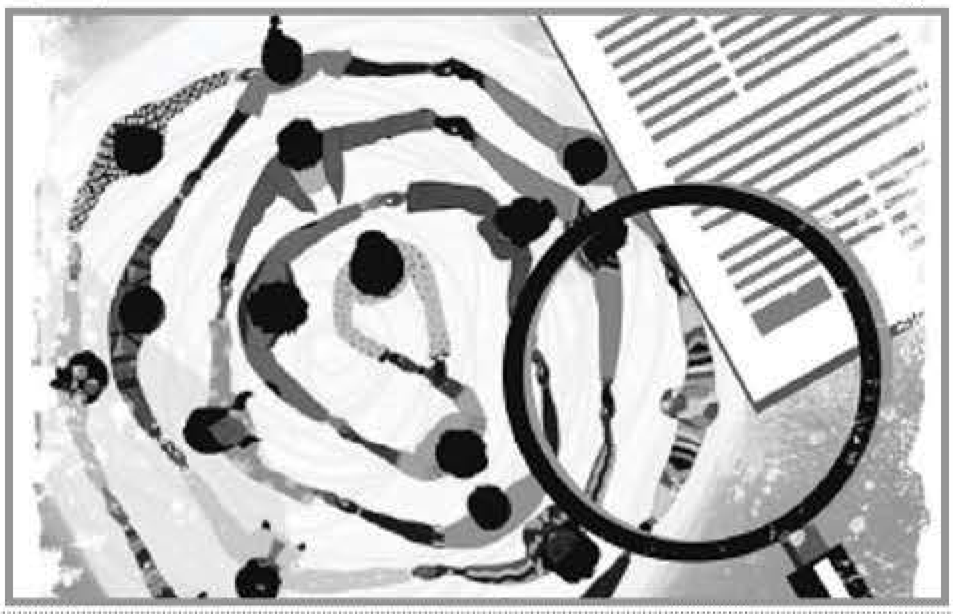

> অতীতের মতো বিচারবহির্ভূত তৎপরতা, হয়রানি করা, ডিবি এসে তুলে নিয়ে যাওয়া এবং পুরোনোকালের মতো গল্প বানানো-এগুলোর কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সরকার নিজের অবস্থান যদি ঠিক করে যে আমরা আগের প্রক্রিয়ায় আর চলব না, তাহলেই সমস্যার সমধানের দিকে এগোনো যাবে। দেশে যে সরকার আছে, তাদের ওপর যে দায়িত্ব আছে এবং তারা যে একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নিয়েছে, সেটা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে মনে রাখতে হবে। সংস্কারের জন্য প্রতিবেদন তৈরি করার দায়িত্ব তো সরকারকে পালন করতেই হবে। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, দ্রুত গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচনের দিকে যাওয়াটা এখন সরকারের প্রধান কাজ। তারা যত শিগগির একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দিতে পারবে, আমরা তত দ্রুত অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা পাব

কেন এত দিন খুঁজে ধরে ফেলা হয়নি 'ডেভিলদের'

জাহেদ উর রহমান

> যদিও গত পাঁচ মাসে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে অন্তত ১৭ জন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন (মানবাধিকার সংগঠন 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র'-এর তথ্য)। বলা বাহুল্য, এসব ঘটেছে নির্যাতনের ফলে। অথচ 'নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩' অনুযায়ী নির্যাতনের সংজ্ঞা হলো, 'নির্যাতন' অর্থ কষ্ট হয়, এমন ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। বিশেষ অভিযানের মতো ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ নয়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা হয়ে উঠুক সরকারের প্রতিদিনকার অগ্রাধিকার। সরকারের মনে রাখা উচিত, সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার যুক্তি হিসেবে অনভিজ্ঞতাকে সামনে আনা ১-২ মাস বয়সী সরকারের ক্ষেত্রে অনেকটাই গ্রহণযোগ্য হলেও ছয় মাস পেরিয়ে যাওয়ার পর সেটাকে জনগণের গ্রহণ না করারই কথা

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঘটা করে ঘোষণা দিয়ে ডেভিল, অর্থাৎ শয়তান খুঁজতে বা ধরতে নেমেছে। গাজীপুরে ছাত্র-জনতার ওপর পরিকল্পিতভাবে আওয়ামী লীগের হামলার পর এ অভিযান অনেকের মনে স্বস্তি তৈরি করেছে; সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখা যাচ্ছে এর বহিঃপ্রকাশও। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঘটা করে অভিযানের কথা ঘোষণা করার পর আমার মনে পড়ে গেল 'চলো যাই যুদ্ধে, মাদকের বিরুদ্ধে' স্লোগানটির কথা। স্লোগানটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের জাতির ইতিহাসের এক অন্ধকার সময়ের কথা।

ভারতে পালিয়ে যাওয়া শেখ হাসিনার ভাষণ দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় ৫ ফেব্রুয়ারি ও এর পরে অনেক ঘটনা ঘটে গেল বাংলাদেশে। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ঘোষণা দিয়ে। শুধু তা-ই নয়, সারা দেশে অন্তত ৩৫টি জেলায় আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে কিংবা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর হলো গাজীপুরের ঘটনা।

তিন-চারটি দিন বাংলাদেশ গেল নৈরাজ্যকর একটা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। উত্তেজনার পারদ নিচে নেমে আসার পর এবার সময় হয়েছে নিরাবেগ হিসাব-নিকাশের। খতিয়ে দেখা দরকার যা ঘটল (কিংবা ঘটতে দেওয়া হলো), যেভাবে ঘটল এবং এর ভবিষ্যৎ প্রভাবই বা কী।

শেখ হাসিনার বক্তব্য দেওয়া মানুষকে ক্ষুব্ধ করেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এসব কি পাঁচ আগস্টের ক্ষোভ-ক্রোধের তুলনায় বেশি? নিদেনপক্ষে কাছাকাছিও? শেখ হাসিনার পতন এবং পালিয়ে যাওয়ার পর জনগণের তীব্রতম ক্রোধের সময়ও যে বাড়িগুলো হামলা-ভাঙচুর কিংবা অগ্নিসংযোগের শিকার হয়নি, সেই বাড়িগুলো কেন ছয় মাস পর তুলনামূলকভাবে অনেক কম ক্ষোভের মুখেই হামলা-ভাঙচুরের শিকার হলো? যৌক্তিকভাবেই অনুমান করা যায়, এর পেছনে ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, ইন্ধন ছিল। তাহলে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কেন আগাম এই ঘটনাগুলো অনুমান করতে পারেনি?

এমন সময়ে সারা দেশে বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ নেতাদের বাড়িঘরের ওপর হামলা-ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হলো, যখন ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা নিয়ে সেনাবাহিনী মাঠে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্ব পালন করছে। ফলে ৫ ফেব্রুয়ারি-পরবর্তী তিন-চার দিনে যা ঘটল, তা বিরাট প্রশ্ন তৈরি করেছে। এটা আমাদের রাষ্ট্রীয় সক্ষমতার প্রতি কতটা বড় প্রশ্ন তৈরি করেছে, সেটা কি অনুধাবন করে সরকার?

পতিত স্বৈরাচারী শাসক শেখ হাসিনার রাজনৈতিকভাবে সক্রিয়তা নিয়ে জনগণের মধ্যে তৈরি হওয়া ক্রোধ, ক্ষোভের যৌক্তিক কারণ আছে। কথা ছিল দীর্ঘ সাড়ে ১৫ বছর ক্রমাগতভাবে, বিশেষ করে জুলাই-আগস্টে ভয়ংকরতম মানবতাবিরোধী অপরাধের মাধ্যমে ক্ষমতা ধরে রাখতে চাওয়া শেখ হাসিনা আমাদের হেফাজতে থেকে বিচারের মুখোমুখি হবেন। কৌশলগত কারণে ভারত শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবে, এমন সম্ভাবনাকে শূন্যের কোঠায় ধরলেও শেখ হাসিনা অন্তত চুপ থাকবেন, এটা প্রত্যাশা করেছিল এ দেশের মানুষ।

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস দায়িত্ব নেওয়ার এক মাস পূর্তির আগেই ভারতীয় সংবাদমাধ্যম পিটিআইকে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, 'দুই দেশের অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে বাংলাদেশ (সরকার) তাকে (শেখ হাসিনা) ফেরত না নেওয়া পর্যন্ত ভারত যদি তাকে রাখতে চায়, তবে শর্ত হলো তাকে চুপ থাকতে হবে।' কিন্তু সেটা করা দূরে থাক, শেখ হাসিনা ভারতে বসে প্রধান উপদেষ্টা, অন্যান্য উপদেষ্টা ও সমন্বয়কদের ভয়ংকর সব হুমকি দিতে থাকলেন। রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে তার দলের লোকদের মাধ্যমে বাংলাদেশে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করতে লাগলেন।

শেখ হাসিনার বক্তব্য দেওয়া মানুষকে ক্ষুব্ধ করেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এসব কি পাঁচ আগস্টের ক্ষোভ-ক্রোধের তুলনায় বেশি? নিদেনপক্ষে কাছাকাছিও? শেখ হাসিনার পতন এবং পালিয়ে যাওয়ার পর জনগণের তীব্রতম ক্রোধের সময়ও যে বাড়িগুলো হামলা-ভাঙচুর কিংবা অগ্নিসংযোগের শিকার হয়নি, সেই বাড়িগুলো কেন ছয় মাস পর তুলনামূলকভাবে অনেক কম ক্ষোভের মুখেই হামলা-ভাঙচুরের শিকার হলো? যৌক্তিকভাবেই অনুমান করা যায়, এর পেছনে ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, ইন্ধন ছিল। তাহলে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কেন আগাম এই ঘটনাগুলো অনুমান করতে পারেনি? বিশেষ করে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর হামলার শিকার হওয়ার পর যখন অনেকেই সারা দেশব্যাপী আওয়ামী লীগের নেতাদের বাড়িতে হামলার আহ্বান জানিয়েছিলেন, তখনো কেন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এসব মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে?

নানা ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের দুর্বলতা এখন সর্বজনস্বীকৃত ব্যাপার। রাস্তা অবরোধ করে দাবিদাওয়া জানানোর মতো কর্মসূচির মাধ্যমে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করা থেকে শুরু করে ফৌজদারি অপরাধ পর্যন্ত সরকারের সাফল্য প্রশ্নবিদ্ধ। বিশেষ করে বাংলাদেশে ইসলামি উগ্রবাদীদের দখলে চলে যাচ্ছে-এমন বয়ান প্রতিষ্ঠিত করার ভিত্তি তৈরি করার মতো ঘটনা ঘটেছে অনেক।

দিনের পর দিন একটি গোষ্ঠী মাজার ভেঙেছে। ২৬ জানুয়ারি বিশ্ব সুফি সংস্থা ৮০টি মাজার ও দরবারে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করার অভিযোগ করেছে। এর মধ্যে কিছু ঘটনা ঘটেছে এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

চোখের বদলে চোখ

চিররঞ্জন সরকার

> গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করতে এবং জাতি হিসেবে এগিয়ে যেতে হলে আমাদের বিরাজমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক ও পরিচালকদের মানসিকতার পরিবর্তন। মানসিকতার পরিবর্তন হলেই কেবল আচরণ বদলাবে এবং আচরণ বদলালেই রাজনীতিতে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহযোগিতাভিত্তিক সংস্কৃতি সৃষ্টির পথ প্রশস্ত হবে, ঘৃণাবোধের অবসান ঘটবে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাজনীতিতে প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও ঘৃণাবোধের পরিণতি ভয়ংকর হতে বাধ্য। শুধু ইটের বদলে পাটকেল, মারের বদল মার, চোখের বদলা চোখ হলে হানাহানিই কেবল চলতে থাকবে। মহাত্মা গান্ধীর কথাটা আমাদের মনে রাখা উচিত যে, চোখের বদলে চোখ নিলে সারা পৃথিবী অন্ধ হয়ে যায়। আমরা নিশ্চয়ই কেউ অন্ধের সমাজ চাই না!

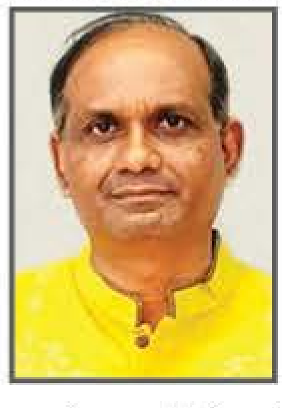

ইটের বদলে পাটকেল/আর চোখের বদলে চোখ/পৃথিবীটা অন্ধ হয়তো হোক'-এই মন্ত্রেই যেন এখন সবাই চলছে। চারদিকে কেবল হিংসা আর হিংসা। চারদিকে সম্মিলিত কণ্ঠে অবিরত ঘোষণা আসছে-'ওকে ঘৃণা জানাও', 'ওর গায়ে থুতু দাও', 'ওকে স্তব্ধ কর', 'ওকে দেশদ্রোহী কর', 'ওকে বিনাশ কর'। মানুষ এখন হিংসা ছাড়া যেন আর কিছুই চিন্তা করতে পারে না। মানুষই বোধ হয় একমাত্র প্রাণী, যে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার অনিবার্যতার বাইরেও জারি রাখে অন্য এক লড়াই। সে লড়াই হিংসার চাবুক হাতে, নিরতিশয় লোভ, ক্ষমতা, আধিপত্য ও আগ্রাসনের পিঠে চড়ে বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে দেয় হিংসার বীজ। অযুত সংঘর্ষের জন্ম দেয়। অথচ আমরা সবাই জানি যে, হিংসা একটি দুষ্টচক্রের মতো, একটি ভাইরাসের মতো। হিংসা শত্রুর অন্তরে কেবলই বুনে চলে নিজের বীজ। হিংসা দিয়ে কেউ নিজের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না, শত্রুকে সঙ্গে নিয়ে কেবলই ঘুরতে থাকে শত্রুর বৃত্তে এবং পরিণামে নিজেকে ধ্বংস করে। লাভের লাভ হয়তো কেবল এটুকুই হয় যে, নিজের লাশটা স্থান পায় শত্রুর লাশের ওপর।

আমরা যদি এভাবে চোখের বদলে চোখ নিতে থাকি, তাহলে পৃথিবীর সৌন্দর্য থাকবে ঠিকই, কিন্তু সেই সৌন্দর্য দেখার মতো কোনো চোখ অবশিষ্ট থাকবে না!

অথচ আমাদের এই ভারতবর্ষের অবিসংবাদিত নেতা মহাত্মা গান্ধী সমাজে অহিংসার বাণী প্রচার করে গেছেন। তিনি ভালোবাসা দিয়ে সবকিছু জয় করার পরামর্শ দিয়েছেন। গান্ধীজির মত মানলে, কেউ যদি ডান গালে চড় মারে তাহলে বাম গাল পেতে দেবে। এর ফলে একসময় তার ক্রোধ কমে আসবে। সে আর মারমুখী হবে না। পক্ষান্তরে কেউ যদি মারের বদলে মার দিতে চায়, তাহলে মারামারি চলতেই থাকবে। উভয়ের মধ্যে হিংসা সঞ্চারিত হবে। এই হিংসা প্রতিশোধস্পৃহা বাড়িয়ে দেবে। মারামারি-খুনোখুনির মাধ্যমে এর পরিণতি নির্ধারণ হবে। তবে তাতেও মারামারি-খুনোখুনি শেষ হবে না। যে মার খাবে, পরাজিত হবে, সে আবার শক্তি সঞ্চয় করে প্রতিশোধ নিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এটা চলতেই থাকবে।

রক্তপাত, হিংসা, হানাহানির কারণে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে গান্ধীজি খুব একটা পছন্দ করেননি। কারণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিপ্লব করতে হয়। বিপ্লবে রক্তপাতের প্রয়োজন হয়। শ্রেণিশত্রু 'খতম' করে মেহনতি মানুষের শাসন কায়েম করতে হয়। এখানেই গান্ধীজির প্রবল আপত্তি। তিনি বিপ্লব, রক্তপাত, খুন, খতম-এসব ভীষণ অপছন্দ করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, রক্তপাতের মধ্য দিয়ে কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

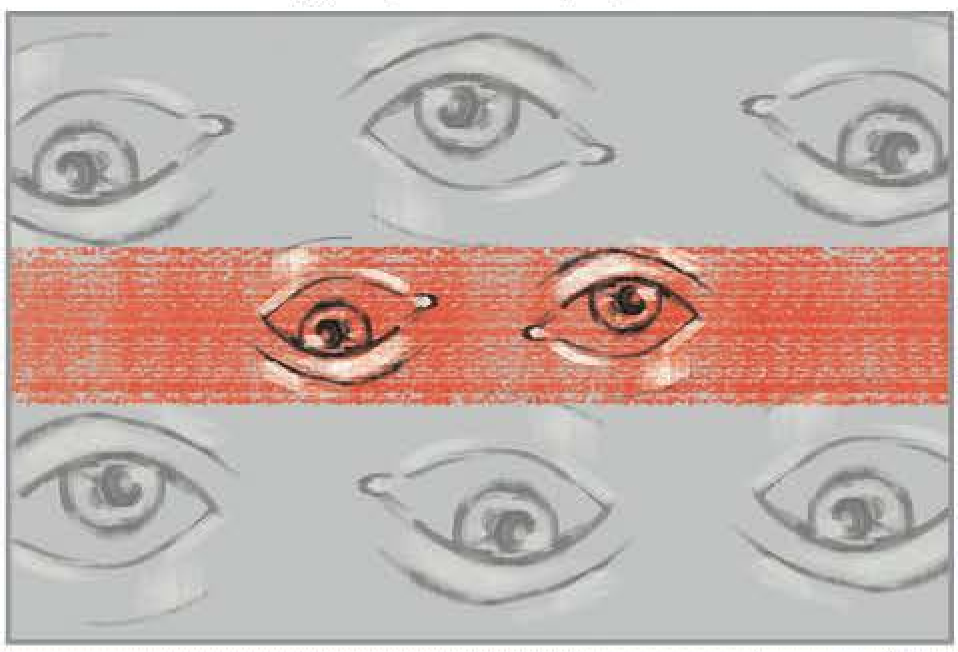

হিংসা কেবলই হিংসার জন্ম দেয়। পুঁজিপতি বা বড়লোক বা শোষকদের প্রতি হিংসাপ্রবণ হয়ে মেহনতি মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠা কখনো সফল হতে পারে না। কারণ, বড়লোকেরাও সমাজেরই মানুষ। তাদের খতম করার অভিপ্রায়ের মধ্য দিয়ে সমাজে স্থায়ী হিংসার বীজ বপন করা হয়। বড়লোকের আত্মীয়স্বজন, বংশধররা প্রতিশোধ নিতে মুখিয়ে থাকে। সুযোগ পেলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে সমাজে হানাহানি-মারামারি অনিক চলতেই থাকে। এর বদলে গান্ধীজি চেয়েছেন অহিংস নীতি প্রতিষ্ঠা করতে। অহিংসা এবং পারস্পরিক ভালোবাসার মাধ্যমে একটি ন্যায়ভিত্তিক সাম্যের সমাজ গড়তে!

গান্ধীজি ভারতবর্ষসহ দুনিয়াজুড়ে পূজনীয় হলেও তার মতো তেমন কেউ গ্রহণ করেনি। সারা জীবন অহিংসার বাণী প্রচার করলেও তিনি নিজে নির্মমভাবে খুন হয়েছেন। অর্থাৎ হিংসার বলি হয়েছেন! আসলে দুনিয়ার মানুষগুলো বড়ই বিচিত্র। কে যে কার বাণী গ্রহণ করবেন, আর কী আচরণ করবেন, তা আগেভাগে ঠাহর করা যায় না। তবে পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ গান্ধীজির মতের বিপরীতটাকেই পছন্দ করেছেন বেশি। অহিংসা নয়, হিংসাকেই বেছে নিয়েছেন জীবনের আদর্শ হিসেবে। প্রেম-ভালোবাসা নয়, হিংসা, হানাহানি-মারামারি, গালাগাল প্রতিশোধ-এগুলোই হচ্ছে এখন মানবজাতির একমাত্র সাধনা!

একজন যদি একটা গালি দেয়, অপরজন কমপক্ষে তিনটে গালি দিয়ে তার প্রতিশোধ নিতে চায়। কাউকে আপনি থাপ্পড় দিলে সে কয়েক ঘা থাপ্পড় কিল-ঘুষিসহ ফিরিয়ে দেওয়ার আন্তরিক চেষ্টা করে। আমরা সবাই যেন গোলের খেলায় মেতেছি। গোল হলে যেকোনো মূল্যে তা পরিশোধ করতে হবে। এক গোল খেলে পাঁচ গোল দিয়ে প্রতিশোধ নিতে হবে। কিন্তু ইটের জবাব সব সময় পাটকেলে দিতে নেই, উপেক্ষা করতেও জানতে হয়। উপেক্ষা করতে না জানলে দীর্ঘদিন নিরুদ্বেগে কাটানো যায় না। কেবলই খেয়োখেয়ি মারামারি করে কতক্ষণ আর টিকে থাকা যায়?

ব্রিটিশরা কিন্তু অনেক কিছু উপেক্ষা করে থাকতে পারত। তাতে করে ২০০ বছর শান্তিতে শাসন করে গেছে। কিন্তু স্বাধীন দেশে আমাদের শাসকদের সব থেকে বড় সমস্যা হলো, তাদের অভিধানে 'উপেক্ষা' শব্দটি একেবারেই নেই। আর এরই ফায়দা নিচ্ছে সুচতুর ষড়যন্ত্রকারী শক্তি।

আমাদের দেশে যারা ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা ভয়ানক প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। তারা কেবলই শিক্ষা দিতে চায়। কেউ যদি সামান্য মুখ ভেংচি কাটে, অমনি তারা ইটপাটকেল হাতে তেড়ে যায়। এই 'টিট ফর ট্যাট' নীতি কখনো কখনো খুব কার্যকরী হয়: কিন্তু কখনো কখনো অকারণ বিপত্তিও এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Moin Choudhury
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

KARNAFULLY
TRAVEL INC.
(Approved Travel Agent)

IATA arc
Approved

কর্ণফুলি ট্রাভেল
আই এন সি.

Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত
উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা – রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372

E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com

Web: www.karnafullytravel.com

যেখানে প্রতিবাদ নেই

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সব মতাদর্শের সহাবস্থান নিশ্চিত করেই প্রকৃত পরিবর্তন আনা সম্ভব। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সাহিত্যিকদেরও আত্মজিজ্ঞাসার সময়। তাঁরা কি শুধু উৎসব-আনন্দের বয়ানকারী, নাকি সংগ্রামেরও? তাঁদের কলম কি কেবল কাব্যমাধুর্যে ভাসবে, নাকি দ্রব্যমূল্যের চাপে পিষ্ট মানুষের আর্তনাদও তুলে ধরবে? সত্য বলার সাহস কি চিরতরে হারিয়ে গেছে, নাকি এখনো কারও মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্তের বিদ্রোহী সত্তা বেঁচে আছে? সমাজের বিবেক হিসেবে সাহিত্যিকদের জেগে উঠতেই হবে। স্বাধীনতার নামে নিঃশব্দ বন্দিত্ব বরণ করলে আগামী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না। সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর, সাহসী লেখনীতে প্রতিবাদ তোলার এবং সমাজকে সত্যিকার অর্থে আলোর পথে নেওয়ার সময় এখনই

মাসুমা হক প্রিয়াংকা

একটি সমাজ যখন সংকটে পড়ে, তখন বুদ্ধিজীবীরা তার দিকনির্দেশক হয়ে ওঠেন। তাঁদের কাজ শুধু লিখে যাওয়া নয়; তাঁরা সমাজের আয়না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ। কিন্তু আমাদের সময়ে? দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি, বিদ্যুতের দাম বাড়ার নামে সাধারণ মানুষের কাঁধে বোঝা চাপিয়ে দেওয়া, রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য-এসবের বিরুদ্ধে কে কথা বলছে? রাজধানীর রাজপথে কি কোনো কবি-সাহিত্যিক দাঁড়িয়েছেন প্রতিবাদী পোস্টার হাতে? কোথায় সেই গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, যা সমাজের এই দুঃসহ বাস্তবতাকে তুলে ধরবে?

একসময় এমন ছিল না। ব্রিটিশ শাসনের নিগড়ে যখন এ দেশ ছিল বন্দী, তখন সাহিত্যিকদের কলম ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। নজরুল তাঁর 'ধূমকেতু' পত্রিকার মাধ্যমে বিদ্রোহের বার্তা ছড়িয়েছিলেন, যা ব্রিটিশ সরকার এক বছরের মধ্যেই বন্ধ করে দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশের দেওয়া 'নাইটহুড' খেতাব ফিরিয়ে দেন। দেশভাগের বেদনাকে তিনি তুলে ধরেন 'শেষ প্রশ্ন' গল্পে, যেখানে এক মায়ের আর্তনাদ ব্যক্ত হয়েছিল, 'এ কোন স্বাধীনতা?' জীবনানন্দ দাশের কবিতায় উঠে এসেছে নিঃসঙ্গ, নিঃস্ব মানুষের কথা। সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর ক্ষুধার্ত শিশুদের নিয়ে লিখেছেন-'এই সব গ্লানিজনিত ধোঁয়ায় ঢাকা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে একদিন সবুজের বিস্ময়ে।'

কিন্তু আজ? সমাজের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে আমাদের সাহিত্যিকেরা কতটুকু সোচ্চার? বিদ্যুতের দাম এক মাসে তিনবার বাড়ে, চাল-ডাল-তেল কেনার সামর্থ্য মানুষের আর থাকে না, অথচ আমাদের কবিতায় প্রেম আছে, প্রকৃতি আছে, শূন্যতা আছে-কিন্তু ক্ষুধার কথা নেই, দ্রব্যমূল্যের বোঝা টানতে থাকা মানুষের দুঃখগাথা নেই। সাহিত্যের দায়বদ্ধতা কি ফুরিয়ে গেছে?

ফ্রান্সের কথাসাহিত্যিক আনি এরনো ২০২২ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ৮২ বছর বয়সেও তিনি মিছিলের অগ্রভাগে হাঁটতে দ্বিধা করেননি। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ফ্রান্সজুড়ে যখন প্রতিবাদ চলছিল, তিনি ছিলেন রাজপথে। শুধু লেখালেখিতে নয়, তিনি তাঁর প্রতিটি কাজে দেখিয়ে দিয়েছেন, বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব কী। অথচ আমাদের দেশে?

কবি-সাহিত্যিকেরা কি আজ এতটাই বিচ্ছিন্ন যে সমাজের বাস্তব সংকট তাঁদের স্পর্শ করে না? তাঁরা কি ভয় পান? নাকি তাঁদের কলম সুবিধাবাদের শিকলে বন্দী?

স্বাধীনতা মানে শুধু একটি পতাকা নয়, একটি গর্বিত জাতির আত্মমর্যাদাও বটে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই প্রশ্ন আজও প্রাসঙ্গিক-'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়?' যদি মানুষ ক্ষুধার্ত থাকে, অধিকারহীন থাকে, যদি শাসকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা কথা বলতে না পারে, তাহলে এই স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ কী?

একটি সমাজ কতটা বিকশিত, তা বোঝা যায় তার সাহিত্যিকদের লেখা দেখে। সমাজের আয়না যদি ধুলা জমে অস্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সত্য প্রতিফলিত হবে কোথায়? একসময় সাহিত্যের শক্তিই ছিল সমাজ বদলের হাতিয়ার। আজ সাহিত্যের কাজ কি শুধুই বিনোদন দেওয়া? নাকি এখনো সে সমাজের বিবেক হয়ে উঠতে পারেনি?

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ এক নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। রাজনীতিতে পক্ষ-বিপক্ষ মতামত থাকতেই পারে, এক পক্ষের অবস্থান অন্য পক্ষের কাছে বর্জনীয় হলেও প্রতিকারের পথ হতে হবে আইনসংগত ও যুক্তিসংগত। ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ক্রোধকে জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে মেলানো যায় না। আমরা দেখছি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে বহু স্থাপনা ও প্রতীক ধ্বংস করা হচ্ছে, কিন্তু ইতিহাস বলছে, এসব ধ্বংসযজ্ঞের শেষ পরিণাম কখনো শুভ হয়নি।

অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব হলো জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষা করা এবং দেশের ভেতর নতুন করে সংঘাতের উপাদান সৃষ্টি না করা। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি। যদি তা-ই হয়, তবে তাঁর বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগই হওয়া উচিত। তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য মোকাবিলা করতে হলে প্রয়োজন ন্যায়সংগত এবং রাজনৈতিকভাবে পরিপক্ব প্রতিক্রিয়া।

উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, 'ভাঙার প্রকল্প থেকে সরে এসে গড়ার প্রকল্প হাতে নেওয়া উচিত।' এটি অত্যন্ত সময়োপযোগী কথা। রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিবর্তন বা শুদ্ধি অভিযান প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু তা যদি সহিংস হয়ে ওঠে, তাহলে সেটি কোনো ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে না। বরং এর ফলে রাজনৈতিক পরিবেশ আরও জটিল হবে, সামাজিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হবে এবং জনগণের মধ্যে বিভাজন আরও গভীর হবে।

জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের মূল চেতনা ছিল ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার। সেই চেতনার পরিপন্থী কোনো কর্মকাণ্ডই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ইতিহাস সাক্ষী, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের রাজনীতি কোনো দেশকে এগিয়ে নিতে পারেনি। বরং জাতিকে একত্র করে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সব মতাদর্শের সহাবস্থান নিশ্চিত করেই প্রকৃত পরিবর্তন আনা সম্ভব।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সাহিত্যিকদেরও এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের রাজধানী কি ঢাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া উচিত

সাদিয়া সুলতানা

রাজধানী একটি দেশের প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা একটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক নগরী, যা দীর্ঘদিন ধরে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। তবে বর্তমান সময়ে ঢাকার ওপর প্রচণ্ড জনসংখ্যার চাপ, যানজট, পরিবেশদূষণ ও অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে অনেকেই রাজধানী সরিয়ে নেওয়ার পক্ষে মত দিচ্ছেন। অন্যদিকে, অনেকে মনে করেন যে রাজধানী পরিবর্তন করা ব্যয়বহুল ও কঠিন হবে। তাই এ বিষয়ে গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

ধারণক্ষমতার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি মানুষের চাপে হাঁসফাঁস করছে রাজধানী ঢাকা। এই চাপ কমাতে কিছু একটা করতেই হবে। হোক তা রাজধানী স্থানান্তরের মাধ্যমে, কিংবা আমাদের প্রশাসনিক খাতগুলোকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বিকেন্দ্রীকরণ করে।

ঢাকা বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ শহর। সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের কর্মকাণ্ড ঢাকাকেন্দ্রিক হওয়ায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এখানে আসেন। যদি রাজধানী অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে ঢাকার ওপর এই চাপ কমবে। ঢাকার সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো যানজট। প্রতিদিন লাখ লাখ মানুষ কর্মস্থলে যাওয়া-আসার সময় প্রচণ্ড যানজটে আটকে থাকেন, ফলে অর্থনীতি ও উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাশাপাশি ভয়াবহ বায়ুদূষণ তো আছেই।

ঢাকা শহরের পুরোনো ও অপরিকল্পিত অবকাঠামো নতুন প্রযুক্তি ও নগর পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিন্তু নতুন একটি পরিকল্পিত রাজধানী তৈরি করা হলে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, প্রশস্ত রাস্তা, উন্নত গণপরিবহন ব্যবস্থা ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

২০২২ সালে ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেন্ট ঘোষণা দেয়, তারা তাদের রাজধানীকে জাকার্তা থেকে বোর্নিও দ্বীপের একটি নতুন শহর নুসানতারায় সরিয়ে নিয়ে যাবে। জাকার্তা জাভা দ্বীপে অবস্থিত। জাভা দ্বীপে রাজধানী থাকায় এখানেই ইন্দোনেশিয়ার জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশ বসবাস করেন। দেশটির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অর্ধেকের বেশি জাভাতেই হয়। অথচ কালিমান্তান দ্বীপটির আয়তন জাভার তুলনায় চার গুণ।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে দেশটির পার্লামেন্ট বেশ কিছু কারণ উল্লেখ করেছে। সেসব কারণের মধ্যে জাকার্তার উচ্চ জনসংখ্যার ঘনত্ব, বন্যার ঝুঁকি, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দ্রুত নেমে যাওয়াসহ ইত্যাদি।

প্রায় একই সময়ে মিসরের সরকারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে কায়রোর ৪৫ কিলোমিটার পূর্বে একটি নতুন রাজধানী গড়ে তোলার। দেশটির বর্তমান রাজধানী প্রায়ই তীব্র যানজটে নাকাল হয়ে পড়ে। এমন যানজটের নেপথ্যে রয়েছে রাজধানীতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনিক ভবনের অবস্থান। জাকার্তা বা কায়রোর অবস্থার সঙ্গে খুব সহজেই মিল খুঁজে পাওয়া যায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার।

ঢাকাতেও ক্রমাগত ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে (যদিও অবস্থা জাকার্তার মতো অতটা খারাপ নয়)। এ শহরের বাতাসকে শ্বাস গ্রহণের অনুপযোগীই বলা চলে। শহরের 'লাইফলাইন' হিসেবে বিবেচিত নদীগুলো এত বেশি দূষণের শিকার হয়েছে যে সেগুলোর অবস্থা পুনরুদ্ধারের আশাও এখন ম্লান হয়ে পড়েছে। আর যানজটে স্থবির হয়ে যাওয়ার বিষয়টি তো আছেই। দেশের ১৭ কোটি মানুষের যেন একমাত্র কর্মসংস্থানের জায়গা ঢাকা। প্রচলিত সব পণ্যের পাইকারি বাজার, ছোট-বড় শিল্প-কলকারখানা, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড-সবই ঢাকাকেন্দ্রিক। মানুষের জন্য শহরে ২৫ শতাংশ হারে রাস্তা, ১০ শতাংশ খোলা জায়গা, ১৫ শতাংশ বৃক্ষ থাকার কথা। কিন্তু সেসবের কোনো কিছুই যথার্থভাবে নেই।

বড় একটি ভূমিকম্প হলে রীতিমতো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে ঢাকা শহর। সবচেয়ে বড় কথা, এমনটি হলে ঢাকার রাস্তাগুলো পরিষ্কার করতে সময় অনেক মাস। এমনকি প্রশাসনিক কার্যক্রম ও ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে যাবে, যে কারণে দেখা দেবে বিশৃঙ্খলা। সুতরাং ড্যাপ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান কতটা ফলপ্রসূ হতে পারে, তার বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। ঢাকাকে বাসযোগ্য ও আধুনিক নগরীতে পরিণত করতে হলে দেশের প্রশাসনিক রাজধানী স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত অবিলম্বে গ্রহণ করা উচিত।

এমন জনবহুল শহরে বিনিয়োগ করলেও সেখান থেকে লাভ আসে অতি নগণ্য। তাই এ ধরনের শহরের অবকাঠামোয় সরকার যতই মেট্রোরেল, সাবওয়ে বা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে যোগ করুক না কেন, বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া কোনোভাবেই এসব বিনিয়োগ আশানুরূপ ফল বয়ে আনবে না। অর্থনৈতিক লাভ বৃদ্ধি কিংবা দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সব ধরনের ফলাফলই প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হবে।

তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে: ঢাকাকে দিয়ে যেহেতু এই রাষ্ট্রের কার্যক্রম ঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে কি আমাদের উচিত মিসর, ইন্দোনেশিয়া, মিয়ানমার প্রভৃতি দেশের দেখানো পথ অনুসরণ করে দেশের রাজধানী ঢাকার বাইরে কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া?

কার্যত, ঠিক তা নয়।

নতুন রাজধানী গড়ে তুলতে বিশাল এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

রাজধানী ইয়াঙ্গুন থেকে নেপিডোতে সরিয়ে নিয়েছে সাধারণ জনগণের থেকে সামরিক সরকারকে রক্ষার উদ্দেশ্যে। তা ছাড়া রাজধানী শহরকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়া ভীষণ ব্যয়বহুলও বটে। যেমন বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, নতুন একটি শহরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করতে ইন্দোনেশিয়ার খরচ হবে প্রায় ৩২ বিলিয়ন ডলার আর মিসরের সম্ভাব্য খরচ প্রায় ৪৫ বিলিয়ন ডলার। সেদিক থেকে চিন্তা করলে বাংলাদেশকেও তেমন কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সবিস্তারে লাভ-ক্ষতির বিচার-বিশ্লেষণ করে নিতে হবে। এর অর্থ, আমাদের উচিত প্রশাসনিক খাতগুলোকে ক্রমান্বয়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা। এ ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয় বা প্রশাসনিক খাতকে এমন কোনো অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া উচিত, যে অঞ্চলের সঙ্গে সেগুলোর অবস্থান সংগতিপূর্ণ

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

৭৪৯+
JFK-Dhaka-JFK Return

আমরা IATA অনুমোদিত

আমরা ARC অনুমোদিত

SAUDI ARABIAN AIRLINES

স্পেশাল ওমরাহ প্যাকেজ $১৫৫০
ওমরাহ ভিসা - এয়ার টিকেট - হোটেল

DELTA AIR LINES · Biman Bangladesh Airlines · American Airlines · ETIHAD AIRWAYS · Emirates · QATAR AIRWAYS · KUWAIT AIRWAYS

দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন।

আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ

কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ

কে.এম. শহিদ
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১৮ বছরের অভিজ্ঞ

মাহির
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৮ বছরের অভিজ্ঞ

জাহাঙ্গীর
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১০ বছরের অভিজ্ঞ

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.

সাগর-রুনীর হত্যাকারীরা আর কতকাল অধরায়?

ড. মাহবুব উল্লাহ্

সাগর-রুনী খুন হওয়ার পর ১৩ বছর পার হয়ে গেছে। ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ভোরে রাজধানীর পশ্চিম রাজাবাজারের ভাড়া ফ্ল্যাট থেকে মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক সাগর সরোয়ার ও এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মেহেরুন রুনীর ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করেছিল পুলিশ। সেদিন থেকে আজকের দিন পর্যন্ত মিডিয়াতে সাগর-রুনী হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনের তাগিদ এসেছে বারবার। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই রহস্য ভেদ করা সম্ভব হয়নি অথবা যাদের এ দায়িত্ব ছিল, তারা এ কাজটি করতে মোটেও আগ্রহী ছিলেন না।

১৩ বছর আগে ঘটা সাগর-রুনী হত্যার রহস্য আজ পর্যন্ত উদ্ঘাটন না হওয়ায় একদিকে যেমন-মানুষের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে, অন্যদিকে দেশের পুলিশি তদন্তের দক্ষতা সম্পর্কেও অনেক প্রশ্ন জেগেছে। সাগর-রুনী হত্যার রহস্য উদ্ঘাটনের এবং অপরাধীদের সমুচিত শাস্তির দাবি উঠেছিল সাংবাদিক সমাজের পক্ষ থেকে। বাংলাদেশের সাংবাদিকসমাজ রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির কারণে দ্বিধাবিভক্ত। সাংবাদিক সমাজের ন্যায্য পেশাগত দাবিতেও এরা একতাবদ্ধ হতে পারেনি। সাগর-রুনী হত্যার পর সাংবাদিকরা কিছুদিন একসঙ্গে একাট্টা হয়ে তদন্ত দাবি করেছেন এবং খুনিদের চিহ্নিত করে বিচারে সোপর্দ করার দাবিও জানিয়েছেন। আশা করা গিয়েছিল সাংবাদিক সমাজের এ আন্দোলন সাফল্যের মুখ দেখবে। প্রত্যক্ষ খুনি ও তাদের যারা নিয়োগকর্তা, তাদের চেহারা অচিরেই উন্মোচিত হবে এমনটি আশা করেছিলেন অনেক কল্যাণকামী মানুষ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সাংবাদিক সমাজের সংহতি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। সাংবাদিকদের মধ্যে বিদ্যমান স্বার্থবাজরা কৌশলে সাগর-রুনী হত্যার বিচারের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন থেকে সটকে পড়েন। কিছু সাংবাদিক নেতাকে দেখেছিলাম উচ্চকণ্ঠে বিচারের দাবি তুলতে এবং এ ব্যাপারে সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে কঠোর ভাষায় নিন্দা জানাতে। দেখা গেল সাংবাদিক সমাজের চিহ্নিত দু-একজন নেতা সরকারি কাঠামোতে ঢুকে পড়লেন এবং পদ-পদবির বদৌলতে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে থাকলেন। নিজ বাসগৃহে দুজন সাংবাদিক, যারা বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, তারা খুন হলেন নির্মমভাবে। বাংলাদেশের কিছু সাংবাদিক কর্মস্থলে কিংবা প্রকাশ্যে আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। এদের মধ্যে সাংবাদিক মানিক সাহা ও সামছুর রহমান রয়েছেন। এসব হত্যাকাণ্ডেরও রহস্য উদ্ঘাটিত হয়নি। তবে অনুমান করা হয় দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশের উগ্রবাদী চরমপন্থিরা এদের খুন করেছে। তবে এ উগ্রবাদীরা প্রভাবশালীদের কারোর না কারোর দ্বারা নিয়োজিত হয়েছেন বলে ধারণা করা যায়। প্রশ্ন জাগে, সাংবাদিকসমাজ কেন নিজ কমরেডদের খুন হওয়ার মতো ঘটনায় সাময়িক প্রতিবাদ জানিয়ে নিশ্চুপ হয়ে যাবেন? এভাবে নিশ্চুপ হওয়া নিজ রক্তের সঙ্গে বেইমানির শামিল। সামান্য পদ-পদবির লোভ যদি ন্যায্য আন্দোলন থেকে সরে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে এর চেয়ে বেদনাদায়ক আর কিছু হতে পারে না। পৃথিবীব্যাপী সাংবাদিকতার পেশাটি ঝুঁকিপূর্ণ। সাংবাদিকরা দুঃসাহসের সঙ্গে যুদ্ধের ময়দান থেকে রিপোর্ট সংগ্রহ করেন। তারা মাফিয়াদের কর্মকাণ্ডের ওপরও নজর রাখেন এবং এ নিয়ে রিপোর্ট লেখেন। এসব দুঃসাহসিক কাজ করতে গিয়ে অনেক সাংবাদিক প্রাণ হারান অথবা নিহত হন। সাংবাদিকদের এভাবে নিহত হওয়া অথবা প্রাণ হারানোর ঘটনার বিহিত সবসময় হয়ে ওঠে না। তারপরও তাদের বীরত্ব ও সাহসিকতা বিশ্বময় স্বীকৃতি অর্জন করে এবং তার মধ্যেই তাদের সহকর্মী ও আপনজনরা সান্ত্বনা খুঁজে পায়।

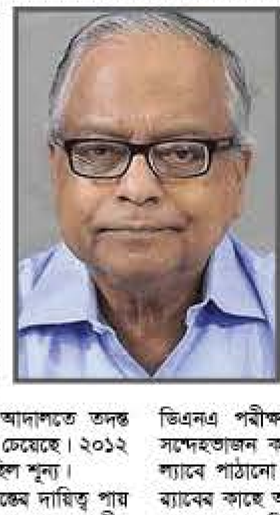

সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরোয়ার ও মেহেরুন রুনী হত্যা মামলা পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনে (পিবিআই) স্থানান্তরের আগের ৬ বছর কার্যত কোনো তদন্ত হয়নি। এ সময় তদন্তকারী সংস্থা র‍্যাব আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা নিয়ে কেবল সময়ই চেয়েছে। ২০১২ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত র‍্যাবের তদন্তের ফল ছিল শূন্য।

২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল এ মামলার তদন্তের দায়িত্ব পায় র‍্যাব। পরে বিভিন্ন সময়ে রুনীর কথিত বন্ধু তানভীর রহমান, বাড়ির নিরাপত্তা কর্মী পলাশ রুদ্র পাল ও নিরাপত্তা কর্মকর্তা এনাম আহমেদ ওরফে হুমায়ুন কবীরকে গ্রেফতার করে। রুনীর সঙ্গে মোবাইল ফোনে তানভীরের কথা বলার সূত্র ধরে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। বনানী থানার একটি হত্যা ও ডাকাতি মামলায় গ্রেফতার মিন্টু, বকুল মিয়া, কামরুল হাসান ওরফে অরুণ, রফিকুল ইসলাম ও আবু সাঈদকে এ মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়। তাদের মধ্যে তানভীর, নিরাপত্তা কর্মকর্তা হুমায়ুন কবীর, নিরাপত্তা কর্মী রুদ্র পাল ও মিন্টু জামিনে মুক্ত আছেন (প্রথম আলো, ১১-০২-২৫)।

হত্যায় ব্যবহৃত ছুরি, বঁটি, ছুরির বাট, সাগরের হাত বাঁধা ওড়না ও রুনীর পরনের কাপড় ডিএনএ পরীক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ল্যাবে পাঠিয়েছিল র‍্যাব। এ ছাড়াও নিহতদের ভাড়া বাসার ভাঙা গ্রিলের অংশ, ঘটনাস্থলে পাওয়া চুল, ভাঙা গ্রিলের পাশে পাওয়া মোজা, দরজার লক, দরজার চেইন ও ছিটকিনির ডিএনএ পরীক্ষার জন্য সেখানে পাঠানো হয়। হত্যায় সন্দেহভাজন কয়েক ব্যক্তির ডিএনএর নমুনাও যুক্তরাষ্ট্রের ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। পরে এসব পরীক্ষার প্রতিবেদন র‍্যাবের কাছে আসে। হত্যার ঘটনার বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ১৬০ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে র‍্যাব। কিন্তু খুনি শনাক্তের জন্য কোনো ক্লু খুঁজে পায়নি র‍্যাব।

সাগর-রুনী হত্যাকাণ্ডের পর তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন বলেছিলেন, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আসামিদের গ্রেফতার করা হবে। পুলিশের তৎকালীন মহাপরিদর্শক হাসান মাহমুদ খন্দকার বলেছিলেন, 'তদন্তে

এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

গোড়া থেকেই বেশির ভাগ মানুষের সন্দেহ ছিল এ হত্যাকাণ্ডে এমন কেউ বা কারা জড়িত, যাদের ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য। সে কারণে হয়তো এ হত্যার রহস্য উন্মোচিত হয়নি। অনেকের ধারণা তদন্তকারীরা ক্ষমতার চাপ অনুভব করায় তদন্ত কাজ পরিণতি পায়নি। এখন দেশে ভিন্ন এক ধরনের সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। এ সরকার ন্যায়বিচার নিশ্চিতে সংকল্পবদ্ধ। আমরা আশা করব ডিএনএ আবিষ্কার হওয়ায় অপরাধী শনাক্তের একটি চাবিকাঠি খুঁজে পাওয়া গেছে। এখন মিলিয়ে দেখার বিষয় এ চাবির সঙ্গে কোন তালার সম্পর্ক রয়েছে। আশা করি অপরাধের জটিল রহস্য ভেদ করতে পারঙ্গম পিবিআই পেশাগত একাগ্রতা নিয়ে সাগর-রুনী হত্যার রহস্য উন্মোচন করে দেশবাসীর উদ্বেগের নিরসন ঘটাবে

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ছয় মাস

শাহাব উদ্দীন

গত ছয় মাস ধরে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি আন্দোলন হচ্ছে। প্রতি সপ্তাহে তার অফিস, রাস্তাঘাট ঘেরাও হচ্ছে। আমরা জানি অনেক অযৌক্তিক দাবি নিয়ে কৃত্রিমভাবে তাকে বিব্রত করার জন্য এই আন্দোলন হচ্ছে। তারপরও তিনি বলেন, আমি জানি আপনারা অনেক দু:খ কষ্টের মধ্যে আছেন। গত ষোল বছর কথা বলতে পারেন নাই, কোন দাবি দাওয়া পূরণ হয়নি। দয়া করে আমাকে একটু সময় দিন। কি সরল সহজ উক্তি। যে কারণে এখনো দেশের ক্রান্তিলগ্নে বা সংকটের সময় দরকার হলে সকল রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ সহ সর্বস্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে পাশে দাঁড়ায়। আর এটাই হলো আমাদের শক্তি। শত্রুদের আতংক। আমাদের বিশ্বাস তার হাত ধরে বাংলাদেশ গনতন্ত্র ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে

হত্যা, গুম, খুন ও জেলজুলুমের পর দীর্ঘ পনেরো বছরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আন্দোলনের মাধ্যমে ৫ আগষ্ট ছাত্র জনতার আন্দোলনের বিজয় হয়েছে। পর্চাত্তর বছরের পুরনো, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর কন্যা, এম পি, মন্ত্রী, জাতীয় ও স্থানীয় নেতারা দেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন । যা বাংলাদেশের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। যেকোন দেশে আন্দোলনের মুখে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হতে পারে। এটা স্বাভাবিক। যা অতীতে আমাদের দেশেও হয়েছে। কিন্তু এবারের মতো কেউ এভাবে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়নি।

সহজেই অনুমেয় যে, কতটুকু অনিয়ম দুর্নীতি করলে এবং নৈতিক অধ:পতন ও অবক্ষয় হলে এভাবে সদলবলে পালিয়ে যায়। ৮ আগষ্ট নোবেল বিজয়ী ড মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়। অধ:পতিত স্বৈরশাসক দেশের অর্থনীতি ,বিচার ব্যবস্থা, প্রশাসন সব কিছু ধ্বংস করে দিয়েছে। এই ধ্বংস স্তুপ থেকে উত্তরনের জন্য যদিও ছয় মাস যথেষ্ট নয়। কিন্তু মানুষের নিত্যদিনের চলাচলের জন্য আশু দৃশ্যমান কিছু উন্নয়ন দেখতে চায় । জনগণ প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে বেশি ব্যবধান দেখলে হতাশ হয়। কারন বাঙালী জাতি ৭১/ ৯০ সালে রক্ত দিয়েছে। কিন্তু সেই প্রত্যাশা পূরন হয়নি। তাই '২৪ এর রক্ত যাতে বৃথা না যায় সেজন্য সবাই অত্যন্ত সচেতন। প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, আমরা এ বিজয়কে হাতছাড়া হতে দেব না। এত রক্ত, ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এ বিজয় হাতছাড়া হলে আমাদের ভবিষ্যত থাকবে না। আমরা এমন কিছু প্রাতিষ্ঠানিক কাজ করে যেতে চাই যার ফল ভোগ করবে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম।

প্রধান উপদেষ্টার কথায় মানুষ আশ্বস্ত হয়েছে। আশায় বুক বেধে দিন গুনছে। দৃশ্যমান কাজের মধ্যে নির্বাচন সংস্কার, সংবিধান ও গুম কমিশন সহ ছয়টি সংস্কার কমিশনের প্রাথমিক রিপোর্ট সরকারের হাতে এসেছে। সকল দলসহ বিশিষ্ট নাগরিকদের সাথে আলাপ করার পর পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের সাহায্য তা বাস্তবায়ন হবে। এই সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট নিরপেক্ষতার সাথে প্রস্তুত করা জাতির জন্য একটা বিরাট কাজ। দেশের সবচেয়ে ভংগুর অবস্থা ছিল দেশের অর্থনীতি। বানিজ্যিক ব্যাংক গুলো ছিল ঝুঁকির সম্মুখীন। সে অবস্থা থেকে অনেক উন্নতি হয়েছে । বিদেশিদের লোনের পেমেন্ট গুলো ও সময়মত পরিশোধ হচ্ছে। বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অনেক উন্নতি হয়েছে। গত সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ সভা সহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে ড. মোহাম্মদ ইউনুসের যোগদানে দেশটি উন্নত মাত্রা যোগ হয়েছে। অর্থনৈতিক লোপাট ,বিদেশে টাকা পাচার বন্ধ । প্রবাসীদের থেকে রেকর্ড পরিমান রেমিট্যান্স ও পোশাক শিল্প সহ কয়েকটি ক্ষেত্রে রফতানি বৃদ্ধি পেয়েছে ।

কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে ,বর্তমান সরকারকে বেশি প্রশ্নবিদ্ধ করছে আইন শৃঙ্খলার অবনতি। দ্রব্যমূল্যের রোধ করা সম্ভব হয়নি। স্বৈরাচারের দোষররাই আগের মতো ক্ষমতায় বসে আছে। এবং এ সরকারকে ব্যর্থ করার সব ধরনের চেষ্টা করে যাচ্ছে । অপরদিকে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও শেখ হাসিনার একমাত্র টার্গেট হলো ড. মোহাম্মদ ইউনুস। তার বিরুদ্ধে বিদেশে ও বাংলাদেশের ভিতর অস্থিতিশীল করার জন্য যত ধরনের চেষ্টা সবই করে যাচ্ছেন। আর সেই পাতানো ফাঁদে পা দিচ্ছেন আমাদের ছাত্ররা। কারন বেশ কিছুদিন থেকে সচেতন মহল দেশের মবজাস্টিস নিয়ে উদ্বিগ্ন। বাংলা একাডেমির বইমেলায় সরকারের উপদেষ্টা এবং প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিবকে দেখা গেল ডাষ্টবিনে শেখ হাসিনার ছবি ও তিনি সেখানে ময়লা ফেলছেন। রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে সমাজে এ ধরনের ঘৃণা ছড়ানো ও উস্কে দেওয়া কি ঠিক হচ্ছে? শুধু তাই নয় ,বইমেলায় একটা বইয়ের ষ্টলে কোন এক লেখিকার বইকে কেন্দ্র করে সেই ষ্টলে হামলা ও ষ্টল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।এইসব ঠুনকো বিষয়ের জন্য কি হাজার হাজার মানুষ প্রান দিল,আহত হলো? গত ৫ ফেব্রুয়ারি শেখ হাসিনার একটা অডিও বক্তৃতাকে কেন্দ্র করে "বৈষম্য বিরোধী ছাত্র এবং জুলাই রেভ্যুলেশনারী এলায়েন্স 'সংগঠনের পক্ষ থেকে বুলডোজার মিছিল করে ধানমন্ডি ৩২ নং বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ভংচুর, অগ্নিসংযোগ এবং গুড়িয়ে দেওয়া সচেতন মহল মেনে নিতে পারেনি। শুধু তাই নয়, শেখ হাসিনার সুধাসদন, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম সহ দেশের ৩৫ টি জেলায় যে সব সম্পদ, মুর্তি, ম্যুরালের উপর বুলডোজার চালিয়ে দেওয়ার যে সংস্কৃতি চালু হলো তা কারও জন্য সুখকর নয় । কারন প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার রাজনীতি দেশ ও জনগণের জন্য কল্যানকর নয়। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে একই রাজনীতি চলছে। এই সংস্কৃতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে দেশটা ১৮ কোটি মানুষের। কেউ ভুল করলে প্রচলিত আইনের আওতায় বিচার হবে। আইন কোন ব্যক্তি দল বা গোষ্ঠী নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন না। কোন সভ্য দেশে তা মানায় না। গণঅভ্যুত্থানের পর তিন দিন দেশে কোন সরকার ছিল না। সেই সময়ও এ রকম ঘটনা ঘটেনি।

সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও নোবেল বিজয়ী ড মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে সরকার বিদ্যমান। ছয় মাসের মাথায় এ ধরনের ঘটনা দেশে বিদেশে সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে। আন্তর্জাতিক ফোরামে যদি ড মোহাম্মদ ইউনুসকে কোন দেশের প্রতিনিধি প্রশ্ন করেন তবে কি উত্তর? জানি তিনি বলেছেন এটা অনভিপ্রেত, বিব্রতকর। শেখ হাসিনার বিদেশ থেকে উষ্কানিতে

এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

www.careeracademyny.com
CAREER ACADEMY OF NEW YORK
BECOME A CERTIFIED
HOME HEALTH AIDE
TODAY!
HHA, PCA & PCA TO HHA CERTIFICATION COURSE
347-425-3878
CALL NOW
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
347-425-3878 careeracademyofny@gmail.com
975 Liberty Avenue, Brooklyn, New York-11208

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউজের এফিলিয়েটেড PRESIDENTIAL AWARD
& NATIONAL HEALTHCARE CHAMPION AWARD
প্রাপ্ত এবং CIP মুহাম্মদ আব্দুল কাদের ভূঁইয়া (শিশির) পরিচালিত হোম কেয়ার এজেন্সি
ALL COUNTY
হোম কেয়ার
CDPAP
PCA
HHA.RN
NYS LICENSED HOME CARE AGENCY
অন্য এজেন্সিতে চলমান কেইস ট্রান্সফার অথবা নতুন কেইস শুরু করার আগে আমাদের পরামর্শ আপনাকে এগিয়ে রাখবে
PH : 718 593 0932
* DIRECT DEPOSIT * WEEKLY PAYMENT* FESTIVAL BONUS* 401K. INSURANCE
এজেন্সি ট্রান্সফার কেইস এর জন্য স্পেশাল সুবিধা দেওয়া হবে
Get Paid to Take care of Your Friends & Family
150-47 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432. Ph: (631) 935-8581, www. allcountyhealthny.com

NY INSURANCE
BROKEAGE INC.
NY I
NY INSURANCE BROKERAGE
TLC INSURANCE SPECIALIST
718 476-2025

NY CAR & LIMO
SERVICES INC
NY
CAR & LIMO
SERVICES INC.
BO2902
BLACK & GREEN CAR BASE
718 727 4444

BEGINNER'S
DRIVING ACADEMY
YOUR DRIVER LICENSE IS OUR RESPONSIBILITY
929 244-7730

DMV EXPRESS
ABC-1234
PLATES
NEW, SURRENDER & TRANSFER
TITLE
NEW & DUPLICATE TITLE REQUEST
REGISTRATION
NEW, REPLACE, RENEWAL & TRANSFER
929-244-7730
EXCELSIOR

Immigrant Elder Home Care LLC.

Home Care

হোম কেয়ার

ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর শাশুড়ি, দাদা-দাদী, নানা-নানী
বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশি এমনকি ছেলে মেয়ে ও ভাইবোনদের
সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

কোন সার্টিফিকেট এর প্রয়োজন নেই- কোন ফি চার্জ করি না

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:
37-05 74 St, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 917-744-7308, 718-457-0813 Fax: 718-457-0814

SUTPHIN BLVD OFFICE:
97-01 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435
Tel: 718-755-0153

JAMAICA OFFICE:
87-54 168 Street, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-406-5549

LONG ISLAND OFFICE:
1 Blacksmith Lane, Dix Hill, NY 11731
Tel: 718-406-5549

BRONX OFFICE:
2148 Starling Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 718-406-5549

OZONE PARK OFFICE:
175 B Forbell St., Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-406-5549

BUFFALO OFFICE:
859 Fillmore Ave, Buffalo, NY 14212
Tel: 917-744-7308

নিউইয়র্কে ভালোবাসা দিবস উৎযাপন

৬৪ পৃষ্ঠার পর

এবং মাহিন আক্তার আখি, প্রিন্স মাহবুব ও নুসরাত আয়েশা যৌথ আয়োজনে ও রানু বিশ্বাসের সঞ্চালনায় প্রবাসীরা মেতেছিলেন এ আনন্দোৎসবে। আয়োজক নুসরাত আয়েশা বলেন, প্রতিবছরের মতো এবারেও সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশ নেওয়া আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। আগামীতে আমরা আরও অনুষ্ঠানের আয়োজন করবো।

মাহিন আক্তার আখি বলেন, বাংলাদেশিদের অন্যান্য অনুষ্ঠানের মতো শুধু খাবার এবং গান-বাজনা দিয়ে শেষ হয়নি। ভালোবাসার মানুষদের নিয়ে আয়োজন করি স্পেশাল শো। প্রত্যেকের কথা বলায় অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠে আনন্দের, মজার।

প্রধান অতিথি শাহ নেওয়াজ বলেন, ভালোবাসা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। তবে একেক জনের প্রতি ভালোবাসা একেক রকম। তাই প্রিয়জনের পাশাপাশি পরিবার-সমাজ, কমিউনিটিসহ সব মানুষকেই ভালোবাসতে

হবে। মানুষের ভালো চাইতে হবে, মঙ্গল চাইতে হবে। এটাও এক ধরনের ভালোবাসা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে নুরুল আজিম বলেন, ভালোবাসার দিবসে সবার উপস্থিতি দেখে ভালো লেগেছে। সবার ভালোবাসা পূর্ণতা পাক। সবাই পরিবারকে ভালোবাসবেন। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির আরো বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন রানো নেওয়াজ, প্রতীক হাসান, নান্নু আখন্দ, প্রেমা রহমান, রেশমি মির্জা, অনিক রাজ প্রমুখ।

জামালপুর সমিতির সভাপতি সিদ্দিক ও সম্পাদক জাস্টিস

৬৪ পৃষ্ঠার পর

বলেন, আমরা অনেক আগে থেকেই নিউইয়র্কে সংগঠনের একটি নিজস্ব ভবন করার চিন্তা-ভাবনা করছি। আমি আশা করবো এই কমিটির মাধ্যমে আমাদের সেই স্বপ্ন পূরণ হবে। তিনি ভবন ক্রয়ের ব্যাপারে কমিটির পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। ফরিদ আলম আরও বলেন, নতুন প্রজন্মকে এই সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

উপদেষ্টা জিল্লুর রহমান বলেন, জামালপুর জেলা সমিতির সদস্যদের মধ্যে যেন কোন প্রকার ভুল বোঝাবুঝি না হয়,সে ব্যাপারে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। উপদেষ্টা আলমগীর হোসেন নতুন কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন,সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুসরণ করে এবং এর আদর্শ-উদ্দেশ্য মেনে চললে এই সমিতি নিউইয়র্কে সবার দৃষ্টি কেড়ে নিতে সক্ষম হবে। নতুন কমিটির সাফল্য কামনা করে উপদেষ্টা ছিদ্দিক খান বলেন, এই কমিটির প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে আছে সংগঠন চালানোর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা। তাদের এই শক্তি দিয়ে সংগঠন চালালে এটি গতিশীল হবে।

নব নির্বাচিত সভাপতি আবু বকর সিদ্দিকী তার বক্তব্যে, সংগঠনকে আরও গতিশীল,কার্যকর ও যুক্তরাষ্ট্রের মূলস্রোতের সাথে কাজ করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন। আবু বকর সিদ্দিকী আরও বলেন, নতুন কমিটির মাধ্যমে জামালপুর জেলা সমিতি ইউ.এস.এ একটি শক্তিশালী ও যুগোপযোগী সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। আমরা সবার সহযোগিতা নিয়ে এই সংগঠনকে এগিয়ে নিতে চাই। সাধারণ সম্পাদক মুশফিকুর রহমান জাস্টিন বলেন, জামালপুর জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য নিউইয়র্কের মাটিতে তুলে ধরতে এই সংগঠনটি আন্তরিক ভাবে কাজ করে যাবে।

সংগঠনের অন্যান্য বক্তারা বলেন, আমরা সবাই মিলে একটি সুন্দর জামালপুর জেলা সমিতি গঠন করবো। এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আমরা চাই ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে। এই সংগঠনকে আরও উপরে দেখতে চাই।

দুই বছর মেয়াদীর কার্যকরী কমিটির সদস্যরা হলেন সভাপতি মো. আবু বকর সিদ্দিকী, সহ সভাপতি - আজিজুল হক সাইদুর রহমান ও সাইফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুশফিকুর রহমান জাস্টিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খোরশেদ আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক : মো. সেলিম রেজা, সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক - মো. নূরে আলম সিদ্দিকী, কোষাধ্যক্ষ- মিজানুর রহমান, প্রচার সম্পাদক - সাইম ইসলাম, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক - মো. মোক্তার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক-মোঃ আনিছ মিয়া, ক্রীড়া সম্পাদক- সাব্বির উল্লাহ, মহিলা সম্পাদক-মোছা. কনিকা, আপ্যায়ন সম্পাদক - ফারজিয়া ফাতেমা, সমাজ কল্যাণ ও ত্রাণ সম্পাদক - মো. মিলন কবির। সদস্য মো. হোসেন মোক্তার, শফিকুল ইসলাম বাবু, আব্দুর রশিদ, মো. আব্দুল বাছেদ, ফজলুর রহমান, আব্দুল্লাহ আল মামুন, সিফাত উল্লাহ, রাফিকুল হাসান সবুজ, সিদ্দীক শেখ ও আব্দুল আল মামুন। উপদেষ্টা জিল্লুর রহমান, আলমগীর হোসেন, ফরিদ আলম ও ছিদ্দিক খানসহ আরও অনেকের পরামর্শে, নেতৃত্বে ও দিকনির্দেশনায় এই কমিটি গঠন করা হয়।

কমিউনিটির সমর্থন চাইলেন মূলধারার প্রার্থীরা

৬৪ পৃষ্ঠার পর

সরাসরি সংলাপে অংশ নেওয়ার সুযোগ পান। উপস্থিত দর্শক ও প্রার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্ন-উত্তরের মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কবাসীর চাওয়া প্রার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার ও মূল্যায়নের সুযোগ হয়। রাইজ আপ নিউ ইয়র্ক সিটির প্রেসিডেন্ট শামসুল হক সূচনা বক্তব্যে বাংলাদেশি আমেরিকানদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রভাব এবং প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি সিইউএনওয়াই এবং নিউ ইয়র্ক সিটি রিডিস্ট্রিক্টিং কমিশনের প্রতিবেদনের তথ্য তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশিরা নিউ ইয়র্ক সিটির সর্ববৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম এশিয়ান গোষ্ঠী, তবুও তারা এখনও সরকার এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব পায়নি। শামসুল হক বলেন, 'অনেক বছর ধরে আমাদের সম্প্রদায়কে মূলধারার রাজনৈতিক আলোচনায় উপেক্ষা করা হয়েছে, আজকের এই ফোরামের মাধ্যমে আমরা আরও একধাপ এগিয়ে গেলাম। এটি একটি বার্তা যে আমরা সম্পৃক্ত, আমরা সক্রিয়, এবং আমরা নিউ ইয়র্ক সিটির ভবিষ্যত গঠনে ভূমিকা রাখতে প্রস্তুত। আমাদের সম্প্রদায়ের সবাইকে ভোটার নিবন্ধন করতে হবে, ভোট দিতে হবে, এবং রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় থাকতে হবে। আমাদের আর অদৃশ্য হয়ে থাকার সময় নেই'। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উল্লেখযোগ্য প্রার্থীরা অংশগ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন জোহরান মামদানি, ব্র্যাড ল্যান্ডার, এবং মাইকেল ব্লেক। নিউ ইয়র্ক সিটির কম্পট্রোলার প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন ইসমাইল মালাভে, মার্ক লেভিন, এবং জাস্টিন ব্রানান। পাবলিক অ্যাডভোকেট প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন জুমানে উইলিয়ামস এবং জেনিফার রাজকুমার। বিভিন্ন জেলার সিটি কাউন্সিল প্রার্থীরা: এমি মারেরো (ডিস্ট্রিক্ট ১৩ - ব্রঙ্কস), জানা জেনরিকেজ (ডিস্ট্রিক্ট ২১), হিরাম মনসেরাটে (ডিস্ট্রিক্ট ২১), শানেল থম্পসন-জেনকিন্স (ডিস্ট্রিক্ট ২১), ফ্রিকার্দো পাচেকো (ডিস্ট্রিক্ট ২৫), এবং শাহ হক (ডিস্ট্রিক্ট ২৫)। প্রার্থীরা জননিরাপত্তা, শিক্ষা, অর্থনৈতিক সুযোগ এবং অভিবাসী অধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন, যা বাংলাদেশি আমেরিকান সম্প্রদায়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রোতারা উচ্ছ্বসিত প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তাদের বক্তব্যকে সমর্থন করেন। এছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্টজনদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মূলধারার রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ, এটর্নি মঈন চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গিয়াস আহমেদ সহ অনেকে।

সংগঠনের প্রেসিডেন্ট শামসুল হক ছাড়াও ভিপি অব ইভেন্টস ইশমাম চৌধুরী, ভিপি অব মিডিয়া অ্যাফেয়ার্স জামিল সারোয়ার, ভিপি অব কমিউনিকেশনস এম. শফিক, ভিপি অব ফাইন্যান্স মোহাম্মদ আব্দুল জলিলসহ নির্বাহী সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সংগঠনের ট্রাস্টি বোর্ডেও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন একেএম আলম (প্রিন্স), শাহেদ আহমেদ, মো. আশিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী চৌধুরী প্রমুখ।

আমেরিকান বাংলাদেশী টেক কোয়ালিশন'র আত্মপ্রকাশ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

(বিএটিসি) নামে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে নতুন আইটি সংগঠন। সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকায় অবস্থিত মেহমান রেস্টুরেন্টে এক সাধারণ সভায় সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট হিসাবে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়েছেন মিজান চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন আহমেদ সোহেল। এই কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্য হলেন- সিনিয়র সহ সভাপতি ড মোহাম্মদ মোহাম্মদ শফি চৌধুরী, সহ সভাপতি মাহফুজ রহমান ও রায়ান আজ, যুগ্ম সম্পাদক রাশেদুল আলম (রিমেল) ও সাদাত হোসেন, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ তোহিদুল ইসলাম, সহকারী কোষাধ্যক্ষ মো. জসিম উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল হাসান, প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো. রাকিব (আরমান), মিডিয়া ও প্রচার সম্পাদক মো. আজাদ, সদস্যপদ বিষয়ক চেয়ারম্যান মো. আসাদুজ্জামান চৌধুরী, কার্যনির্বাহী সদস্য সংগীত সাহা, মোহাম্মদ আনিসুর রহমান, মো. সামসানি, মো. আব্দুল করিম ।

সংগঠনের উদ্যোক্তারা জানান, বিশ্বব্যাপী আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যাপক প্রসারে ইউরোপ-আমেরিকা সহ সারা বিশ্বেরই চোখ এখন আইটি খাতে। এরই ধারাবাহিকতায় আমেরিকার বিভিন্ন স্বনামধন্য আইটি সেক্টরে কাজ করা অসংখ্য বাংলাদেশী আমেরিকান আইটি ও সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞরা এখন এই খাতে বাংলাদেশের সম্ভাবনার দরজা আরও ব্যাপক পরিসরে উন্মোচনের জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে এসেছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত আইটি বিশেষজ্ঞ গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব নেটওয়ার্ক মিজান চৌধুরী এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামধন্য বাংলাদেশী আইটি প্রতিষ্ঠান আইম্যাটিকোর ইমক্লোটেকের সিইও ও নিউইয়র্কের বোর্ড অব এডুকেশনে কর্মরত সিনিয়র আইটি বিশেষজ্ঞ আহমেদ সোহেলসহ অন্যান্য আইটি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আমেরিকান বাংলাদেশী টেক কোয়ালিশন (বিএটিসি) নামে এ আইটি সংগঠন গঠন করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আইটি বিশেষজ্ঞ ও কমিটির নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক আহমেদ সোহেল। সভাপতিত্ব করেন নব নির্বাচিত সভাপতি মিজান চৌধুরী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা বাংলাদেশি-আমেরিকানদের মধ্যে সংযোগ গড়ে তোলার জন্য একটি টেকসই প্লাটফর্ম তৈরি করার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন। যেখানে তারা আইসিটি ক্ষেত্রে একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা, মেন্টরশিপ ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারবেন। এক্ষেত্রে তারা নিকট ভবিষ্যতে একটি আইটি ওয়ার্কশপ আয়োজনের ব্যাপারেও মতামত ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি কমিউনিটির স্টার্টআপ ও উদ্যোক্তাদের জন্য একটি প্লাটফর্ম তৈরি করা, যেখানে তারা তাদের আইডিয়া উপস্থাপন করতে পারবেন এবং আইটি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে মতামত পাবেন।

সাবওয়ে ট্রেনে সন্তান প্রসব

৬৪ পৃষ্ঠার পর

স্টেশনে উঠলে বুধবার সকাল সাড়ে ১১টায় সেখানেই এক মা সন্তান জন্ম দেন। এসময় চারপাশের যাত্রীরা জড়ো হয়ে তাকে সহযোগিতা করে ভালোবাসার নতুন এক নজির স্থাপন করলেন। এটি তার প্রথম সন্তান। ভিড়ের মধ্যে কেউ একজন ফোন করে অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিয়ে দেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ২৫ বছর বয়সী মহিলাটি ট্রেনে থাকা অবস্থায় পাশের অন্য যাত্রীদের সতর্ক করে বলতে থাকেন যে তিনি সন্তান জন্ম দিতে চলেছেন। প্রথমে এটি কেউ বিশ্বাসই করছিলেন না। ট্রেনের এক যাত্রী ব্রায়ানা ব্রাউন বলেন, মহিলা চিৎকার করতে শুরু করেন, 'আমি গর্ভবতী! আমার সন্তান হতে চলেছে।' ট্রেনটি যখন থার্টি ফোর স্ট্রিট হেরাল্ড স্কয়ার সাবওয়ে স্টেশনে পৌঁছায়, তখন তার সহযাত্রীরা চালককে স্টেশনে ট্রেনটি দাঁড় করাতে বলেন। একজন মহিলা চালককে গিয়ে বলেন, ট্রেন সরাবেন না। ট্রেন চালাবেন না। একজন মহিলা এই মুহূর্তে ট্রেনের ভেতর সন্তান প্রসব করছেন। সেই সময় আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এটা সত্যি সত্যি কোন ঘটনা' বললেন ব্রাউন।

মহিলার সহযাত্রীরা মহিলার প্রসব কাজে সহায়তা করছিলেন। ঘটনার ভিডিওতে ট্রেনের মেঝেতে মাকে দেখা গেছে এবং যাত্রীরা নবজাতককে ধরে রেখেছে। নবজাতক একটি মেয়ে শিশু।

ডিমের ডজন ১২ ডলার

৬৪ পৃষ্ঠার পর

৭ মিলিয়ন, ডিসেম্বরে ১৮ মিলিয়ন এবং জানুয়ারিতে ২৩ মিলিয়ন মুরগি ফ্লু আক্রান্ত হয়েছে। বার্ড ফ্লুর প্রকোপে ব্যাপক মড়ক লেগেছে পোল্ট্রি খাতে। হাঁস-মুরগির সংখ্যা কমতে থাকায় ডিম বিক্রি সীমিত করে দিয়েছে সুপার স্টোর ও গ্রোসারিগুলো। এতে ডিমের সরবরাহ সংকট দেখা দিয়েছে। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অনেক কম হওয়ায় হওয়ায় আশঙ্কাজনক হারে চুরি বেড়েছে দোকানগুলোতে। গতকাল বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে চুরির তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম এবিসি নিউজ।

মার্কিন কৃষি বিভাগের (ইউএসডিএ) তথ্য অনুসারে, ২০২২ সাল থেকে বার্ড ফ্লুতে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যে ১৫০ মিলিয়নেরও বেশি পোল্ট্রি মুরগি মারা গেছে। ভাইরাসটি মোকাবেলায় হিমশিম খেতে হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে।

ইউএসডিএর প্রাণী ও উদ্ভিদ স্বাস্থ্য পরিদর্শন পরিষেবা বলছে, গত ৩০ দিনে বিপুল সংখ্যক মুরগিতে বার্ড ফ্লু শনাক্ত পাওয়া গেছে। এ অবস্থায় গ্রাহকদের জন্য ডিম সরবরাহ সীমিত করে দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সুপার স্টোর ও মুদি দোকান মালিকরা। একজন গ্রাহকের কাছে এক ডজনের বেশি ডিম বেচতে রাজি হচ্ছেন না অনেক বিক্রেতা। কোন কোন দোকানে আবার একটি পরিবারের সদস্যপ্রতি তিনটি ডিম বিক্রির সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। অনেক জায়গায় আবার দুটি ডিমের বেশি ক্রয় করতে পারছেন না গ্রাহকেরা। সেইসঙ্গে ডিমের দামও বেড়ে গেছে অস্বাভাবিক হারে।

মার্কিন শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ প্রকাশিত কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স অনুযায়ী, এক বছর আগের তুলনায় এ বছরের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রে ৩ শতাংশ দাম বেড়েছে নিত্যপণ্যের। কিন্তু শুধু ডিমের দাম বেড়েছে ১৫ দশমিক ২ শতাংশ। এদিকে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অনেক কমে যাওয়ায় আশঙ্কাজনক হারে চুরির ঘটনা বেড়েছে মুদি দোকান এবং সুপারমার্কেটগুলোতে।

চলতি মাসে প্রায় ৪০ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের এক লাখ অর্গানিক ডিম চুরির ঘটনা ঘটেছে পেনসিলভানিয়ার গ্রীন ক্যাসল থেকে। টাকার অভাবে এসব ডিম চুরি হচ্ছে তা নয়; অনেকে পরিবারের সদস্যদের খাওয়ানোর জন্য চুরির আশ্রয় নিচ্ছেন বলে জানা যায়। আগামী কয়েক মাসেও ডিমের বাজারের এই চিত্র পরিবর্তন হবার কোন সম্ভাবনার চিত্র কারো কাছে নেই।

এ সপ্তাহের কবিতা

আত্মঘাতি মানুষ
মনিজা রহমান

পৃথিবীটা আশ্চর্য সুন্দর আত্মঘাতি।
এর মধ্যেই আছে প্রাণের বীজ
আছে প্রাণের বিষও।
তার চেয়েও বেশি আত্মঘাতি মানুষ।

মানুষই মানুষের জন্ম-দ্যোতক
আবার মানুষই হত্যা করে মানুষকে,
হত্যার পরে বিচার করে
বিচার করে শাস্তি দ্যায় ভুল মানুষকে।

মানুষই বন্দি করে মানুষকে,
এবং পরাধীন করে
সেই পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য
মানুষই রাস্তায় নামে।

মৃত্যুর পরে লাশ নিয়ে মানুষ রাজনীতি করে।
মানুষের সাথে বৈষম্য তৈরি করে অন্য কেউ নয়।
বৈষম্যের দেয়াল ভাঙারও উদ্যোক্তা মানুষই ।

মানুষ মানুষের সম্পদ লুট ক'রে নিশ্চিন্তে স্বপ্ন দ্যাখে।
মানুষ লোভী-পুরো আকাশ চায়,
আকাশের নিচে যা আছে সবই।
সম্বরণ করতে পারে না কোনো ক্ষুধা।

নিযুত বছরে মানুষ কয় কদম এগিয়েছে?
বাইরের মসৃণতা বেড়েছে বটে,
ভেতরে জমেছে কোলস্টেরল
বিদ্যুৎ বাতিতে আলোকিত নগর-বন্দর,
অন্দরে আদিম অন্ধকার।

সে প্রতি মুহূর্তে খুন করছে অন্যকে।
অন্যকে কি খুন করা যায়?
আসলে মানুষ খুন করে নিজেকেই।

মানুষকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে, হে মানুষ?
কারণ প্রতি মুহূর্তে মানুষ নিজে
হরণ করে মনে মনে।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

গেরিলা স্মৃতি
জাফর ওবায়েদ

হিংসের গজিয়েছে শিং, প্রতিশোধের পাখনা।
আধিপত্যের সুতীক্ষ্ণ দাঁত দীর্ঘ হতে হতে শহর বন্দর ছাপিয়ে
পৌঁছে গেছে পাড়াগাঁয়ে।

রুমান সাহেবের টং দোকানেও আজকাল বসে যায় মিনি সংসদ
ওখানেও প্রণীত হয় কত শত আইন
বহুবিধ রাজনীতি-অভিধান।

দেহে দাবানল জ্বেলে যারা আসে, তাদের কেউ কেউ
ক্ষমতার ধার নখে ছিঁড়ে ফেলে রাষ্ট্রের জীবন
কেউ কেউ ছুঁড়ে ফেলে সমুদ্রে।

রুমান আলীর চোখে গেরিলা দিনের অম্লান স্মৃতি, আর
শহীদ সহোদর ও ধর্ষিতা বোনের মুখ সিনেপরদার মতো ভাসে।

লেখক: কবি, মিশিগান।

একুশ শেখায়
সুজন দাশ

একুশ আমার ভাষার দাবি মাতৃভাষার মান,
জাগায় আমায় চেতন বোধে বিপ্লবে দেয় শান!
অনিয়ম আর অবিচারে,
একুশ আসে গর্বে দ্বারে:
দেয় প্রেরণা চলার সাহস শোনায় আশার গান।

একুশ আমার মন কাননে ভাষার ফোটা ফুল,
চিনি জগত হাত ধরে তার নেই কোনো তার তুল!
শহীদ স্মৃতির অমর গাঁথা,
শ্রদ্ধাতে হয় নত মাথা!
পেলাম স্বদেশ স্বাধীনতা রবীন্দ্র নজরুল।

একুশ আমায় ঐক্য শেখায় সাম্যে দেখায় পথ,
মানতে বলে পরস্পরের ভিন্নতা আর মত!
সংস্কৃতি আর কৃষ্টি বাঁচায়,
ভাব ও ভাষার পুচ্ছ নাচায়!
স্বকীয়তায় চলতে শেখায় ন্যায়ের টানে রথ।

একুশ আমার বর্ণমালায় দেয় যে মায়ের ঘ্রাণ,
বলতে পারি মনের কথা দেয় জুড়িয়ে প্রাণ!
আউল বাউল মাঝির গানে,
ভালোলাগার পরশ আনে!
হৃদয় পারে দেয় বহিয়ে আলো খুশির বান।

লেখক: কবি, নিউজার্সি।

একুশ মানেই
মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ

একুশ মানে বর্ণমালা
লক্ষ প্রাণের শপথ,
একুশ মানে রক্তভেজা
ঢাকার রাজপথ।

একুশ মানে কান্নার রোল
ঝরে যাওয়া ফুল,
একুশ মানে টিকিয়ে রাখা
বাংলা ভাষার মূল।

একুশ মানে মিছিল-মিটিং
গোপন সমাবেশ,
একুশ মানে ভাষার তরে
উত্থাল বাংলাদেশ।

একুশ মানে রফিক, শফিক
ভাই হারানো গান,
একুশ মানে ভাষার জন্য
জীবন বলিদান।

একুশ মানে প্রভাতফেরি
শহিদের গান গাওয়া,
একুশ মানে শহিদমিনার
ফুলে ফুলে ছাওয়া।

একুশ মানে শত্রু হটাও
ফুলস্বরূপ যা,
একুশ মানেই 'বাংলা ভাষা'
'বাংলা' আমার মা।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

উর্বর ফাগুন সময়
বেগম মুয়াখ্যিরা খানুম স্বপ্না

দক্ষিণা হাওয়ায় উড়ে
মাতাল বিহগ,
দীঘির জলে ভ্রমর
পত্র খেলা বন্ধ করে-
করে সুড়ঙ্গ পাতাল।

উন্মনা রাত্রি মুগ্ধতার
ঢিল ছুড়ে বসন্ত দ্বারে,
আকাশনীলা অভিমান ভুলে
রৌদ্রদীপ্ত হাসিতে নৃত্যকার
বুকে নিবেদন করে মধুর আবেশ।

সুর তোলা কচি-পল্লবিত শাখে
গান ধরে বসন্তবৌরি,
ভোরের দিগন্তে আঁকে
প্রজাপতি রঙিন স্বপন।

রাধাচূড়া আর কৃষ্ণচূড়া
কপোলে কপোল ঘেষে
পাঁপড়ি মেলে হাওয়ায় হাওয়ায়,
ফাগুনবৌ পরাগ মাখে
তার আপন কপোলে
বড্ড সোহাগী মায়ায়।

ভিতর-বাহিরটা যেন
ভীষনভাবে হেসে উঠে
শুধু শুধু অকারনে।

কেননা-
সকল দূরত্বের ঝাঁপি সরিয়ে
বাসন্তিকা আজ আমার দ্বারে
তোমার পরশখানি আমার
পিয়াসি মনে মাখবে বলে।

ষোড়শী পুষ্প-কামনায়
সুবাসে তাই-
উর্বর ফাগুন সময়।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

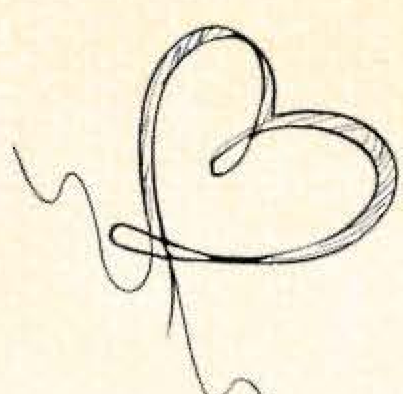

ভ্যালেন্টাইনস ডে
মোহাম্মদ মহিবুর রহমান

আমাদের পৃথিবী সুন্দর ও মায়াময়,
একে ছেড়ে যেতে চায়না কেউ, থাকতে চায় সবসময়।
দিনেদিনে ভালোবাসা ও মায়া বাড়ে
মানুষ থাকতে চায় অনন্তকাল ধরে।

বিশ্বজুড়ে সারাবছর চলে নানা আয়োজন
কখনো তা উৎসব আবার কখনো তা প্রয়োজন।
বছরের বিভিন্ন সময়ে বিশেষ দিনগুলো আসে
জাতি-ধর্ম-বর্ণ ভুলে সবাই উদযাপনে মিলেপাশে।

ফেব্রুয়ারি মাস আসে ভালোবাসার সাজে
প্রেমিক-প্রেমিকা অপেক্ষায় কখন রাত বারোটা বাজে।
চৌদ্দই ফেব্রুয়ারি বাজে ভ্যালেন্টাইনস ডে'র সুর
প্রতিবছর ভ্যালেন্টাইন ডে আসে হৃদয়ে ভরপুর।

ভালোবাসার বাঁশিবাজে হৃদয়ে
হাতে হাত রাখে, মিশে যায় দুটি প্রাণ এক হয়ে।
কুলেল শুভেচ্ছায়, ডানামেলে উড়ে ভালোবাসার কথায়
রঙিন হয়ে ওঠে কারো কারো এই বিশেষ দিন সর্বদায়।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

ভালোবাসার ছন্দমালা
সুব্রত চৌধুরী

ভা
তোমার ডাগর চোখে যখন
আটকে আমার দৃষ্টি,
মনের মাঝে উথালপাতাল
ভালোবাসার সৃষ্টি।

লো
তোমার কাছে ভালোবাসা
ফেরি করি শুধু,
তুমি বিনে মনটা আমার
শুষ্ক মরু ধু ধু।

বা
হীরে মুক্তো চাই না আমি
ভালোবাসাই খুঁজি,
প্রেমের লকার ভরতে আমার
ভালোবাসাই পুঁজি।

সা
অঙ্গন জুড়ে ফুলের গন্ধে
অভিসারী বাতাস,
কোকিলকণ্ঠীর কণ্ঠে ঝরে
ভালোবাসার উচ্ছ্বাস।

লেখক: কবি, নিউজার্সি।

NYC advocates condemn Mayor Adams' stance on sanctuary policies

Ajkal Desk

New York City advocates and politicians are pushing back against Mayor Eric Adams' new guidance for shelter workers on cooperating with visiting federal immigration officers if they "reasonably feel threatened."

Sent to shelter providers by City Hall in a Jan. 13 memo, the new instructions directed staff at nonprofit-run migrant shelters and other city-related facilities to comply with visiting federal immigration officers if, at any time, they fear for their safety or the safety of those around them. Immigration advocates and lawmakers said the directive invites ICE to enter shelters, violating the city's sanctuary protections.

"If, at any time, you reasonably feel threatened or fear for your safety or the safety of others around you, you should give the officer the information they have asked for (if available to you) or let them enter the site," the memo said.

The guidance, first reported by local outlet Hell Gate, marks a departure from previously issued instructions that stressed these protections, which bar city workers and resources from being used to further federal immigration enforcement.

At a rally protesting the move on Sunday, Ana Maria Archila, co-director of the New York Working Families Party, said the policy change will prompt federal officers to be more forceful in their approach.

"Eric Adams sent a guidance to city workers encouraging them to give away the power that the law has granted them," Archila said. "Encouraging ICE officers to be aggressive, to intimidate our city workers."

On Sunday, Department of Education Chancellor Melissa Aviles-Ramos posted on social media urging parents to continue sending their children to school.

"We unequivocally stand with all children in our city regardless of immigration status," Aviles-Ramos said. "We want to be very clear, our policies have not changed, as always non-local law enforcement is not permitted in any of our schools buildings without a judicial warrant or unless there are exigent circumstances." We unequivocally stand with all children in our city regardless of immigration status.

We want to be very clear—our policies have not changed.

City Hall spokesperson Kayla Mamelak previously said that New York City was not instructing employees to automatically cooperate with federal law enforcement, but was providing guidance on how to handle ICE visits to shelters or other city sites. She said the city was prioritizing the safety of both employees and those in their care, urging workers not to interfere with law enforcement if they continue their actions.

"Let's be very clear: anyone perpetuating the claim that New York City is instructing city employees to simply open doors for federal law enforcement, including ICE, is spreading misinformation that only fuels anxiety within immigrant communities and our city's workforce," Mamelak said on Sunday. "The legal guidance sent out on January 13th outlines a series of steps for city workers on how to respond to non-local law enforcement attempting to enter city property."

She continued, "This includes asking for an agent's credentials, asking for a warrant, and contacting the agency's general counsel. Prior to and following the issuance of this guidance, we had been in constant communication with our city agencies, where we discussed numerous hypotheticals, including if law enforcement were to be in pursuit of a violent criminal, and used this guidance to inform how to respond."

Critics accused Adams of "cozying up" to President Donald Trump, an accusation that has resurfaced amid rumors of a potential pardon for the mayor, who is facing multiple investigations.

"It's clear, Mayor Eric Adams does not respect our laws," Murad Awawdeh, president and CEO for New York Immigration Coalition Action, said in a statement. "It's one thing for Adams to waffle on his commitment to New York City's sanctuary policies while cozying up to Trump. It's entirely another when he sanctions his agency staff and City employees to completely disregard those same local laws when it suits them."

Speaking Sunday on WABC's "Tiempo," Adams said immigrants in New York City shouldn't let "rumors" of ICE raids create fear or interfere with their daily lives.

"We're hearing over and over rumors of ICE raiding schools, didn't happen. We're hearing over and over again, ICE raiding shelters, didn't happen. And so we have to ask ourselves, who's feeding the hysteria?" he said. "My message has been clear: students go to school. If you need medical care, go to the hospitals. If you're the victim of a crime, go to report to the law enforcement entity."

Adams also said city employees can't "get in the way" of federal officers pursuing criminals.

"If an ICE officer responds to go after a person who committed a serious crime and they're there and others are there that are undocumented, they're going to carry out, they have the responsibility to carry out their job as immigration officials," he said. "I don't determine that. And I cannot have any city employee that will get in the way of them carrying out their job as a federal authority."

Bangladesh calls for renewed global commitment to financing and technology transfer for inclusive social development

Ajkal Desk

Ambassador Salahuddin Noman Chowdhury, Bangladesh's Permanent Representative to the United Nations called for a reformed international financial system and enhanced technology support to address critical social development needs. Speaking at the sixty-third session of the Commission for Social Development
(CSocD63) at the UN Headquarters in New York on 11th February. He emphasized the importance of international cooperation in bridging existing gaps for sustainable and inclusive development.

Ambassador Chowdhury also highlighted Bangladesh's key national initiatives under the current interim government led by Dr. Muhammad Yunus, prioritizing inclusive policies to advance social development. Referring to the Government's thrust in eliminating poverty, unemployment and net carbon emission, the Permanent
Representative also outlined Bangladesh's efforts to address impacts on climate change through adaptation and mitigation programs in spite of its resource constrains.

He also stressed the need for renewed global commitments in financing, technology transfer and capacity-building for creating a just, inclusive and resilient future.

The sixty-third session of the Commission for Social Development (CSocD63) is being held at the United Nations Headquarters in New York from 10-14 February 2025. Bangladesh is a member of the Commission for 2023-2027.

Debate over NYC congestion pricing exemptions won't die

Shah Nawaz

New York Sen. Kirsten Gillibrand wants to see tweaks to the MTA's congestion pricing program, but her call for reforms further frays Gov. Kathy Hochul's defense of the tolls amid intense opposition from Republicans.

This week on WNYC's "The Brian Lehrer Show," Gillibrand revisited well-worn criticisms of the program to toll drivers a base fare of $9 to travel south of 60th Street in Manhattan, saying the charges have harmed working people since they went into effect last month. She suggested adding new exemptions for firefighters, nurses, first responders, some public servants, and Staten Island residents.

"I'm going to make sure that the communities that are being burdened, like deliveries for restaurants, truck drivers, for different groups of people that are bearing this burden that should not be the target of the burden," she told Lehrer. "I just think we have to be very thoughtful in how we approach this issue."

MTA officials have for years warned such exemptions to the tolls would force them to raise the price for everyone else, and would kill many of the traffic reduction benefits that New Yorkers have seen since they launched.

Gillibrand's criticisms also mimic those offered by Hochul last year when she temporarily paused the launch of the tolls at a $15 base price, some five months before she reactivated them at $9 after the November election. MTA data shows improved traffic speeds across the city, including a 48% reduction in travel speeds through the Holland Tunnel. Surveys show the politics of congestion pricing are just starting to shift, as has been the case in other cities around the globe.

A poll published by the group Morning Consult this week found 59% of people believe President Donald Trump should "allow congestion pricing in New York City to continue" instead of following through with his promises to kill the program. The poll shows 51% of respondents who drive into the congestion zone at least a few times per month support the tolls.

Adrien Lesser, a spokesperson for Gillibrand, said the senator nonetheless supports congestion pricing, making her comments even more confusing.

"Sen. Gillibrand believes that President Trump should respect the laws of New York state, and she opposes any effort from President Trump to kill the program," Lesser said in a statement.

Still, the senator's comments highlighted the challenge Democrats face when defending the

new tolls after losing an election where cost of living concerns were top of mind.

"It is a real pickle," Nicole Gelinas with the Manhattan Institute told Gothamist. "Who is a credible actor to defend congestion pricing, as Trump goes after everything and anything that's not nailed down?"

Gillibrand isn't alone among New York lawmakers. A bipartisan group of state legislators has proposed a raft of 17 bills that also seek to carve out exemptions to the plan. Rachael Fauss with the good government group Reinvent Albany is worried officials would use those proposals as bargaining chips as MTA officials call for additional taxes to fund the agency's proposed construction plan through the state budget.

NYC looking to redevelop for ill-fated Amazon headquarters

Ajkal Desk

New York City plans to release a request for expressions of interest this spring for 44-36 Vernon Blvd. in Long Island City, according to Crain's New York Business. The property was once meant to serve as Amazon's headquarters before the company abandoned the plans in 2019 following severe opposition from many residents and local leaders.

The city is looking to rezone Long Island City and create 14,000 homes in the neighborhood. In addition to taking a look at this address, which houses a 672,00-square-foot warehouse previously occupied by the Department of Education, the city is also considering two adjacent city-owned parking lots that belong to the Transportation and Small Business Services departments. These lots were also part of the property where Amazon planned to build its new headquarters.

The New York City Economic Development Corporation will release the request sometime during spring 2025. In the area near the waterfront of the Anable Basin inlet, where Amazon had initially planned to build its headquarters, they will ask for uses that serve the community, as well as commercial and light industrial uses.

Responses from the community that could help the city decide what potential projects would be feasible there will be accepted until the summer. This feedback could ultimately lead to the Economic Development Corporation making a more formal request for proposals once the neighborhood's rezoning is completed by the end of 2025. A seven-month review would take place after the request is released this spring, culminating in a City Council vote.

Long Island City's rezoning, known as the Long Island City Neighborhood Plan, is expected to span from Dutch Kills to Hunters Point. In June 2024, a draft plan was released calling for high-rise housing along the Hunters Point waterfront and further east near Court Square, as well as high- and medium-density, mixed-use developments on several blocks north of the Queensborough Bridge near Dutch Kills.

In addition to providing plenty of new housing, the Long Island City Neighborhood Plan, spearheaded by Council Member Julie Won, also calls for a continuous public walkway to improve access to the East River waterfront.

In the years following Amazon's withdrawal from developing its new headquarters in New York City, neighborhood advocates called for approximately two-thirds of the building at 44-36 Vernon Blvd. to be given to the Western Queens Community Land Trust, a non-profit made up of activists, small business owners, professors, artists, students and community members who want more democratic and equitable land in Western Queens.

Under this proposal, the land trust would renovate that portion of the building before renting out space at affordable rates to local businesses, community groups and artists. Such ideas include devoting the ground floor to food justice with the opening of a supermarket, a theater, a daycare, artist workshops, music studios and adult-education centers on the upper floors and a garden on the roof of the building.

Dubbed the Queensboro People's Space, this proposal earned the support of multiple local elected officials, including Council Members Julie Won, Shekar Krishnan, and Tiffany Cabán. This plan stems from the widespread belief that the building is underutilized, even though the Department of Education uses it for offices, storage, and dry food distribution across public schools in the city.

Organizers for the Queensboro People's Space projected such a transformation would result in 850 jobs within the building, with the businesses there generating approximately $11.5 million annually in rent income. While it remains to be seen whether or not this proposal is taken into consideration during the city's request for expressions of interest in 44-36 Vernon Blvd., the Department of Education would likely need to be willing to relinquish the space needed.

When Amazon planned to build its New York City headquarters in Long Island City, many New Yorkers were critical of the $3 billion in financial incentives that New York State and New York City gave the company. Many people also had concerns that an influx of new, highly paid workers might push out existing residents and add to congestion on the city's already-overcrowded subway.

"While polls show that 70% of New Yorkers support our plans and investment, a number of state and local politicians have made it clear that they oppose our presence and will not work with us to build the type of relationships that are required to go forward with the project we and many others envisioned in Long Island City," Amazon said in a 2019 statement announcing their withdrawal.

Sabina Yasmin to return with new song, teams up with Syed Abdul Hadi

Ajkal Desk

After a year-long break from the limelight, celebrated Bangladeshi singer Sabina Yasmin made her much-awaited comeback on January 31 at the "Ami Achi Thakbo" event held at a five-star hotel in Dhaka. She delivered a mesmerising one-hour performance, singing ten of her timeless hits. However, her return was cut short when she suddenly collapsed on stage and had to be rushed to the hospital, where she stayed for three days. Now fully recovered, Sabina is back in the recording studio, ready to create new music. In a heartwarming reunion, Sabina teamed up with legendary singer Syed Abdul Hadi after eight years for a brand-new song. The track was recorded for the popular magazine show "Ityadi". Reflecting on the collaboration, Sabina Yasmin said, "My relationship with Hanif Sanket is one where I can never say no to him, so I agreed to sing the song. After so many years, it was also a wonderful opportunity to sing alongside Hadi bhai again. We had a great time chatting, and it was a delightful experience overall." She further added, "The song beautifully praises the natural beauty of our country. Rafiquzzaman bhai's lyrics have been crafted wonderfully, and Emon composed a fantastic melody. There's also a refreshing element in the arrangement." Abdul Hadi shared similar sentiments, saying, "Hanif is relentless. Once he sets his mind on something, he makes sure it happens. I haven't sung a new song in a while and didn't feel much inclination to do so, but the way Hanif presented the song, I couldn't say no. "It's a fast-paced, lively song—unlike typical patriotic tracks, which are usually slower. Since it will air during the Eid special of 'Ityadi', we tried to infuse a festive spirit into the melody and composition.

Horrified with 'Aynaghar', Yunus says 'never again'

Ajkal Desk

Chief Adviser Prof Muhammad Yunus visited Aynaghar and described the conditions inside the facility as "horrifying," expressing deep concern over the human rights violations that took place under the previous government.

Speaking to the press on 11th February after his visit, Yunus condemned the brutal practices and emphasised the importance of justice for the victims. "You all were with me, so I don't have to tell you again. If I have to describe the Aynaghar, then the scene inside is very horrifying," Yunus said, referring to the torture and abuse that took place in the facility. "Is this our society? There is no explanation for this. The more I hear, the more incredible it seems."

He further shared accounts of those who had been tortured, adding, "Those who have been tortured have also come with us, I have heard their stories. So, many many innocent witnesses were picked up and labelled as a terrorist."

Yunus also revealed that he had learned about the existence of similar torture cells across Bangladesh. "I heard today that there are such torture cells all over Bangladesh. I don't even know the number," he stated. "This is a sample of the Arabic 'era of ignorance' that the previous government had established. The Commission on Disappearances had to come here to uncover these."

Highlighting the severity of the situation, Yunus said, "This is a reflection of the ultimate deterioration that I saw in the country. People have been deprived of their minimum human rights. Today, this will be a definitive document for the nation." He noted that as of now, 1750 victims have been identified, with more remaining unknown.

ক্যান্সার প্রতিরোধ ও নিরাময়যোগ্য

ডা. পারভীন শাহিদা আখতার

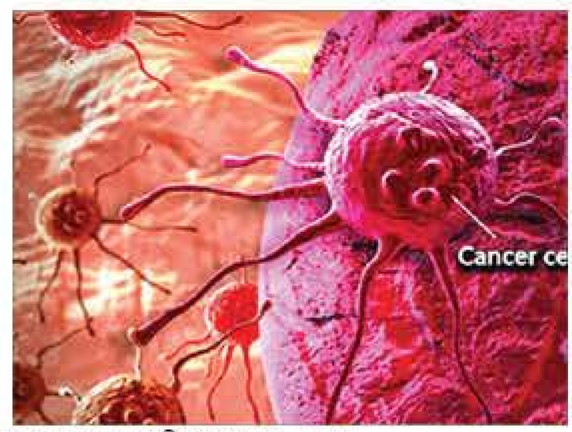

ক্যান্সার একটি জটিল ও গুরুতর রোগ, যেখানে দেহের কোষগুলো অস্বাভাবিকভাবে বিভাজিত হয়ে অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি পায় এবং শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে যেতে পারে। সাধারণত শরীরের কোষগুলো একটি নির্দিষ্ট নিয়মে বিভাজিত ও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এই নিয়ম ভেঙে যায়। এখন পর্যন্ত এই রোগে মৃত্যুর হার অনেক বেশি। এর মূল কারণ প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সার রোগ সহজে ধরা না পড়া এবং সঠিক চিকিৎসা না করা।

কারণ

ক্যান্সারের এমন কিছু ফ্যাক্টর বা কারণ রয়েছে, যেগুলো শরীরের কোষের ডিএনএতে পরিবর্তন ঘটিয়ে কোষের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিভাজনের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করে। এতে কোষগুলো অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ক্যান্সার সৃষ্টি হয়। কিছু রোগীর ক্যান্সার বংশগত। পরিবারে ক্যান্সারের ইতিহাস থাকলে অন্যদেরও ঝুঁকি থাকে। তবে ক্যান্সারের বেশির ভাগ কারণই পরিবেশগত এবং জীবনধারার সঙ্গে সম্পর্কিত। এর মধ্যে আছে:

ধূমপান ও তামাক সেবন : ফুসফুস, মুখ, গলা ও পাকস্থলীর ক্যান্সার হতে পারে ধূমপান ও তামাকজাত পণ্য সেবনে।

অ্যালকোহল গ্রহণ : অতিমাত্রায় অ্যালকোহল গ্রহণ করলে লিভার, স্তন, গলা ইত্যাদি ক্যান্সারাক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস : চর্বিযুক্ত ও প্রসেসড খাবার বেশি খেলে কোলন ও পাকস্থলীর ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে।

পরিবেশ দূষণ : বায়ু ও পানিদূষণ হতে পারে ক্যান্সারের কারণ।

রেডিয়েশন : সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকের ক্যান্সার ঘটাতে পারে। এক্স-রে বা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ক্যান্সারের ঝুঁকি এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

জিনজিভাইটিস মাড়ির রোগ

ডা. মো. মারুফুল ইসলাম

দাঁতের ওপর স্বাভাবিকভাবেই খাদ্যকণা জমে তৈরি হয় প্লাক। যদি নিয়মিত ব্রাশ করা না হয়, তাহলে এটি জমে প্লাক শক্ত হয়ে ডেন্টাল ক্যালকুলাসে পরিণত হয়। এটি ঘরোয়া পদ্ধতিতে পরিষ্কার করা যায় না। প্লাক ও ক্যালকুলাসের ব্যাকটেরিয়া প্রতিনিয়ত তৈরি করে ল্যাকটিক এসিড, যার প্রভাবে মাড়ি ফুলে যায়। দেখা দেয় জিনজিভাইটিস। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরী এবং গর্ভাবস্থায় নারীদের শরীরে হরমোনের পরিবর্তনের কারণে জিনজিভাইটিস বেশি হয়। যাদের ডায়াবেটিস ও ক্যান্সার আছে, তাদেরও জিনজিভাইটিস হওয়ার প্রবণতা বেশি। ওষুধের প্রভাবে মুখ শুকনো হয়ে থাকলেও হতে পারে এই রোগ।

লক্ষণ

সুস্থ মাড়ির রং গোলাপি, তা দাঁত শক্তভাবে ধরে রাখবে। জিনজিভাইটিস হলে মাড়িতে বেশ কিছু পরিবর্তন আসবে।

* মাড়ি ফুলে যাবে, রং পরিবর্তন হয়ে লাল হবে। ব্রাশ অথবা ফ্লসিং করার সময় মাড়ি থেকে রক্ত পড়বে।

ব্রাশ করার পরও মুখের দুর্গন্ধ কমবে না।
* গোড়া থেকে মাড়ি সরে দাঁত নড়বড়ে হয়ে যায়।
* খাবার চিবানোর সময় দাঁতের গোড়ায় ব্যথা হবে, শিরশিরে অনুভূতি থাকবে।
* আলগা দাঁত বা ডেনচার ঠিকঠাক বসবে না, খুলে যেতে চাইবে।

চিকিৎসা

জিনজিভাইটিসের মূল চিকিৎসা মুখ পরিষ্কার রাখা। এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

দাঁতের পরিচর্যায় জনশ্রুতি ও বাস্তবতা

ডা. অনুপম পোদ্দার

দাঁত ও মাড়ির সুস্থতায় করণীয় নিয়ে প্রচলিত রয়েছে বেশ কিছু ভ্রান্ত ধারণা। চলুন, জেনে নিই বহুল প্রচলিত সাতটি জানার ভুল ও তার বাস্তবতা কী-

* শক্ত ব্রাশ ব্যবহার করলে দাঁত বেশি পরিষ্কার হয়

বাস্তবতা : শক্ত ব্রাশ ব্যবহার করলে দাঁতের বহিরাবরণ এনামেলের ক্ষতি হয় এবং মাড়ি দ্রুত সরে যায়। ফলে দাঁত শিরশির করে।

* ফ্লসিং করার দরকার নেই

বাস্তবতা : দাঁত ব্রাশ করার মাধ্যমে ৬০ শতাংশ দন্ত পরিচর্যা হয়, বাকি ৪০ শতাংশ হয় ফ্লসিংয়ে। দুই দাঁতের মাঝখানে থাকা জীবাণু ফ্লসিংয়ের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়। ফলে দন্তক্ষয় রোগ ও মাড়ির রোগ কম হয়।

* দীর্ঘ সময় ধরে ব্রাশ করলে দাঁত বেশি পরিষ্কার হয়

বাস্তবতা : স্বাভাবিকভাবে দুই মিনিট ধরে প্রতিটি দাঁতের চারপাশ পরিষ্কার করলেই চলে; বরং বেশি সময় ধরে ব্রাশ করলে এনামেল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

* মাউথওয়াশ ব্যবহার করলে দাঁত ব্রাশ করার প্রয়োজন হয় না

বাস্তবতা : দন্ত পরিচর্যার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম দাঁত ব্রাশ।

দাঁতের যেসব স্থানে ব্রাশ বা অন্য কোনো উপকরণ পৌঁছায় না, সেইসব স্থান জীবাণুমুক্তকরণের জন্য মাউথ ওয়াশ ব্যবহার করতে হয়। তবে মাউথওয়াশ একসঙ্গে ১৫ দিনের বেশি ব্যবহার করা অনুচিত।

* খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁত ব্রাশ করে ফেলতে হবে

বাস্তবতা : সাধারণত খাওয়ার ৩০ মিনিট বা আধঘণ্টা পর দাঁত ব্রাশ করা উচিত। মুখের থুতু অম্লজাতীয় খাবারকে নিউট্রালাইজ করে এনামেলের ক্ষয়রোধ করে।

* কয়লা, বালু, ছাই দিয়ে ব্রাশ করলে দাঁত ঝকঝকে পরিষ্কার হয়

বাস্তবতা : কয়লা, বালু, ছাই খুব বেশি অ্যাব্রেসিভ পদার্থ, এটা দাঁতের উপরিভাগ এনামেলকে ক্ষয় করে দাঁত পরিষ্কার করে। ফলে দাঁত শিরশির করে।

* দাঁত ও মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়লে দাঁত ব্রাশ করা উচিত নয়

বাস্তবতা : মাড়ির রোগের প্রধান উপসর্গ মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া। আর এই মাড়ির রোগের অন্যতম কারণ হচ্ছে ডেন্টাল এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

কাশি হলেই সিরাপ নয়

ডা. মোহাম্মদ আজিজুর রহমান

শুকনা কাশি সচরাচর দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে এমনিতেই সেরে যায়। তবে অনেক সময় কয়েক মাস থেকে এক বছরও কাশি থাকতে পারে। এর কারণ ভাইরাসের প্রভাবে শ্বাসনালি ফুলে অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হয়ে যেতে পারে। এতে ভাইরাস সংক্রমণ সেরে যাওয়ার পরও কাশি রয়ে যায়।

ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিকও কাজ করে না। উল্টো অযোচিত অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগে মানুষের শরীর ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে পড়ে।

কফের সিরাপ কি সমাধান?

কাশি হলেই কফের সিরাপ খাওয়া কোনো সমাধান নয়। বাজারে চলতি কফের সিরাপগুলো অনেক সময় খিঁচুনি, ঝিমুনি, অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন, কিডনি ও যকৃতের সমস্যাসহ নানা ক্ষতি করতে পারে। কাশির সিরাপে হাইড্রোকার্বন থাকে। মূলত বুক ব্যথা ও কাশি নিয়ন্ত্রণে এটি ব্যবহৃত হয়। হাইড্রোকার্বন এক ধরনের নারকোটিকস, যা ক্ষতিকর। এ ছাড়া কাশির সিরাপের অনেক উপাদান, যেমন-গুয়াইফেনেসিন, সিউডোফেড্রিন, ডেক্সট্রোমিথরফান ও ট্রাইমেথোপ্রিম ইত্যাদি কারণে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে, ঝিমুনি আসে, ঘুম ঘুম ভাব হয়। সিরাপের মরফিন স্নায়ু ও পেশি শিথিল করে দেয়।

ইফিড্রিনের কারণে শ্লেষ্মা শুকিয়ে যায়। এমনকি সালবিউটামল ও মন্টিলুকাস্টজাতীয় ওষুধও চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কারো সেবন করা উচিত নয়। আরাম পেতে কফের সিরাপ নয়; বরং কিছু উপদেশ মেনে চলতে পারেন।

বাড়তি কী করা যায়

গরম পানির ভাপ নেওয়া যায়। এতে কিছুটা আরাম মিলবে। মনে রাখতে হবে, ভাপ নিলে কোনো জীবাণু মরে না; সাময়িক আরাম মেলে। শুকনা কাশিতে গলা খুসখুস করলে হালকা গরম পানিতে একটু লবণ দিয়ে কুলকুচি করা যায়। মুখে লজেন্স, লবঙ্গ বা আদা এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

ডাবের পানি কাদের জন্য ক্ষতিকর জানেন?

আরাফাত রহমান

ডাবের পানি সাধারণত স্বাস্থ্যকর এবং পুষ্টিকর হলেও কিছু মানুষের জন্য এটি ক্ষতিকর হতে পারে। নিচে উল্লেখ করা হলো যাদের ডাবের পানি পান করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

১. কিডনি রোগী: ডাবের পানিতে পটাসিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকে, যা কিডনি রোগীদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। যদি কিডনি সঠিকভাবে পটাসিয়াম ফিল্টার করতে না পারে, তাহলে এটি রক্তে জমে গিয়ে হার্টের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

২. ডায়াবেটিস রোগী: ডাবের পানিতে প্রাকৃতিক চিনি থাকে, যা রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই ডায়াবেটিস রোগীদের এটি সীমিত পরিমাণে পান করা উচিত।

৩. নিম্ন রক্তচাপ: ডাবের পানি রক্তচাপ কমানোর ক্ষেত্রে সহায়ক, কিন্তু যাদের স্বাভাবিকভাবেই রক্তচাপ কম থাকে, তাদের জন্য এটি বিপজ্জনক হতে পারে।

৪. অ্যালার্জি: কিছু মানুষের ডাবের পানিতে অ্যালার্জি হতে পারে, বিশেষ করে যারা নারকেলজাতীয় খাবারে সংবেদনশীল। এটি ত্বকে র‍্যাশ, বমি বমি ভাব বা শ্বাসকষ্টের কারণ হতে পারে।

৫. হার্টের সমস্যা: উচ্চ মাত্রায় পটাসিয়াম থাকার কারণে কিছু হার্টের রোগীদের জন্য ডাবের পানি ক্ষতিকর হতে পারে, বিশেষ করে যদি তাদের পটাসিয়াম নিয়ন্ত্রণে রাখার পরামর্শ দেয়া হয়।

৬. ওজন কমানোর পরিকল্পনায় থাকলে: যদিও ডাবের পানি কম ক্যালোরিযুক্ত, তবে অতিরিক্ত পান করলে ক্যালোরি বৃদ্ধি পেতে পারে, যা এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

BEST TAX EXPRESS INC.

ট্যাক্স
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন।

tax refund

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং,অডিট,ফাইন্যানসিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং , অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, লাইসেন্স ও পে-রোল,আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ।

Individual And Business Tax, Audit, Financial Statement, Bookkeeping, Non-profit Business Setup, Licensing & Payroll, Specialized In IRS & NYS Tax Problem Resolution

FINANCE, ACCOUNTING, TAX FILING, AUDIT & CONSULTING
(Business & Non profit)

Call Us
+1 (646) 253-4798
+1 (718) 878-6878

Email Us
besttaxexpress@gmail.com

OpenTime
Seven Days in a Week
(07.00 AM - 10.00 PM)

Website
www.besttaxexpress.com

Endicott Branch
103 Washingtone Avenue 2nd Fl, Endicott, NY 13760

Main Branch
168-29 Hillside Ave. 2nd floor, Suit-2 Jamaica, NY 11432

Buffalo Branch
1288 Fillmore Avenue, Buffalo, NY 14211

Jamaica Branch
159-06 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

Woodside Branch
69-07 Roosevelt Avenue 2nd Fl, Woodside, NY 11377

আমাদের একজন আলম

৫ পৃষ্ঠার পর

তার সাথে থাকতেন মানিকজোড় আহসান হাবিব ও মুকুল আজিম। গেল সপ্তাহে আলম হঠাৎ করেই কাউকে না জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করে বাংলাদেশে চলে যান। তার এভাবে চলে যাওয়াকে কমিউনিটি সহজভাবে নিতে পারে নি। অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। কষ্ট পেয়েছেন। আবার তাকে নিয়ে গুজবের ডালপালা বিস্তৃত হয়েছে। আজকালের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হাসো নেওয়াজ তার ফেস বুক স্ট্যাটাসে লিখেছেন, রক্তের কিছু না।তারপরও কেন বুকের ভিতর একটু পর পর মুচড়ে উঠছে।

তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আহসান হাবিব লিখেছেন, মায়ের টানে একজন সজ্জন নির্মোহ ও নিভৃতচারি মানুষের নীরব প্রস্থান। হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে।অশ্রুসিক্ত নয়নে লিখতেও পারছিনা।অভিমানে নীরবে এভাবেই স্বদেশের উদ্দেশে চলে গেলেন ভাই ! ভালো থাকুন আলম ভাই।আপনার সহচার্য খুবই মিস করবো।আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নাই।কিছু ভালোবাসার সত্যিই প্রতিদান হয় না।আপনার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অবিরাম। ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন।সৃষ্টি কর্তার কৃপা আপনার সাথে সবসময় থাকবে। এমনি অভিব্যক্তি হাজারো কমিউনিটির মানুষের। ইমিগ্রেশন কিংবা মায়ের অসুস্থতা সেটাই হোক না, নিউইয়র্কের প্রবাসীরা তাকে দারুণভাবে মিস করছে।

সর্বশেষ আলমগীর খান আলমের সাথে গত রোববার টেলিফোনে কথা হলো। সে অসুস্থ মায়ের পাশে আছেন। তিনি মায়ের জন্য দোয়া চেয়েছেন। পরিশেষে প্রত্যাশা, আলম ভালো থাকবেন ও নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে আবার ফিরে আসবেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ছয় মাস

১২ পৃষ্ঠার পর

দিয়েছেন সংগ্রামী ছাত্র জনতার বুকে আঘাত লাগছে ইত্যাদি। কিন্তু তারপর ও দেশে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্ব কি? তারা চাইলেই দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে আমরা কি তাদের পাতানো ফাঁদে পা দেব? এই ধরনের ঘটনায় আন্দোলনকারী ছাত্র জনতা ও সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে স্বৈরাচারের ও তার দোসরদের দেশে বিদেশে মানুষের অনুগ্রহ ,অনুকম্পা বাড়বে। ইতিমধ্যেই পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক তলানিতে। আমাদের দেশের এই পরিবর্তনকে কোন অবস্থায় মেনে নিতে পারছে না। তাদের পুতুল সরকার ও হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে একটার পর একটা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করে যাচ্ছে। আমাদের সীমান্তে আগের চেয়ে এখন প্রতিদিন সমস্যা বেড়েই চলছে। শেখ হাসিনাকে বিচারের আওতায় নেওয়ার জন্য ভারত সরকারের কাছে বারবার ফেরত চাওয়ার পরও কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। ইসকন সহ সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথা জোরেশোরে দেশ ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রচার করে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করা হচ্ছে। ভারতের ভিসা দেওয়া প্রায় বন্ধ কিন্তু কয়েক হাজার আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের অবৈধভাবে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় দিয়ে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের একটা দল কিভাবে পার্শ্ববর্তী দেশে বসে আমাদের দেশের রাজনীতি কন্ট্রোল করে এটাই দেখার বিষয়। ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরের বাড়ির উপর আক্রমনের ব্যাপারে ভারতের বিবৃতি ও প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা খুবই নিন্দনীয়। এটা আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ শামিল। ভারতের সরকারের পক্ষথেকে না বললেও ভারতের আর্মি চীফ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তি সহ একাধিক ব্যক্তির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে ,অনির্বাচিত এই সরকারের সাথে ভারতের কোন সম্পর্ক হবে না। যা তাদের কার্যক্রমের দ্বারা বুঝিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তাদের ভাষায় নির্বাচিত সরকার বলতে কি বুঝায়? গত তিন বারে বাংলাদেশের মানুষ কোন ভোট দিতে পারেনি। জাতি সংঘ সহ সারা বিশ্ব সেই এক তরফা ভোট মেনে নেয়নি। সেই সরকারের সাথেতো খুবই সুন্দর সম্পর্ক ভারত বজায় রেখেছিল। বরং কেউ কোন প্রশ্ন তুললে বলা হয়েছে এটা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। ভারতের এই দ্বিচারিতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

শেখ হাসিনাকে ট্রাম কার্ড হিসেবে ব্যবহার করবে ভারত।

১৯৮১ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি হয়ে দেশে এসে মা/বাবা ভাই আত্মীয় স্বজন হারানোর বিচার জনগণের কাছে চাইলেন। জনগণ ভোট দিয়ে ক্ষমতায় দিল। নিজে ক্ষমতায় থেকে খুনিদের বিচার করলেন। গায়ের জোরে চার বার ক্ষমতায় থাকলেন কিন্তু জনগণ কি পেল? আমরা আবেগ প্রবণ বাঙালী ,চোখের পানি দেখলে সব ভুলে যাই। এখন আরেক কাহিনী শুরু হবে, 'ধানমন্ডি ৩২ ছিল বাঙালী জাতির ইতিহাস। ৬ দফার আন্দোলন, স্বাধীনতার ঘটনা ,আমাদের শৈশব কৈশোরের স্মৃতি, মা/বাবা ভাইয়ের রক্তের স্মৃতি কত বিদেশিরা এ বাড়িতে এসেছেন ইত্যাদি কারনে আমি এই বাড়িকে যাদুঘর বানিয়ে ছিলাম। সব ধ্বংস করে দিল এখন আমি কি নিয়ে বাঁচবো। শেখ হাসিনা মিডিয়ায় এই কথা গুলো বলা শুরু করেছেন। কারন তিনি জানেন ,৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা যে তলানিতে ছিল। এমনিতেই পতন অনিবার্য ছিল। কিন্তু খুনীরা স্বপরিবারে হত্যা করে মৃত মুজিবকে অনেক শক্তিশালী করে ফেললো। ঠিক একইভাবে এখন ধানমন্ডি বত্রিশকে নিয়ে হয়তো একই রাজনীতি শুরু হতে পারে। কারন গত ছয় মাসে তাদের কোন ষড়যন্ত্র সফল হচ্ছে না। এখন নির্ভর করবে আমাদের আন্দোলনকারী শক্তির পদক্ষেপের উপর।

আমাদের প্রধান উপদেষ্টা যথার্থই বলেছেন, মারামারি পিটাপিটি বাদ দাও। এগুলো করলে কোন দিন শেষ হবে না। তাদেরকে বুঝাতে হবে যে, আপনারা ভুল, সঠিক পথ এটা। আমরা সবার জন্য সুবিচার নিশ্চিত করবো। সুবিচার পেতে হলে তাৎক্ষণিক বা তাড়াহুড়ো করে হয়না। এটা করলে কারো প্রতি অবিচার হয়ে যেতে পারে ।আমাদের একটু ধৈর্য্য ধরতে হবে'। ড মোহাম্মদ ইউনুস একজন নোবেল বিজয়ী, প্রফেসর, সফল মানুষ। বিপুল অর্থ ব্যয় করে ,দেশ বিদেশের বিশ্বখ্যাত বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকরা মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে তার দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য শুনেন। তারা নিজেকে ধন্য মনে ,বিশ্বকে আলোকিত করে। আমাদের পরম সৌভাগ্য সেই মানুষকে হাতের কাছে পেয়ে যেন কিছু শিখছি না। আমরা যেন উনাকে সামনে রেখে ক্ষমতাকে উপভোগ করতেছি। আর ভাবতেছি, আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই রাজার রাজত্বে ...। উনি আছেন বিধায় আপনারা উপদেষ্টা। সুতরাং একটু নড়েচড়ে কাজ করুন। প্রধান উপদেষ্টাকে শাসক হিসেবে অনেকে নরম ও দুর্বল ভাবতে পারেন। কিন্তু তিনি বলেন, যদি শক্ত হাতে কিছু করি, তাহলে স্বৈরাচারের আচরণ থেকে ব্যতিক্রম কি হলো। গত ছয় মাস ধরে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি আন্দোলন হচ্ছে। প্রতি সপ্তাহে তার অফিস, রাস্তাঘাট ঘেরাও হচ্ছে। আমরা জানি অনেক অযৌক্তিক দাবি নিয়ে কৃত্রিমভাবে তাকে বিব্রত করার জন্য এই আন্দোলন হচ্ছে।

তারপরও তিনি বলেন, আমি জানি আপনারা অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে আছেন। গত ষোল বছর কথা বলতে পারেন নাই, কোন দাবি দাওয়া পূরণ হয়নি। দয়া করে আমাকে একটু সময় দিন। কি সরল সহজ উক্তি।

যে কারনে এখনো দেশের ক্রান্তিলগ্নে বা সংকটের সময় সরকার হলে সকল রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ সহ সর্বস্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে পাশে দাঁড়ায়। আর এটাই হলো আমাদের শক্তি। শত্রুদের আতংক। আমাদের বিশ্বাস তার হাত ধরে বাংলাদেশ গনতন্ত্র ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে।

লেখক : কলামিষ্ট ও রাজনীতিক।

কেন এত দিন খুঁজে ধরে ফেলা হয়নি 'ডেভিলদের'

৬ পৃষ্ঠার পর

সরকার দায়িত্ব নেওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে। বাকি ঘটনাগুলো ঘটেছে এর পরে। এমনকি গত জানুয়ারিতে এসেও কয়েকটি মাজারে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন এলাকায় বাউল গান, মেলা বন্ধ হয়েছে। বন্ধ হয়েছে নারীদের ফুটবল খেলা, এমনকি অভিনেত্রী কর্তৃক দোকান বা শোরুম উদ্বোধন। এটি স্পষ্ট, কোনো সুযোগসন্ধানী মহল এখানে তৎপরতা চালাচ্ছে। তাদের বিষয়ে সরকারের পদক্ষেপ কী, আমরা জানি না।

সাম্প্রতিক সময়ে যা যা ঘটল, সেটাকে অনেকেই যুক্ত করতে চাইছেন ১২-১৩ ফেব্রুয়ারি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় হতে যাওয়া ট্রাম্প-মোদি বৈঠকের সঙ্গে। সেই বৈঠকে বাংলাদেশ যে একটা ইস্যু হিসেবে থাকার সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত, সেটা খানিকটা 'কূটনৈতিক অনিশ্চয়তা' যোগ করে সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রি।

৫ আগস্টের পর 'বাংলাদেশে মৌলবাদীদের ক্ষমতা দখল, সংখ্যালঘুরা হুমকির মুখে থাকা এবং বাংলাদেশে একটা নৈরাজ্য বিরাজ করার' ভারতীয় যে বয়ান, সেটাকে সমর্থন করার জন্য বেশ কিছু ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ে তারা পেয়েছে তো বটেই।

দেশের বিদ্যমান অবস্থায় বিদেশি শক্তিগুলোর দিক থেকে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ আমাদের আসবে, সেই বিবেচনার চেয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আমাদের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি কেমন দাঁড়াচ্ছে সেটা। একটা দুর্বল ও অকার্যকর সরকার নানা রকম কায়েমি স্বার্থবাদী গ্রুপকে নানা অপকর্মে উৎসাহিত করে। এটা আমাদের রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে বড় শঙ্কা তৈরি করছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে যৌথ বাহিনী 'অপারেশন ডেভিল হান্ট' ঘোষণা করেছে। পুলিশের তথ্য বলছে, এখন পর্যন্ত এ অভিযানে গ্রেপ্তার সহস্রাধিক। আমরা প্রশ্ন করতেই পারি, সমাজে যখন এত বেশি 'শয়তান' আছে যে তাদের রীতিমতো ঘটা করে, ঘোষণা দিয়ে খুঁজে ধরতে হবে, তখন এতগুলো মাস স্বাভাবিক অভিযানে শয়তানদের খুঁজে আটক করার ক্ষেত্রে কেন নির্লিপ্ত ছিল সরকার? বিশেষ নামের বিশেষ ঘোষণা কি এটা প্রমাণ করে না, এত দিন স্বাভাবিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কার্যক্রম ঠিকঠাকভাবে চলেনি?

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিশেষ অভিযান নিয়ে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা ভালো নয়। ২০১৮ সালের শেষ দিকে 'চলো যাই যুদ্ধে, মাদকের বিরুদ্ধে' স্লোগান দিয়ে সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড শুরু করে র‍্যাব। সেটা আসলে শুরু, এরপর বীভৎস ঘটনা ঘটে কক্সবাজার, টেকনাফসহ গোটা দেশে। মাদক, বিশেষ করে ইয়াবার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা শুরু করে র‍্যাব।

সে অভিযানে মাদক ব্যবসায়ী অভিযোগে কক্সবাজার এলাকায় ২৩০ জনের বেশি মানুষ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। ২০২২ সালে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মো. রাশেদ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়ার কারণে একমুহূর্তে তখনকার মতো সব হত্যাকাণ্ড বন্ধ না হয়ে গেলে ওই তালিকা অনেক বড় হতো নিশ্চয়ই।

বর্তমান সরকারের সময় কোনো বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটবে না, এমন বিশ্বাস সঙ্গত আমরা রাখতেই পারি। কিন্তু দীর্ঘদিনের চর্চার ফলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংস্কৃতিতে পরিণত হওয়া হেফাজতে নির্যাতনে মৃত্যু, নির্যাতন, মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তারের মতো ঘটনাগুলো ঘটতে পারে।

সাম্প্রতিক সময়ে যৌথ বাহিনীর হেফাজতে যুবদল নেতা তৌহিদুল ইসলামের মৃত্যুর ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ আলোড়ন তোলে। যদিও গত পাঁচ মাসে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে অন্তত ১৭ জন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন (মানবাধিকার সংগঠন 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র'-এর তথ্য)। বলা বাহুল্য, এসব ঘটেছে নির্যাতনের ফলে। অথচ 'নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩' অনুযায়ী নির্যাতনের সংজ্ঞা হলো, 'নির্যাতন' অর্থ কষ্ট হয়, এমন ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন।

বিশেষ অভিযানের মতো ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ নয়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা হয়ে উঠুক সরকারের প্রতিদিনকার অগ্রাধিকার। সরকারের মনে রাখা উচিত, সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার যুক্তি হিসেবে অনভিজ্ঞতাকে সামনে আনা ১-২ মাস বয়সী সরকারের ক্ষেত্রে অনেকটাই গ্রহণযোগ্য হলেও ছয় মাস পেরিয়ে যাওয়ার পর সেটাকে জনগণের গ্রহণ না করারই কথা।

লেখক: রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Jamaica Office	Brooklyn Office
170-12, Highland Ave, Jamaica NY 11432	345 Broadway Brooklyn, NY 11211
Tel: 718-526-0700	Tel: 718-384-1671
Mon-Tue-Thu-Fri (2Pm to 7 Pm)	Wednesday (12 Pm to 5 Pm) Saturday (11Am to 5 Pm)

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

হ্যান্ডস অন ফিজিক্যাল থেরাপি রিহাবিলেইশন

এ. ভূঁইয়া

এলআইসি. ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট

আপনি কি নিম্নে উল্লেখিত যে কোন ব্যথায় ভুগছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন।
আমাদের আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

* পিঠ ব্যথা
* গাড় ব্যথা
* বাহু ব্যথা
* কব্জি ব্যথা
* হাঁটু ব্যথা
* পায়ের পাতা ব্যথা
* পায়ের আঙ্গুল ব্যথা

ক্লিনিক খোলা থাকার সময়
সোমবার থেকে শুক্রবার
সকাল ১০.০০-সন্ধ্যা-৭টা
শনিবার
সকাল ১০.০০-বিকাল-৪টা
রবিবার বন্ধ

আমরা প্রায় সব ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

আমরা ইংলিশ, স্প্যানিশ, হিন্দি, বাংলা ও আরবীতে কথা বলি

75-17 41 Ave. Elmhurst, NY 11373
(Corner of 76th St & Broadway

170-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

Tel : 917-832-7824, Cell : 718-696-7002
Fax : 917-832-6100

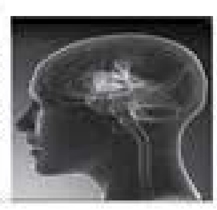

হোমিও চিকিৎসা

জ্যাকসন হাইটস এর বাংলাদেশ প্লাজার নীচ তলায়

ডাঃ এফ হক
হোমিওপ্যাথিক কনসালট্যান্ট
DI. Hom (USA)
(Diploma in Homeopathy)

ব্যথা, পাইলস, গ্যাস্টিক, কিডনি ও প্রস্রাবের সমস্যা, যৌন ও চর্মরোগ সহ সব ধরনের জটিল রোগ।

হোমিও ভিটামিন সেলিং সেন্টার
Homeo & Vitamin Selling Center

এপয়েন্টমেন্ট এর জন্য কল করুন

347-596-3111, 347-485-8020

জ্যাকসন হাইটস অফিসঃ (বাংলাদেশ প্লাজা) (দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)
৩৭-১৫ ৭৩ স্ট্রিট (Lower Level), জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক।
ব্রুকলিন অফিসঃ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত)
৪৭৫ ম্যাকডোনালস্ এভিনিউ, (৩য় তলা), ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক।

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

Member of
FRANCHISE BROKER ACADEMY

FRANCHISE | L1A VISA | E2 VISA | POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37 16 73rd street, Suite: 402, Jackson Heights, NY 11372.
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ৭১৮ ৪৩৩ ৯০০১
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

37-22 73 Street Suite # 1C
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)

শবেবরাতের আমল ও করণীয়

আলেমা উম্মে হাবিবা

আরবি অষ্টম মাস শাবানের চৌদ্দতম তারিখ দিবাগত রাত পবিত্র শবেবরাত। এ রাতে সূর্যাস্তের পর থেকে শেষ রাত পর্যন্ত মহান আল্লাহ পৃথিবীর প্রথম আকাশে এসে তাঁর বান্দাকে এ রকম মায়া আর দয়া নিয়ে ডাকতে থাকেন।

যারা তার এ ডাকে সাড়া দিয়ে প্রার্থনায় লিপ্ত হয়, তারা কল্যাণকামী হয়। সৌভাগ্যবান হয়। তিনি ডাকেন-কোনো ক্ষমাপ্রার্থী আছ কি? আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি ক্ষমা করে দেব। কারও রিজিকের প্রয়োজন আছে কি? আমার কাছে চাও, আমি রিজিক দেব। কোনো বিপদগ্রস্ত আছ কি? আমার কাছে মুক্তি চাও, আমি বিপদমুক্ত করে দেব! নবিজি (সা.) মুসলিম উম্মাহকে এ রাতে অধিক পরিমাণে নফল ইবাদত এবং পরের দিন রোজা রাখার উপদেশ দিয়েছেন *(ইবনে মাজাহ)*।

শব অর্থ রাত, বরাত অর্থ মুক্তি; শবেবরাত মানে মুক্তির রাত। কিছু অতিশপ্ত লোক ছাড়া আল্লাহতায়ালা এ রাতে সবাইকে ক্ষমার সুযোগ করে দেন। মহান আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমার সুযোগ পেতে হলে এ রাত ইবাদত ও বিনয়ের সঙ্গে কাটাতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি 'বরকতময় রাতে'। নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। এ রাতে গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা হয়।' *(সুরা দুখান : ২-৩)*

বিখ্যাত তাফসিরবিদদের মতে 'বরকতময় রাত' মানে শবেবরাত। মহান আল্লাহ শবেবরাতে সবকিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শবেকদরে নির্দিষ্ট কিছু লোককে সেসব বিষয়ে দায়িত্ব অর্পণ করেন। *(তাফসিরে কুরতুবি।)*

শাবান মাস হলো নবিজির প্রতি অগাধ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রেম-ভালোবাসা প্রদর্শনের মাস। তা হতে হবে সুন্নত অনুশীলনের মাধ্যমে। তাছাড়া নবিজি (সা.) শাবান মাসে সবচেয়ে বেশি নফল ইবাদত করতেন। নফল রোজা পালন করতেন। নফল নামাজ আদায় করতেন।

বলা হয়-রজব মহান আল্লাহর মাস, শাবান নবিজির মাস। আর রমজান হলো উম্মতের মাস। নবিজি (সা.) রজব ও শাবান মাসে এ দোয়া বেশি বেশি পড়তেন, 'আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজাবা ওয়া শাবান, ওয়া বাল্লিগনা রমাদান'। 'হে আল্লাহ! রজব মাস এবং শাবান মাস আমাদের জন্য বরকতময় করুন; রমজান পর্যন্ত আমাদের জীবনদান করুন।' (মুসনাদে আহমাদ)। শবেবরাতে আমরা এ দোয়াটি অধিক পরিমাণে পড়ুন।

শবেবরাতে ইবাদত-বন্দেগিতে মনোযোগী হওয়া, বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া, ইস্তিগফার, নফল নামাজ আদায় করা উচিত। দরিদ্রদের সাহায্য করা, জাকাত ও দান-সদকা দিয়ে গরিব-অসহায়দের সাহায্য করা উচিত। ১৪ শাবানের দিবাগত রাতে রাত জাগরণ, দোয়া, ইবাদত ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা সুন্নত আমল।

এ রাতে আমাদের উচিত অপ্রয়োজনে সময় ব্যয় না করে এ পবিত্র রজনীতে আল্লাহর ইবাদত বন্দিগিতে আত্মনিয়োগ করা। তাহিয়্যাতুল অজু, দুখুলিল মাসজিদ, আউওয়াবিন, তাহাজ্জুদ, সালাতুত তাসবিহ, সালাতুল হাজাত ও অন্যান্য নফল নামাজ করা। কারণ নফল ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো-নামাজ। প্রতিটি নফল ইবাদতের জন্য তাজা অজু বা নতুন অজু করা মোস্তাহাব। অত্যধিক নফল নামাজ এ রাতের শোভাবর্ধন করে। আমাদের উচিত নামাজে কিরাত দীর্ঘগতিতে পড়া। রুকু-সেজদা দীর্ঘ করা।

এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

ইবাদতে অহংকার মারাত্মক অপরাধ

হালি-উল-ইসলাম

ইবাদত নিয়ে অহংকার অত্যন্ত নিন্দনীয়। ইবাদত নিয়ে অহংকার দুইভাবে হয়ে থাকে। এক. ইবাদত করে তা নিয়ে অহমিকা প্রদর্শন করা। দুই. ইবাদত না করার মাধ্যমে অহংকার।

রাসুলুল্লাহ (সা.) রাতের বেলা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে ইবাদত করতেন। অথচ তাঁর অতীত-ভবিষ্যতের সব পাপ মাফ করে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আয়েশা (রা.)-এর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?' (বুখারি, হাদিস : ৪৮৩৭)

ফেরেশতারা দিন-রাত আল্লাহর ইবাদত করেন। কিন্তু তাঁরা এ জন্য অহংকার করেন না। যেমন আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই (নৈকট্যশীল ফেরেশতারা) যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে থাকে, তারা তাঁর ইবাদতে অহংকার করে না। তারা তাঁর গুণগান করে এবং তাঁর জন্য সিজদা করে।'(সুরা : আরাফ, আয়াত : ২০৬)

যারা ইবাদত করা থেকে অহংকার করে, তাদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে এবং তা থেকে অহংকার করে, তাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না সুচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করে। এভাবেই আমরা অপরাধীদের শাস্তি প্রদান করে থাকি।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ৪০)

অহংকার দুইভাবে হয়। অন্তরে ও বাহিরে। অন্তরের অহংকার এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

শবেবরাতের গুরুত্বপূর্ণ ৪ আমল

মুফতি ইবরাহিম সুলতান

শবেবরাত শব্দ দুটি হাদিসে নেই। হাদিসের ভাষায় এ রাতকে 'লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান' তথা ১৫ শাবানের রাত বলা হয়। 'শবেবরাত' ফারসি শব্দ। 'শব' শব্দের অর্থ রাত, 'বরাত' অর্থ নাজাত বা মুক্তি।
এই দুই শব্দ মিলে অর্থ হয় মুক্তির রজনী।

এ রাতের ফজিলত সম্পর্কে কোরআন মাজিদে সরাসরি নির্দেশনা না থাকলেও হাদিস শরিফে নির্ভরযোগ্য সনদ বা বর্ণনাসূত্রে একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বিখ্যাত সাহাবি মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা অর্ধ শাবানের রাতে, অর্থাৎ শাবানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে তাঁর সৃষ্টির দিকে রহমতের দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন। (ইবনে হিব্বান, হাদিস : ৫৬৬৫)

হাদিস বিশারদদের অধিক মতে, হাদিসটির মান সহিহ তথা বিশুদ্ধ।

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

আল্লাহ মজলুমের দোয়া ফিরিয়ে দেন না

আবরার নাঈম

মুমিনের দোয়া কখনো ব্যর্থ হয় না। হয়তো সাময়িক বিলম্ব হতে পারে। তবে তিন ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ অবশ্যই কবুল করেন। এবং তা খুব দ্রুতই হয়। ইমাম বুখারি (রহ.) রচিত 'আল আদাবুল মুফরাদে' আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, তিনটি দোয়া অবশ্যই কবুল হয়। (১) উৎপীড়িত বা মজলুমের দোয়া।

জুলুম আরবি শব্দ। অর্থ হলো অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন ইত্যাদি।

তা বিভিন্ন পদ্ধতিতে হতে পারে। শারীরিকভাবেশরীরে প্রহার করা শারীরিক জুলুম; মানসিকভাবেভীতি বা অন্য কোনো উপায়ে ব্ল্যাকমেইল করা। হকদারের হক অবৈধভাবে আত্মসাৎ করা আর্থিক জুলুম। সবই অপরাধ।

এ অপরাধের শাস্তি আল্লাহ পরকালে তো দেবেনই, দুনিয়ায়ও দেবেন অবধারিত সাজা। কারণ মজলুম বা নিপীড়িত ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না। তার দোয়া আর আল্লাহর মাঝে কোনো অন্তরাল থাকে না।

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

নামাজের সময় সূচি Prayer Times For New York City ফেব্রুয়ারি ২০২৫

তারিখ	ফজর	সূর্য	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
১৫	৫:৩৪	৬:৫০	১২:১০	৩:০৫	৫:৩১	০৬:৪৭
১৬	৫:৩২	৬:৪৮	১২:১০	৩:০৬	৫:৩২	০৬:৪৮
১৭	৫:৩১	৬:৪৭	১২:১০	৩:০৭	৫:৩৪	০৬:৪৯
১৮	৫:৩০	৬:৪৬	১২:১০	৩:০৮	৫:৩৫	০৬:৫১
১৯	৫:২৯	৬:৪৪	১২:১০	৩:০৯	৫:৩৬	০৬:৫২
২০	৫:২৭	৬:৪৩	১২:১০	৩:১০	৫:৩৭	০৬:৫৩
২১	৫:২৬	৬:৪১	১২:১০	৩:১১	৫:৩৮	০৬:৫৪

source: salahtimes.com

ইমিগ্রেশন নিয়ে সোসাইটির বিশেষজ্ঞ সভা

১ পৃষ্ঠার পর

বাশার, অ্যাটর্নি স্ট্যানলি ওয়াইন, অ্যাটর্নি সুজান কোইয়ার উপস্থিত ছিলেন।
হাজিরদের পরামর্শ দিয়ে খায়রুল বাশার বলেন, ২০ জানুয়ারি ট্রাম্পের বিশেষ আদেশ জারির পর জেএফকে এয়ারপোর্টে অবতরণ করে অনেক বাংলাদেশি ও ভারতীয় স্টুডেন্ট যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে পারেনি। এয়ারপোর্ট থেকেই তাদেরকে নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। অনেক সময় স্টুডেন্ট ভিসাধারীদের টুকটাক কাজ করেন। ব্যাংকে অনেকের ডলারও জমা হয়। কেন এত ডলার জমা হয়েছে? কোত্থেকে এসেছে এই অর্থ? এমন প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়।
তিনি আরও জানান, একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট সেমিস্টার পরবর্তী ছুটি শেষে বাংলাদেশ থেকে ফেরার সময় জেএফকে এয়ারপোর্টে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হন। জিজ্ঞাসাবাদকালেই তার ফোন নিয়ে পরীক্ষা করে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস কর্মকর্তারা অনেক তথ্য পান যাতে বুঝা যায় তিনি ভিসার বিধি লংঘন করে কাজ করেছে। এরপরই তাকে আটক করা হয়। দু'ঘন্টার মধ্যেই আটক শিক্ষার্থী আমার সাথে যোগাযোগ করেন এবং আমাকে তার অ্যাটর্নি হিসাবে নিয়োগ দেন। তিনি রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তবে সে সময়েই তাকে মুক্তি দেয়া হয়নি। সপ্তাহখানেক কাটাতে হয়েছে প্যারোলে মুক্তির আদেশ পাওয়া পর্যন্ত। তাই সাথে ফোন না রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। এছাড়া ঠিকমতো হোটেল বুকিংসহ অন্যান্য তথ্য ঠিক মতো রাখতে হবে।
অ্যাটর্নি স্ট্যানলি ওয়াইন বলেন, ট্রাম্পের টার্গেট হচ্ছে ক্রিমিনাল অবৈধ অভিবাসীরা। এছাড়া যাদের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার আবেদন নাকচ হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধেও বহিষ্কারের আদেশ জারি হয়। তেমন লোকজনকে খুঁজে পেলেই গ্রেফতার করা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারের জন্যে। তাই সবাইকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। বরং সতর্ক থাকতে হবে। এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেই নিজের আইনজীবীকে ফোন করতে হবে। এছাড়া, আইসের এজেন্টের কোন কথার জবাব না দিয়ে বলতে হবে আইনজীবী ছাড়া আমি কথা বলবো না। এছাড়া যাদের গ্রিনকার্ড বা যারা ওয়ার্ক পারমিট পেয়েছেন তারা সবসময় তা সাথে রাখবেন। আর যারা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, কিন্তু ওয়ার্ক পারমিট পাননি, তারা আবেদনের রশিদটি সাথে রাখবেন। সেটিও আইসের অভিযান থেকে আপনাকে রক্ষা করতে সহায়ক হবে।
বাশার বলেন, একেত্রে যদি কারো বাসায় আইস (ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট) এর এজেন্ট আসে এবং দরজা নক করেন, তাহলে কখনোই দরজা খোলা উচিত হবে না। আইসের এজেন্ট যদি বহিষ্কারাদেশের নথিও দেখায়, তবুও দরজা খুলবেন না। তবে তারা যদি আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা দেখায় তাহলে ভিন্ন কথা। গ্রেফতারি পরোয়ানা ব্যতিত কোন বাসায় জোরপূর্বক প্রবেশের অধিকার কোন সংস্থারই নেই। এছাড়া যাদের রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন নাকচ হয়েছে এবং বহিষ্কারের আদেশ জারি হয়েছে, তারা এখন ঐ আবেদন পুনরুজ্জীবিত করতে পারবেন। কারণ বাংলাদেশের পরিস্থিতি পাল্টেছে। দেশে ফিরলেই প্রাণনাশের মারাত্মক হুমকি অথবা গ্রেফতার-নির্যাতনের প্রবল আশংকা তৈরী হয়েছে-এমন যুক্তির অবতারণা করে। মামলাটি যদি পুনরুজ্জীবিত হয় তাহলে ট্রাম্পের এই অভিযান থেকে নিজেকে রক্ষার একটি সুযোগ তৈরী হবে। বর্তমানের ভীতিকর পরিস্থিতির কারণে সপ্তাহে একদিন তিনি ফ্রি পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে নিজের অফিস খোলা রাখেন বলে জানালেন অ্যাটর্নি খায়রুল বাশার।
এই পরামর্শ সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সোসাইটি'র সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য দেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মো. নাজমুল হুদা, আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ। উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মহিউদ্দিন দেওয়ান, ভাইস প্রেসিডেন্ট কামরুজ্জামান কামরুল, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ, প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক হাসান জিলানী, নির্বাহী সদস্য জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী, সোসাইটির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, জ্যাকসন হাইটস এলাকা থেকে সিটি কাউন্সিল মেম্বার প্রার্থী শাহ শহিদুল হক সাঈদ, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, জ্যাকব মিল্টন, নীরা রাব্বানী প্রমুখ ছিলেন।

মেয়রের মামলা প্রত্যাহারে প্রসিকিউটরের পদত্যাগ

১ পৃষ্ঠার পর

অন্তর্বর্তীকালীন অ্যাটর্নি রিপাবলিকান ড্যানিয়েল স্যাসোন পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
বিচার বিভাগের একজন প্রবীণ কর্মকর্তা নিউইয়র্কের প্রসিকিউটরদের এরিক অ্যাডামসের বিরুদ্ধে মামলাটি প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেন। এর কয়েকদিন পরই ফেডারেল প্রসিকিউটর পদত্যাগ করেন। মেয়রের বিরুদ্ধে অবৈধ প্রতারণা, প্রভাব বিস্তারে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ আনা হয়েছিল।
ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এমিল বোভ এক মেমোতে বলেছেন যে, মামলাটি খারিজ করা উচিত যাতে ডেমোক্র্যাট মেয়র এরিক অ্যাডামস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন দমনে সহায়তা করতে পারেন। বিচার বিভাগের কর্মকর্তারা তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্য করার অনুরোধে কোন সাড়া দেননি। অ্যাডামসের আইনজীবী অ্যালেক্স স্পিরোও কোন মন্তব্য করেননি।

বিএনপি-জামায়াত প্রেমে রণভঙ্গ?

১ পৃষ্ঠার পর

ইসলামী ধীর গতিতে প্রশাসন ও দল গঠনে এগিয়ে যাচ্ছে। গত ৫৩ বছরের মধ্যে এ বারই দলটি পাওয়ার এক্সারসাইজের চূড়ান্ত সুবিধা ভোগ করছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল সেক্টরে তাদের এখন সরব উপস্থিতি। দলটিকে আরও গুছিয়ে তারা নির্বাচনের পক্ষে। কিন্তু বিএনপি যতদ্রুত সম্ভব নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চায়। তাদের ধারণা, এ বছর নির্বাচন হলে বিএনপির বিজয় সুনিশ্চিত। জাস্টিস ফিলে, জাস্টিন ফিনাই কনসেপ্টের উপর তারা জোর দিচ্ছে। নির্বাচনী ম্যাপ নিয়েই এই দু'দলের দূরত্ব বাড়ছে। নির্বাচন কমিশনের সাথে বিএনপির বৈঠকের ১ দিনের মাথায় জামায়াত নির্বাচন কমিশনের সাথে বৈঠকের ঘোষণা দিয়েছে।
১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার গঠন করে জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন নিয়ে। কিন্তু ২ বছর না যেতেই তাদের সম্পর্কে চিড় ধরে। কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে জামায়াত ও আওয়ামী লীগ যুগপৎ আন্দোলন শুরু করে। একাধিকবার জামায়াতের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আমীর মাওলানা নিজামী বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ও ১৫ দলীয় নেতাদের সাথে বৈঠক করেন। কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টির সমর্থনে সরকার গঠন করে। ভোটের রাজনীতিতে জামায়াতের ধস নামে। সংসদের মাত্র ৩টি আসনে জয়লাভ করে তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এই অভাবুনির পর আবার বিএনপির সাথে জামায়াতের সখ্যতা গড়ে ওঠে। গত ২৮টি বছর বিএনপি ও জামায়াত গাঁটছাড়া হয়ে রাজনীতি করেছে। আওয়ামী দু:শাসনের খড়গ নেমে এসেছে এই ২ শক্তির উপর। জামায়াতের সকল শীর্ষ নেতাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে আওয়ামী লীগ সরকার।
আবার ২৮ বছর পর এই দুটি রাজনৈতিক দল একে অপরের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে। ইতোমধ্যে তারা বাকযুদ্ধে লিপ্ত। তাদের সহযোগী দুটি সংগঠন ছাত্রদল ও ছাত্র শিবির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে মারমুখি।
বিএনপি ও জামায়াত প্রায়ই বিভিন্ন ইস্যুতে পাল্টাপাল্টি বক্তৃতা ও বিবৃতি দিচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার জামায়াতে ইসলামী কড়া ভাষায় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সমালোচনা করেছে। দলটির কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি এডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ এক বিবৃতিতে বলেছেন, রিজভী জামায়াতকে 'মোনাফেক' বলে যে বক্তব্য দিয়েছেন- তা জাতীয় ঐক্যবিরোধী এবং দুরভিসন্ধিমূলক।
মতিউর রহমান আকন্দ বলেন, রিজভী জামায়াতের বিরুদ্ধে এমন কথা উচ্চারণ করে আসলে কী অর্জন করতে চান, তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। ফ্যাসিবাদমুক্ত পরিবেশে দেশকে যখন ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা, সেই মুহূর্তে তার এই বক্তব্য জাতীয় ঐক্যবিরোধী এবং দুরভিসন্ধিমূলক। দেশবাসী মনে করে, এ ধরনের বক্তব্য সৌজন্যতা ও রাজনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত। তিনি বলেন, গত ১২ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার এক স্মরণ সভায় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী 'আমরা জামায়াতকে সমর্থন করিনি। বিএনপির উদারতার কারণে তারা বাংলাদেশে প্রথম রাজনীতি করার সুযোগ পায়। কিন্তু সব সময় এই দলটি মুনাফেকি করেছে। মুনাফেকি ছাড়া তারা কিছু করেনি।' আমরা তার এই বক্তব্যের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

জন্ম নাগরিকত্ব বাতিল আদেশ আটকে দিল আদালতে

১ পৃষ্ঠার পর

জজ জোসেফ এন ল্যাপলান্ট এই রায় দিয়েছেন। আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের দায়ের করা এক মামলায় দাবি করা হয়, 'ট্রাম্পের আদেশ সংবিধানকে লঙ্ঘন করছে এবং আমেরিকার সংবিধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মূল্যবোধকে পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।' ট্রাম্পের রিপাবলিকান প্রশাসন জোর দিয়ে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নন, এমন বাবা-মার সন্তানরা যুক্তরাষ্ট্রের 'এখতিয়ারের অধীন' নয়, তাই তারা নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকারী নয়। ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী, ১৯ ফেব্রুয়ারির পর যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া কোনো শিশুর মা-বাবার কেউই মার্কিন নাগরিক বা বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা না হলে সেই শিশুর নাগরিকত্বের স্বীকৃতি না দিতে মার্কিন সংস্থাগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০ জানুয়ারি ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম দিনেই এই আদেশে স্বাক্ষর করেছেন, যা তাঁর কঠোর অভিবাসন নীতির অংশ।
ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশকে সিয়াটলের বিচারপতি বাধা দেওয়ার পর ট্রাম্প প্রশাসন রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করেছে। তিনটি মামলার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সংবিধানের ১৪তম সংশোধনী যা যুক্তরাষ্ট্র ও সুপ্রিম কোর্টের ড্রেড স্কট বিষয়ক সিদ্ধান্তের পর ১৮৬৮ সালে অনুমোদিত হয়; সুপ্রিম কোর্টে রায় দেওয়া হয়েছিল, যেখানে দাস প্রথা নিষিদ্ধ, যুক্তরাষ্ট্রের এমন রাজ্যে বাস করা সত্ত্বেও স্কট নামের ক্রীতদাস তার স্বাধীনতা দেশের নাগরিক নয়।
১৮৯৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র বনাম ওং কিম আর্ক হিসেবে পরিচিত এক মামলায় যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট জানতে পারে, যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে জন্ম নেওয়ার পরেও যে শিশুরা স্বাভাবিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পায়নি তারা কূটনীতিকদের সন্তান, যাদের অন্য সরকারের প্রতি আনুগত্য রয়েছে, বিদেশীদের দখলদারির সময় যুক্তরাষ্ট্রে থাকা শত্রু, বিদেশি জাহাজে জন্ম নেওয়া শিশু ও সার্বভৌম নেটিভ আমেরিকান জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সন্তান।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থে আইনের শাসন অবজ্ঞা করছেন বলে অভিযোগ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের সিয়াটলের একজন ফেডারেল বিচারক। জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের অধিকার বাতিল করে ট্রাম্পের স্বাক্ষরিত নির্বাহী আদেশকে অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করেছেন তিনি।
মার্কিন ডিস্ট্রিক্ট বিচারক জন কফেনোর দুই সপ্তাহ আগে ট্রাম্পের ওই নির্বাহী আদেশকে সাময়িক স্থগিত করেছিলেন। এবার সেটিকে দেশজুড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষিদ্ধ করে একটি আদেশ জারি করেছেন তিনি।
রিপাবলিকান দলের সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান ১৯৮১ সালে জন কফেনোরকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। এই বিচারক বলেন, 'এটি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, আমাদের প্রেসিডেন্টের কাছে আইনের শাসন তাঁর নীতি বাস্তবায়নের পথে একটি বাধা ছাড়া আর কিছুই নয়। রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই হোক না কেন- ট্রাম্পের কাছে আইনের শাসন পাশ কাটিয়ে যাওয়া বা শুধু উপেক্ষা করা সাধারণ একটি বিষয়।'
গত ৬ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ট্রাম্প প্রশাসন ওই বিচারকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করতে যাচ্ছে বলে একটি নোটিশ দাখিল করে। তবে এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও হোয়াইট হাউস থেকে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া পাওয়া যায়নি। ডেমোক্রেটিক পার্টির অঙ্গরাজ্য ওয়াশিংটন, অ্যারিজোনা, ইলিনয় ও ওরেগনের কর্তৃপক্ষ এবং বেশ কয়েকজন গর্ভবতী নারীর মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারক এই আদেশ দিয়েছেন। এই আদেশ মামলাটিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মামলার বাদীদের যুক্তি, ট্রাম্পের ওই নির্বাহী আদেশ মার্কিন সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত একটি অধিকারের লঙ্ঘন। যেখানে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী যে কেউই দেশটির নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে।

বাংলাদেশে স্টারলিংক আনতে ইউনূস-ইলন মাস্ক আলোচনা

১ পৃষ্ঠার পর

উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। প্রধান উপদেষ্টার দফতরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এই তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, আলোচনার সময় বাংলাদেশ পক্ষে আরও উপস্থিত ছিলেন রোহিঙ্গা এবং অগ্রাধিকার ইস্যু বিষয়ক উচ্চ প্রতিনিধি ড. খলিলুর রহমান এবং এসডিজি বিষয়ক সমন্বয়কারী লামিয়া মোর্শেদ। অপরপক্ষে ছিলেন স্পেস এক্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট লরেন ড্রিয়ার এবং গ্লোবাল এনগেজমেন্ট এক্সিকিউটিভ রিচার্ড গ্রিফিথ।
আলোচনাকালে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস এবং ইলন মাস্ক স্টারলিঙ্ক স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের প্রভাব বিশেষ করে বাংলাদেশের যুব উদ্যোক্তা, গ্রামীণ এবং দুস্থ নারীদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন সাধনে প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। কীভাবে কম খরচে উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা বাংলাদেশে ডিজিটাল বিভাজন দূর করতে পারে। এই সেবা যেসব অঞ্চলে যোগাযোগ কম ওই সকল অঞ্চলে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে পিছিয়ে পড়া মানুষকে ক্ষমতায়ন করবে। এছাড়াও, লাখ লাখ ছোট ছোট উদ্যোক্তাকে সীমানার বাইরে যোগাযোগের সুযোগ দেবে।
প্রফেসর ইউনূস বলেন, স্টারলিঙ্ক কানেকটিভিটিতে যুক্ত হয়ে বাংলাদেশের অবকাঠামো একটা নতুন সুযোগের সৃষ্টি করবে। বৈশ্বিক ডিজিটাল অর্থনীতিতে এটা আরও নিবিড় সম্পৃক্ত করবে।
তিনি এও বলেন যে, মাস্কের সঙ্গে কাজ করে বাংলাদেশে এবং অবশিষ্ট দুনিয়ায় প্রযুক্তি নির্ভর সামাজিক ও অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্জন তার সম্ভাবনাকে পুরোপুরি উন্মোচন করবে।
প্রফেসর ইউনূস বলেন, গ্রামীন ব্যাংক এবং গ্রামীণ ফোন গ্রামীণ নারী এবং তরুণ জনগোষ্ঠীকে বিশ্বের কাছে সংযুক্ত করছে। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, তারা বৈশ্বিক নারী ও শিশু এবং বৈশ্বিক উদ্যোক্তা হবেন। ইলন মাস্ক গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণের মডেলের প্রশংসা করেন। টেসলা মটরসের প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্ক বলেন, তিনি গ্রামীণ ব্যাংক সম্পর্কে তিনি অনেক বছর আগে থেকেই জানেন। তিনি বিশ্বাস করেন, স্টারলিঙ্কের মতো উন্নত প্রযুক্তি আরও উদ্ভাবন, অর্থনীতিরও বিকাশ ঘটাবে। স্টার লিঙ্ক সার্ভিসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগের দিকে ইলন মাস্ককে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। এই আমন্ত্রণে মাস্ক ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন।

নির্বাচনী ট্রেনে বাংলাদেশ

১ পৃষ্ঠার পর

মনে করতে পারেন, কেবল বিএনপিই নির্বাচনের বিষয়ে বেশি জোড়জোড় করছে। আসলে তা নয়। ভেতরে ভেতরে সব দলই প্রস্তুতি নিচ্ছে। হিসেব করছে, কখন ভোট হলে কার বেশি লাভ।
বিএনপির নেতারা চলতি বছরের মাঝামাঝি নির্বাচনের কথা বললেও ডিসেম্বরকেই ডেডলাইন হিসেবে ধরে নিয়েছে। যে কারণে নির্বাচন প্রশ্নে চাপ বজায় রাখছে সরকারের ওপর। তাদের ধারণা, যতদ্রুত নির্বাচন হবে ততই দল ও দেশের জন্য মঙ্গল। অন্যদিকে অন্যতম গোছানোর রাজনৈতিক দল ধীরগতিতে চলার পক্ষপাতি। তারা কৌশলে দল গোছানোর পাশাপাশি প্রশাসনের ভেতরে তাদের আধিপত্য গড়ে তুলতে নজর রাখছে। তাদেরও যুক্তি, সংস্কারের পর নির্বাচনই মঙ্গল। কিন্তু নির্বাচন প্রশ্নে ধীরগতির মনোভাব থাকলেও ভেতরে ভেতরে ভোটে যুদ্ধের প্রস্তুতি সেরে ফেলছে। ইতোমধ্যেই জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে শতাধিক আসনে প্রার্থীতা চূড়ান্ত করেছে। ঐসব আসনে দলীয় প্রার্থীরা মানুষের মন ও আস্থা অর্জন করতে মাঠে নেমে পড়েছে। এর মধ্যে সিলেট বিভাগে ১৯টি, চট্টগ্রামের ১৬ আসনে, ফেনী-৩ (সোনাগাজী-দাগনভূঞা), বাগেরহাট আসন, পটুয়াখালীর চারটি, পিরোজপুরে তিনটি, ঠাকুরগাঁওয়ে তিনটি, শরীয়তপুরের তিনটি, নাটোরের চারটি, ফরিদপুরের সব আসনে, দিনাজপুরের ছয়টি, কিশোরগঞ্জে পাঁচটি, ঝিনাইদহের সব আসনে, চুয়াডাঙ্গা-১, সিরাজগঞ্জের পাঁচটি ও সুনামগঞ্জের পাঁচটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। জামায়াতের আমির অবশ্য বলেছেন, এটা প্রাথমিক তালিকা, চূড়ান্ত নয়।
বিএনপি বা অন্য কোনো দল প্রার্থী ঘোষণা করেনি। তবে বিএনপি দলীয় সূত্র জানিয়েছে, প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে তারা ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ ও ২০১৮-এ দলীয় প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের পাশাপাশি তরুণ প্রার্থীদের কথাও বিবেচনা করবেন। তবে নির্বাচনের আগে আন্দোলনের মিত্র দলগুলোর সঙ্গে বিএনপির আসন ভাগাভাগি কিংবা সমঝোতা হতে পারে বলেও মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। অন্যান্য ইসলামী দলগুলোকে কাছে টানার চেষ্টা করছে বিএনপি ও জামায়াত উভয়ই।
সরকারের কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষ আস্থা রাখতে পারছে না। বিশেষ করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের কথা বার্তা ও আচরণে মানুষ উদ্বিগ্ন। আইনশৃংখলা পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। সরকারও কখনো কঠোর আবার কখনো নিয়ন্ত্রনহীন। বিভিন্ন প্রেশার গ্রুপের কারণে সরকারকে দুর্বল সরকার বলে অভিহিত করছেন অনেকে। সিদ্ধান্ত নিতে ধীর গতি লক্ষনীয়। দেশের সিংহভাগ মানুষের মতামত নির্বাচনের পক্ষে। তাদের অভিমত নির্বাচন যত দ্রুত হবে ততই মঙ্গল। রাজনৈতিক সরকারই রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।

হাসিনা নিজেই হত্যার নির্দেশদাতা

১ পৃষ্ঠার পর

নির্দেশ। গত বুধবার স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় বিকেল ২টা ৩০ মিনিট) জাতিসংঘ মানবাধিকার কার্যালয় জেনেভার প্যালেস দেস নেশনে সংবাদ সম্মেলন করে তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।
অন্তর্বর্তী সরকারের আমন্ত্রণে ওএইচসিএইচআর স্বাধীনভাবে এ তদন্ত করেছে। প্রতিবেদনে গত জুলাই-আগস্ট মাসে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দ্বারা সংগঠিত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্বিচারে গ্রেপ্তার, নির্যাতন এবং অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের মতো ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা উঠে এসেছে। এসব ঘটনায় আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী, সংগঠন এবং বিভিন্ন নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা জড়িত ছিল বলে প্রতিবেদনটিতে তুলে ধরা হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তৎকালীন সরকার এবং নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থা, আওয়ামী লীগ, এর সহিংস গোষ্ঠী ও সংগঠন যোগসাজশে পরিকল্পিতভাবে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িত ছিল। যার মধ্যে রয়েছে কয়েকশ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, হাজার হাজার বিক্ষোভকারীকে গুরুতরভাবে শারীরিক নিপীড়ন ও বলপ্রয়োগ, ব্যাপক হারে নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও আটক এবং নির্যাতনসহ অন্যান্য ধরনের নিপীড়ন। ওএইচসিএইচআর যুক্তিসংগত কারণে বিশ্বাস করে যে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং নিরাপত্তা সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পরিকল্পনা, সমন্বয় এবং নির্দেশনায় এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো ঘটেছিল।
প্রতিবেদনের আরেকটি অংশে বলা হয়েছে, ওএইচসিএইচআরের অনুমান, বিক্ষোভ চলাকালে প্রায় ১ হাজার ৪০০ জন নিহত হয়েছেন, যাদের বেশির ভাগই মিলিটারি রাইফেল এবং প্রাণঘাতী মেটাল প্যালেটস্ লোড করা শটগানে নিহত হয়েছেন। এই ধরনের শটগান সাধারণত বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী ব্যবহার করে থাকে। বিক্ষোভে কয়েক হাজার মানুষ গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন, কেউ কেউ স্থায়ীভাবে আজীবনের জন্য কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন।
এতে বলা হয়, পুলিশ এবং র‍্যাবের তথ্য অনুযায়ী, ১১ হাজার ৭০০ জনেরও বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার এবং আটক করা হয়েছিল। নিহতদের মধ্যে ১২-১৩ শতাংশ শিশু বলে জানা গেছে। পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী শিশুদের টার্গেট করে হত্যা করেছে, ইচ্ছাকৃতভাবে পঙ্গু করেছে, নির্বিচারে গ্রেপ্তার, অমানবিকভাবে আটক-নির্যাতন এবং অন্যান্য ধরনের নিপীড়ন করেছে। বিশেষ করে, শুরুর দিকে বিক্ষোভের সম্মুখসারিতে থাকা নারীদের ওপর নিরাপত্তা বাহিনী এবং আওয়ামী লীগ সমর্থকেরা মারাত্মকভাবে আক্রমণ করেছে। নারীরা যৌন ও লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন, যার মধ্যে ছিল লিঙ্গ-ভিত্তিক শারীরিক সহিংসতা ও ধর্ষণের হুমকি। কয়েকটি ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, আওয়ামী লীগ সমর্থকদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের ঘটনাও ঘটেছে।
ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য এবং ছবি ও ভিডিও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, ওএইচসিএইচআর নিশ্চিত হয় যে, বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র আওয়ামী লীগ সমর্থকদের একটি সম্প্রসারিত দল পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে বা ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কাজ করেছিল। তারা বিক্ষোভ দমনের জন্য সরকারের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে ব্যাপকভাবে বেআইনি সহিংসতায় লিপ্ত হয়েছিল।
এতে বলা হয়েছে, অনেক অভিযানে, বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশের সহিংস প্রচেষ্টাকে সাহায্য করতে অভিযান শুরুর আগেই সশস্ত্র আওয়ামী লীগ সমর্থকেরা পুলিশের সঙ্গে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল অথবা পুলিশ কর্ডনের পেছনে থেকে আক্রমণে অংশ নিয়েছিল। পুলিশের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ সমর্থকরাও লোকজনকে থামিয়ে তল্লাশি চালিয়েছিল, বিক্ষোভকারীদের আটক করেছিল এবং সংগঠিত ও পূর্বপরিকল্পিতভাবে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছিল।
প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ পুলিশ ওএইচসিএইচআর-কে পুলিশ সদস্য, আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনের ৯৫ জন সদস্যের নাম এবং তাঁদের ভূমিকা কী ছিল তার বিস্তারিত সরবরাহ করেছে। পুলিশের মতে, এই ব্যক্তিরাই বিক্ষোভের সময় সহিংস হামলায় ব্যবহারের জন্য নাগরিকদের অস্ত্র সরবরাহ করেছিল। অস্ত্র সরবরাহ যাদের করা হয়েছিল তাদের মধ্যে ১০ জন তৎকালীন সংসদ সদস্য, ১৪ জন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা, ১৬ জন যুবলীগ নেতা, ১৬ জন ছাত্রলীগ নেতা এবং সাতজন পুলিশ সদস্য।
গত ১৮ জুলাই সন্ধ্যায়, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি 'কোর কমিটি'র বৈঠক হয়, যেখানে পুলিশ, র‍্যাব এবং বিজিবি প্রধান ও গোয়েন্দা কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই বৈঠকে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সামনে বিজিবি কমান্ডারকে আরও দ্রুত প্রাণঘাতি শক্তি প্রয়োগের নির্দেশ দেন।
ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাক্ষ্য থেকে আরও জানা যায় যে, এর পরদিন অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নিজেই নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তাদের বিক্ষোভ দমনের জন্য বিক্ষোভকারীদের হত্যা করতে বলেছিলেন এবং বিশেষভাবে "বিক্ষোভের মূল হোতা", "গণ্ডগোল সৃষ্টিকারী"দের গ্রেপ্তার, হত্যা এবং হত্যার পর লাশ লুকিয়ে রাখার' নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'প্রতিবেদন তৈরিতে যেই অনুসন্ধানকারীরা কাজ করেছেন তাঁদের বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা করেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'পূর্ববর্তী সরকারের পতনের পর, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা শুরু করেছে। সরকার বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) এবং নিয়মিত আদালতে সে সময়কার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।'
তবে সরকারের এই প্রচেষ্টা বিভিন্ন মাত্রায় বাধাগ্রস্ত হয়েছে উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং বিচার বিভাগে বিদ্যমান কাঠামোগত ত্রুটির কারণে এই প্রচেষ্টার কার্যকারিতা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে চলা পুলিশি অসদাচরণ, যেমন গণহারে মামলা দিয়ে ভিত্তিহীন অভিযোগ দায়ের, অভিযোগের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও স্বপদে বহাল থাকা কয়েকজন কর্মকর্তার ক্রমাগত ভয় দেখানো, প্রমাণে কারসাজি সেইসঙ্গে আইসিটি এবং নিয়মিত আদালত সম্পর্কিত অন্যান্য যথাযথ প্রক্রিয়াগত জটিলতা।'
জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের প্রতিবেদনকে স্বাগত জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস আইনের শাসন সমুন্নত রাখতে সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি পুলিশ, প্রসিকিউটর এবং বিচারকসহ বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে আইনের শাসন সমুন্নত রাখার জন্য কাজ করার আহ্বান জানান।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আমি অন্তর্বর্তী সরকারে কর্মরত সব ব্যক্তি এবং কোটি কোটি নাগরিককে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশকে এমন একটি দেশে রূপান্তরিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যেখানে সব মানুষ নিরাপত্তা ও মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করতে পারবে।'
'এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনার শাসনামলে কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং বিচার খাতে 'কাঠামোগত দুর্বলতা' তৈরি হয়েছে। আমরা এমন একটি সমাজ গড়তে চাই যেখানে সব মানুষ নিরাপত্তা ও মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করতে পারে, এ জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত সকলকে আহ্বান জানাই, আপনারা ন্যায়বিচার, আইন এবং বাংলাদেশের জনগণের অধিকার সমুন্নত রাখুন। যারা আইন ভঙ্গ করেছেন এবং মানুষের মানবিক ও নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন করেছেন তাঁদের জবাবদিহির আওতায় নিয়ে আসুন,' যোগ করেন প্রধান উপদেষ্টা।

Bangladeshi American Postal Employee's Association USA Inc
বাংলাদেশী আমেরিকান পোষ্টাল এ্যামপ্লয়িজ এসোসিয়েশন ইউ.এস.এ.ইনক

A Non Profit Organization, EST : 2022

অভিষেক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

১৬ই ফেব্রুয়ারি, রবিবার, ২০২৫ সময়: সন্ধ্যা ৬ টা

স্থান: সানাই রেস্টুরেন্ট এন্ড পার্টি হল, ৩৭-৪৩ ৭৪ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস্, নিউইয়র্ক, ১১৩৭২

প্রধান অতিথি

শাহ্ নেওয়াজ এমবিএ
প্রেসিডেন্ট ও সিইও
গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার

গেস্ট অব অনার

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক্

এটর্নী মঈন চৌধুরী
এটর্নী অ্যাট ল, ডিরেক্টর
আমেরিকান ইন্টা. বার এসোসিয়েশন

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক্

আঃ রহিম হাওলাদার
প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক্

জনাব হুমায়ুন কবীর
পোষ্ট মাস্টার

ড. রুমা চৌধুরী
বায়ো কেমিস্ট্রি ফেলোশিপ (পি এইচ ডি)
প্রফেসর, NYU, St Francis College & CUNY

সম্মানিত সদস্য আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কার্যকরি কমিটি ২০২৫-২০২৬ ইং এর অভিষেক ও সাংকৃতিক অনুষ্ঠান আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি আপনার পরিবারসহ আন্তরিক ভাবে আমন্ত্রিত।

সঙ্গীত পরিবেশনায়
শশী
ও
প্লামী গোপ

আমন্ত্রনে

মো: ফারুক হোসেন মজুমদার
সভাপতি
৩৪৭-৮৬১-৯২০১

মু: এন আলম মিনা
সাধারণ সম্পাদক
৬৪৬-৩৫৫-৫০১৪

কার্যকরি কমিটি ২০২৫-২০২৬

সানি গোপ, মতি লাল দাস, মো: বাবুল হোসেন, সাজ্জাদ হোসেন, মো: আমানুল ইসলাম, আসমা জাহান, শফিকুল ইসলাম, লোকমান ইসলাম, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, প্রসান্ত সাহা, এমডি মহিউদ্দন, সাউদ এ আকাশ, উত্তম সমাদ্দার, নিসান রহিম, মো: কামাল, শিউলী মন্ডল, হাসান মাহমুদ, সাকেব আহমেদ, মিতালী সিনহা ও কোহিনুর ফিরোজী।

প্রচারে: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, প্রচার সম্পাদক

BUY - SALE - RENT

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS REALTY

List your House with me
I will Sell within a short time
বাড়ী দ্রুত ক্রয়- বিক্রয় ও
ভাড়ার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন

MOHAMMED SALIM
Licensed Real Estate Salesperson
(917) 691-7721
(347) 846-1200
EACH OFFICE IS INDEPENDENTLY OWNED AND OPERATED

75-35 31ST AVENUE, SUITE 202
JACKSON HEIGHTS, NY 11370

msalim@kw.com
msalim.kw.com

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির প্রস্তুতি ম্যাচ কবে কখন

৫২ পৃষ্ঠার পর

আফগানিস্তান ও নিউজিল্যান্ড। পিসিবির পক্ষ থেকে পাকিস্তান শাহিনস নামের তিনটি ভিন্ন দল গঠন করা হয়েছে প্রস্তুতি ম্যাচগুলোর জন্য। সবাই একটি করে ম্যাচ খেললেও আফগানরা খেলবে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ।

১৪ ফেব্রুয়ারি লাহোরে প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান শাহিনস ও আফগানিস্তান। ১৬ ফেব্রুয়ারি করাচিতে মাঠে নামবে নিউজিল্যান্ড ও আফগানিস্তান। ১৭ ফেব্রুয়ারি করাচিতে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান শাহিনস ও দক্ষিণ আফ্রিকা। একই দিনে দুবাইতে পাকিস্তান শাহিনসের আরেকটি একাদশের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ।

১৯ ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। ২০ ফেব্রুয়ারি দুবাইতে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে নিজেদের যাত্রা শুরু করবে বাংলাদেশ।

একুশে পদক নারী ফুটবল দলের কয়জন পাবেন?

৫২ পৃষ্ঠার পর

তালিকা দিয়েছিল। তবে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় শুধু ফাইনালে যারা খেলেছেন তাদের পদক দিতে চাইছে। মানে ১১জন। মাঝে আমরা বাফুফে থেকে আবারও সব খেলার তথ্য উপাত্ত নিয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি। কারণ আন্তর্জাতিক নিয়মে সাফে পুরো একটি দলে ৩২ জন ছিল। সাফের শিরোপা জয়ে সবার অবদান রয়েছে। শুধু ১১ জনকে দিলে তা ঠিক হবে না। এখন দেখা যাক তারা কী অনুমোদন করে।'

জাতীয় নারী দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন অবশ্য এ নিয়ে তেমন কিছু বলতে চাননি, 'আসলে আমাদের কাছে একুশে পদক নিয়ে কেউ কিছু জানতে চায়নি। কিংবা কেউ কিছু বলেনি। তাই এ নিয়ে কিছু বলতে চাই না। আগে জানুক। তারপর হয়তো বলতে পারবো।' তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সংশ্লিষ্ট একজন বলেছেন, 'অন্যের জন্য মেয়েরা সাবেক একা কিন্তু পদক নিতে চাননি। পুরো টিমের জন্য চেয়েছেন। তা সরকার রাজিও হয়েছে। আমার মনে হয় নারী দলের বড় বড় হলে অন্তত কোচ ও খেলোয়াড়দের কথা পদকের জন্য চিন্তা করাই যায়।'

ভালোবাসা দিবসে শতাধিক নাটক

৪৬ পৃষ্ঠার পর

তানজিম সাইয়ারা তটিনী অভিনীত নাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে 'দূর থেকে ভালোবাসি', 'তোমায় পাব কি?', 'কত যে আপন' ইত্যাদি।

সামিরা খান মাহির উল্লেখযোগ্য নাটক হলো 'প্রশ্ন করো না' ও 'সত্য মিথ্যার প্রেম'। কেয়া পায়েল অভিনীত নাটকের মধ্যে রয়েছে 'পুষ্প', 'ভালোবাসি আজ কাল', 'বাজি' প্রভৃতি। এছাড়া আরও রয়েছে আইশা খান অভিনীত নাটক 'লাস্ট ইন লাভ', সাফা কবির অভিনীত 'হ্যাপা', নাদিয়া আহমেদের 'সাইজু', আরশ খানের 'শিক্ষানবিশ প্রেম', 'আছি তোমার পাশে'।

ফারিন খান অভিনীত 'প্রথম প্রেমের গল্প', সোহেল মণ্ডলের 'সন্ধ্যামালতী'সহ আরও শতাধিক নাটক দেখা যাবে ভ্যালেন্টাইনের আয়োজনে।

বিশেষ নাটক 'লেডিস পারফিউম': শোবিজের দর্শকনন্দিত অভিনেতা মোশাররফ করিম। ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত অসংখ্য নাটকে অভিনয় করে দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। শুধু নাটক নয়, অভিনয় দক্ষতায় মাতান বড় পর্দাও। একের পর এক চরিত্রে নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টার কোনো কমতি রাখেন না এই অভিনেতা।

অন্যদিকে বর্তমান সময়ে ছোট পর্দার প্রিয় মুখ জান্নাতুল সুমাইয়া হিমি। নতুন নতুন কাজ দিয়ে বরাবরই দর্শকদের প্রশংসা পাচ্ছেন। এবার এই দুই প্রিয় মুখকে একসঙ্গে দেখা যাবে ভালোবাসা দিবসের বিশেষ নাটক 'লেডিস পারফিউম'এ।

অফিসে পৌঁছেই বসকে খুশি দেখে আতকে ওঠে আরিফ! সঙ্গে সঙ্গেই কল্পনায় স্ত্রী মিতুর রুদ্র মূর্তিটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার। কারণ, নতুন কন্ট্রাক্টের খবর এখনই বস এসে তাকে জড়িয়ে ধরবেন আর তার জের তার সংসার জীবনে গিয়েও পৌঁছাতে হবে।

বসের স্ত্রীর ধারণা তার স্বামী বেশ এট্রাকটিভ তাই কোন মেয়ে মানুষ যেন তার স্বামীর প্রতি আকর্ষিত না হয়, সে জন্য প্রতিদিন তার বডিতে লেডিস পারফিউম মেরে দেয়। সুতরাং বস যখন আরিফকে জড়িয়ে ধরেন সে গন্ধটা তার বডিতে লেগে থাকে। এই নিয়ে কয়েক দিন মিতুর সাথে ঝামেলা ও হয়েছে তার। তাই ছুটি শেষে বাড়ি পৌঁছানোর আগেই আরিফ প্রখর রোদে অনেকটা ঠোঁট ঘেমে নেয়। এমনকি রাস্তার পাশের ময়লা ডাস্টবিনের কাছে দাঁড়ায়। অতঃপর রাস্তার লোককে দাঁড় করিয়ে তার শরীরের গন্ধ শুকায়। আর এখানেই এগিয়ে যায় নাটকের গল্প।

ভালোবাসা দিবসকে সামনে রেখে জুয়েল এলিনের রচনায় নাটকটি পরিচালনা করেছেন সোহেল হাসান। নাটকটি ১৩ ফেব্রুয়ারি রাত ৮টায় বেসরকারি টেলিভিশন আরটিভিতে প্রচারিত হয়েছে।

আল্লাহ মজলুমের দোয়া ফিরিয়ে দেন না

২৫ পৃষ্ঠার পর

ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) যখন মুয়াজ (রা.)-কে ইয়েমেনে পাঠান এবং তাকে বলেন, মজলুমের ফরিয়াদকে ভয় করবে। কেননা, তার ফরিয়াদ ও আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৪৪৮)

এ ছাড়া একাধিক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, জুলুমের অন্যায়তার সুস্পষ্ট বর্ণনা। জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, তোমরা অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকো। কেননা অত্যাচার কিয়ামতের দিন গভীর অন্ধকাররূপে আসবে। তোমরা কৃপণতা পরিহার করো। কেননা এই কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে এবং তাদের পরস্পরের রক্তপাত করতে এবং তাদের প্রতি হারামসমূহকে হালালরূপে গ্রহণ করতে উদ্যত করেছে। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস : ৪৯০)

(২) মুসাফিরের দোয়া। দৈনন্দিন জীবনে নানা উদ্দেশ্যে মুসাফির সফর করে। জীবিকা, উচ্চশিক্ষা ইত্যাদি। তবে যাই হোক সফরে রয়েছে কষ্ট-ক্লেশ, অনাহার আর অনিদ্রা। এ জন্য সফর শেষে দ্রুত আবাসস্থলে ফিরে আসার নির্দেশ রয়েছে হাদিসে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) ইরশাদ করেন, সফর আজাবের অংশবিশেষ। তা তোমাদের যথাসময় পানাহার ও নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায়। কাজেই সবাই যেন নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে অবিলম্বে আপন পরিজনের কাছে ফিরে যায়। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৮০৪)

সফরের নানা কষ্টের দিকে লক্ষ করে বিধি-বিধানেও এসেছে সহজতা। চার রাকাত নামাজ দুই রাকাত, কোরবানি না করার অনুমতি ইত্যাদি। পাশাপাশি আছে মুসাফিরের দোয়া কবুলের বিশেষ সুসংবাদও। তাই সফর অবস্থায় বেশি বেশি দোয়া করা উচিত।

(৩) সন্তানের জন্য মা-বাবার দোয়া। মা-বাবা হলেন পৃথিবীতে আল্লাহ প্রদত্ত এক অমূল্য সম্পদ। মা-বাবা ছাড়া পৃথিবী শূন্যতায় ভরপুর। সন্তানের জন্য মা-বাবা হলো বৃষ্টিতে ছাতা আর রোদে বৃক্ষের ছায়া মতো। মা-বাবার সঙ্গে সদাচরণ নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'তোমার রব আদেশ করেছেন যে তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে।' (সুরা : বনি ইসরাঈল, হাদিস : ২৩)

মানুষ শেষ বয়সে শিশুসুলভ আচরণ করে। তাই অনেক সময় সন্তানরা তাদের আচরণে বিরক্তি প্রকাশ করে। আয়াতের পরবর্তী অংশে মা-বাবার এমন আচরণে বিরক্তি প্রকাশ না করে সদাচারী হওয়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমার বর্তমানে তাদের একজন বা উভয়েই বার্ধক্যে পৌঁছে যায়, তবে তাদের উফ পর্যন্ত বলবে না এবং তাদের ধমক দেবে না, বরং তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলবে।' (সুরা : বনি ইসরাঈল, হাদিস : ২৩)

যদি কোনো সন্তান কোরআনের এ নির্দেশ মেনে চলে তাহলে সে অবশ্যই মাতা-পিতার নেক দোয়া পাবে।

শবেবরাতের গুরুত্বপূর্ণ ৪ আমল

২৫ পৃষ্ঠার পর

এ জন্যই ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) তার প্রসিদ্ধ হাদিসে রচিত কিতাব 'কিতাবুস সহিহ'-এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

ফজিলতপূর্ণ এই রাতের আমলের ব্যাপারে হাদিসের যেসব নির্দেশনা-ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা সবই ব্যক্তিগত নফল ইবাদত। তাই আমাদের উচিত মনগড়া ইবাদত-আমল পরিহার করে যথাসম্ভব রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে বেশি বেশি নফল নামাজ, কোরআন তিলাওয়াত, তাওবা-ইস্তিগফার ও জিকির-আজকারে মশগুল থাকা।

১. নফল নামাজ পড়া

বেশি বেশি নফল নামাজ ও দীর্ঘ ইবাদত প্রসঙ্গে আম্মাজান আয়েশা (রা.) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) রাতে নামাজে দাঁড়ান এবং এত দীর্ঘ সিজদা করেন যে আমার ধারণা হলো তিনি হয়তো মৃত্যুবরণ করেছেন।

আমি তখন উঠে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়া দিলাম। তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নড়ল। যখন তিনি সিজদা থেকে উঠলেন এবং নামাজ শেষ করলেন তখন আমাকে লক্ষ করে বললেন, হে আয়েশা, তোমার কি এই আশঙ্কা হয়েছে যে আল্লাহর রাসুল তোমার হক নষ্ট করবেন? আমি জবাবে বললাম, না, হে আল্লাহর রাসুল, আপনার দীর্ঘ সিজদা থেকে আমার এই আশঙ্কা হয়েছিল, আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন। নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো এটা কোন রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভালো জানেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, 'এটা হলো অর্ধ শাবানের রাত (শাবানের ১৪ তারিখের দিবাগত রাত)। আল্লাহ তাআলা অর্ধ শাবানের রাতে তাঁর বান্দার প্রতি মনোযোগ দেন এবং ক্ষমাপ্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং অনুগ্রহ প্রার্থীদের অনুগ্রহ করেন আর বিদ্বেষ পোষণকারীদের ছেড়ে দেন তাদের অবস্থায়।' (শুআবুল ঈমান, হাদিস : ৩৫৫৪)

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে নফল নামাজে দীর্ঘ কিরাত পড়া এবং লম্বা সিজদা করা এ রাতের বিশেষ একটি আমল।

২. তাওবা-ইস্তিগফার

এই রাতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হচ্ছে বেশি বেশি তাওবা-ইস্তিগফার করা। কারণ বরকতময় এই রাতে আল্লাহ তাআলা প্রথম আকাশে নেমে বান্দাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন। তাদের গুনাহ মাফ করেন। এই মর্মে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন অর্ধ শাবানের রাত আগমন করে তখন আল্লাহ তাআলা প্রথম আকাশে অবস্থান করেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষপোষণকারী ছাড়া অন্যদের ক্ষমা করে দেন। (সুনানে বাজ্জার, হাদিস : ৮০)

তাই সংকটময় পরিস্থিতিতে এই রাতে আমাদের আল্লাহর দিকে মনোযোগী হওয়া, আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং করোনাভাইরাস থেকে হেফাজতের দোয়া করা উচিত।

৩. কোরআন তিলাওয়াত

নফল নামাজ, দোয়া ও ইস্তিগফারের পাশাপাশি এই রাতে আমরা কোরআন তিলাওয়াতের আমলটি গুরুত্বের সঙ্গে করতে পারি। নাওয়াস ইবনে সিমআন (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার কিছু পরিবারবর্গ আছে। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, তারা কারা? জবাবে তিনি বলেন, যারা কোরআন বেশি বেশি তিলাওয়াত করে তারা হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার পরিবারবর্গ। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২১৫)

৪. পরের দিন রোজা রাখা

এ প্রসঙ্গে আলী (রা.) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ১৫ শাবানের রাত (১৪ তারিখ দিবাগত রাত) যখন আসে তখন তোমরা এ রাতটি ইবাদত-বন্দেগিতে কাটাও এবং দিনের বেলা রোজা রাখো। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৩৮৮)

এই বর্ণনাটির সনদ দুর্বল হলেও তা গ্রহণযোগ্য। হাদিস বিশারদদের মতে, ফজিলতপূর্ণ বিষয়ে জয়িফ হাদিস আমলযোগ্য। তা ছাড়া শাবান মাসে বেশি বেশি নফল রোজা রাখার কথা সহিহ হাদিসে এসেছে এবং আইয়ামে বীজ অর্থাৎ প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা রাখার বিষয়টিও সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

তাই আসুন, বিশুদ্ধ আমলের মাধ্যমে এ রাতের ফজিলত, বরকত ও মাগফিরাত অর্জনে সচেষ্ট হই। সব ধরনের বিদআত বর্জন করি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এ রাতে সব ধরনের কল্যাণ দান করুন। আমিন।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

সাপ্তাহিক আজকাল
বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা
বাসা ভাড়া/রুম ভাড়া/রুমমেট চাই: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ২৫ ডলার
পাত্র/ পাত্রী চাই: এক সপ্তাহ ২০ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩৫ ডলার
লোক আবশ্যক: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
বেবি সিটার: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
ড্রাইভার: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
আপনি আমাদের অফিসে এসে বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন। আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা ফোন, ইমেইল, ফ্যাক্সেও বিজ্ঞাপন নেই। ফোন-ইমেইল-ফ্যাক্সে বিজ্ঞাপন দিলে আপনার ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের নাম্বার এবং এক্সপাইরেশন ডেট দিতে হবে। আমাদের পেপার শুক্রবারে ছাপা হয়। আমরা সারা সপ্তাহব্যাপী বিজ্ঞাপন নেই। আমাদেরকে বিজ্ঞাপন দেবার শেষ সময় বৃহস্পতিবার রাত ১০টা।
Email: ajkalnews@gmail.com
যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন >> ৬৪৬-২৬৭-৭৭৫১ | ৯১৭-৫১৯-১১৫১

ব্যাথার যন্ত্রনায় ভুগছেন ? আর কোন চিন্তা নয়!

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রেই আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফিজিক্যাল থেরাপির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান!

প্লাস ফিজিক্যাল থেরাপি পিসি

PLUS PHYSICAL THERAPY PC

40-16 74th street Elmhurst, NY 11373

আমরা অভিজ্ঞ মহিলা থেরাপিস্ট দ্বারা যত্নসহকারে মহিলা এবং পুরুষ রোগীদের ১০০ শতাংশ সেবা দিয়ে থাকি।

যে কোন ধরনের ব্যাথা নিরাময়ের জন্য আমাদের এখানে এসে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাময় বোধ করুন।

বিস্তারিত জানতে কল করুন

তাহেরা রহমান : ৬৪৬-৮৭২-৯৭৬৮

SECI

Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable

বিনা খরচে বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

রবিবার জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা ও ব্রঙ্কস শাখা খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনা
- আমরা ৩০ বছর যাবত আপনাদের সেবা দিয়ে যাচ্ছি

ঘরে বসে টাকা পাঠতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ - ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জে এর মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রেরণ করুন
দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশীদার হোন

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগা করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-882-1081	JAMAICA 374-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845
	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590	

আমাদের সার্ভিস নিন -আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSE IS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, IF-------

মিনা বাজার MINA BAZ
SUPERMARKET & FRESH ZABIHA HALAL MEAT • FISH • FRUITS &
7110 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372 718-639
RUHU 3KG $14.99 EACH 2 FOR $25.00
RUHU 4KG $18.99 EACH
MRIGAL 3KG $19.99 EACH
MRIGAL 4KG $26.99 EACH
PUNGASH 2KG $3.49 LB
KATLA 4KG $2.99 LB
KATLA 5KG $3.29 LB
MAGUR $3.99 LB
MAZOLA OIL Veg. & Canola $10.99 96 OZ
MAZOLA Corn Oil $14.99 LB
MILK REGULAR $3.99 EACH
KACHUR LATI 3 FOR $5.00
NAWBAB Parboiled Basmati Rice $17.99 20 LB
MASOOR DAL $4.99 4 LB
MINA BAZAAR
GOLDEN TEMPLE ATTA $14.99 20 LB
RED COW Full Cream Milk Powder $22.99 2.5 KG
RESHME Parboiled Basmati Rice $20.99 20 LB
3 KHAN'S Extra Long Grain Parboiled Rice $19.99 20 LB
KRISHAK Parboiled Basmati Rice $18.99 20 LB
CANADIAN ONION $4.99 10 LB

ZAAR
HMS HALAL
HALAL MONITORING SERVICES
CERTIFIED AND MONITORED
& VEGETABLES
-6462
WINTER Special Sale
DEC. 13, 2024 - MAR 31, 2025
বিশেষ মূল্যহ্রাস
KORAL 6KG $5.49 LB
KORAL 1KG $3.99 LB
SHOLE 1KG UP $4.49 LB
KASKI 3 FOR $3.99
SHARPUTI $2.49 LB
HILSHA 3FOR $24.99 PACK
HILSHA $20.99 1000 - 1200 EACH
1200 - 1500 UP $9.99 LB
CARNATION MILK $1.49 EACH
MAGNOLIA MILK $1.49 EACH
Kawan PARATHA $8.49 EACH
Jhatpot PARATHA $5.99 EACH
Nawbab PARATHA $5.99 EACH
DELTA RICE $33.99 50 LB
VEG. OIL $29.99 32.5 LB
CANOLA OIL $29.99 32.5 LB
CORN OIL $35.99 32.5 LB
SAFI Special Basmati Rice $22.99 20 LB
SHAHI Chinigura Rice $14.99 10 LB
LAXMI Mustard Oil $14.99 5 LB
WAGH BAKRI Premium Tea $9.49 2 LB
PREMIUM TOWEL Kirkland Signature $23.99

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
হোম
সর্বোচ্চ পেমে
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট সহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে সহায়তা করা হয়।
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
• Salary & Benefits
• Weekly Payments
• Direct Deposit
Please C
Shah
Presiden
646-5
আমাদের নিজস্ব PCA ও HHA ট্রেনি
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. O
170-18A Hillsid
Jamaica, NY 1
Ph: 718-530-1
Fax: 917-396-
Email: info@goldenagehomecare.c

কেয়ার
ন্টের নিশ্চয়তা
A AND CDPAP SERVICE
সর্বাধিক জনপ্রিয়
ম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
ontact
Nawaz MBA
t & CEO
591-8396
ং স্কুল আছে
FFICE
e Ave
1432
820
4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115
We Hire And Train HHA/PCA Certificate Holder AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট সহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
om | www.goldenagehomecare.com

বাসায় অর্ধগলিত বাংলাদেশির মরদেহ

৩ পৃষ্ঠার পর

উত্তম কুমারের এক বোনের মেয়ে থাকেন ফ্লোরিডায় কিন্তু তারাও কেউ উত্তম কুমারের সন্ধান কোনদিন পাননি। আদিত্য কুমার জানিয়েছেন, তিনি বারবার চেষ্টা করেছেন উত্তম কুমারের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু তাকে কোথাও পাওয়া যায়নি। তবে উত্তম কুমার মরে গিয়ে নিজের সন্ধান জানালেন সবাইকে। তাতে ভূমিকা রাখে নিউইয়র্ক পুলিশ, মরদেহ শনাক্তকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা গ্যাংগ্রাম উইলিয়ামসহ আরো অনেকে। কিসের ক্ষোভ ও কষ্টে তিনি পুড়ছিলেন তা কেউ জানতে পারেননি। কেউ কেউ ধারণা করছেন, প্রেম ভালবাসা থেকেই তার একাকিত্বময় এক জীবন শুরু। নিউইয়র্ক পুলিশ তার ফ্লাশিংয়ের বাসায় প্রতিবেশীদের দেওয়া তথ্য মতে খোঁজ করতে গিয়ে দেখতে পায় বাথরুমে তার অর্ধগলিত মরদেহ পড়ে আছে। মর্গের লোকেরা তা উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ছিল না কোন ঠিকানা। প্রতিবেশীরা বাসা থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে তা জানিয়ে পুলিশকে ফোন করলে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে। পুলিশকে ভবনের সুপার নাম জানিয়ে ছিল- তার নাম উত্তম কুমার। নিউইয়র্ক পুলিশ যোগাযোগ করে নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনসাল জেনারেলের অফিসে। আমরা যোগাযোগ করি কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা, ডেপুটি কনসাল জেনারেল মো: আনিসুজ্জামান, ফার্স্ট সেক্রেটারি ঈশরাত জাহান, সাংবাদিক সোহেল মাহমুদ, ড্রামের অর্গানাইজিং ডিরেক্টর কাজী ফৌজিয়ার সাথে। সোহেল মাহমুদের একটি ভিডিও দেখে যোগাযোগ করেন আদিত্য কুমার মজুমদার। তারপর উত্তম কুমারের পারিবারিক পরিচয় প্রকাশ হয়ে যায়। আদিত্য কুমার মজুমদার আজকালকে জানান, তিনি গত মঙ্গলবার কনসাল জেনারেলের অফিসে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলে এসেছেন। উত্তম কুমারের নিজের কেনা একটি এপার্টমেন্টের বাথরুমে লাশ হয়ে হয়ে পড়েছিলেন। ১৫০-৪০, ৭১ অ্যাভিনিউ ফ্লাশিংয়ের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে তিনি একাই বসবাস করতেন। বিয়ে কেন করেননি তাও জানেন না আদিত্য কুমার। মৃত্যুর পর তার লাশ ৯ দিনের বেশি বাথরুমে পড়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। উত্তম কুমারের জেঠাতো ভাই আদিত্য কুমার জানিয়েছেন, আজ শুক্রবার সকাল সকাল ১০টায় ব্রুকলিনে তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠান হবে। পরিবারের সদস্যরা এ সময় উপস্থিত থাকবেন। তিনি জানান, কেউ কোনদিন জানতে পারেনি উত্তম কুমার কেন নিজেকে সবসময় আড়াল করে রাখতেন। তার মৃত্যুর কারণ হার্ট অ্যাটাক নাকি অন্যকিছু তা নিয়ে তদন্ত চলছে বলে জানা যায়।

সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে নিয়ে নিউইয়র্কে স্মরণসভা

৩ পৃষ্ঠার পর

রাজনীতিবিদ ডক্টর দিলীপ নাথ।

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত স্মৃতি পরিষদের সভাপতি রুহেল চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত তালুকদারের পরিচালনায় সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহিন আজমল, বিশিষ্ট সাংবাদিক সিতাংশু গুহ, কবি ফকির ইলিয়াস, টেক্সাস আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রহিম নেওয়াজ, টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, বিশিষ্ট সাংবাদিক মাহফুজুর রহমান, পার্ক ভিউ মেডিকেল কলেজের পরিচালক দেবাশীষ দে, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা আক্তার হোসেন, দিলীপ দে, ফিলাম চৌধুরী, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বায়ক কাজল মাহমুদ, বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী রাখি সোম, ফোবানা কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম কলিন্স, কামরানা ইসলাম তুলি, গৌতম দে, নুপুর দে, বিষ্ণু পুরকায়স্থ, বিপুল পাল, অমিত জী বাখিয়া, বাবুল চন্দ, জাকির চৌধুরী ,সুমন মাহমুদ, তৌফির হোসেন প্রমুখ।

সভায় বক্তারা জাতীয় নেতা সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের আদর্শিক রাজনীতিকে অনুসরণ করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তিনি কোনদিন আদর্শিক রাজনীতি থেকে বিচ্যুত হননি।

বক্তারা আরো বলেন, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সারা জীবন সাম্য ও মানবতার জয় গান গেয়েছেন। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেছেন। বাংলাদেশের আজকের এই ক্রান্তিলগ্নে একজন দেশপ্রেমিক সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের খুবই অভাব। সুতরাং বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সৎ,যোগ্য ও দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদদেরকে নিয়ে দেশ পরিচালনা করতে হবে।

নিউইয়র্কে ১৯ ও ২০ এপ্রিল বাংলাদেশ রেমিট্যান্স ফেয়ার

৩ পৃষ্ঠার পর

আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ আরো বাড়াতে ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছে আয়োজক কমিটি। বৈধ পথের প্রবাসী আয়ের মাধ্যমে যেমন দেশের রিজার্ভ স্থিতিশীল থাকবে, তেমনি উন্নয়নযাত্রা থাকবে অব্যাহত। রেমিট্যান্স অংশগ্রহণ করবে ব্যাংক, মোবাইল ব্যাংকিং, অ্যাপ ডেভেলপার, মানি এক্সচেঞ্জ ও বিভিন্ন চ্যানেল পার্টনারসহ সরকারী ও বেসরকারী খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। মেলায় এসব প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য ও সেবার প্রদর্শনীর পাশাপাশি এ নিয়ে বিভিন্ন সেমিনার সিম্পজিয়াম, কিউ অ্যান্ড এ সেশন এবং নেটওয়ার্কিং ডিনার অনুষ্ঠিত হবে। মেলা আয়োজক কমিটির রেমিট্যান্স ফেয়ার এবং অফশোর ব্যাংকিং নিয়ে একটি বিশেষ প্রকাশনাও রাখছে। যেখানে লিখছেন খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ, অধ্যাপক, ব্যাংকার। নেটওয়ার্কিং সেশনে অংশ নিবেন নিউ ইয়র্ক ফিনান্সিয়াল সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট এবং প্রধান প্রধান মানি এক্সচেঞ্জ কোম্পানিসমূহ।

যার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন এবং রেমিট্যান্স খাতের সর্বশেষ উদ্ভাবনসমূহ এখানে প্রদর্শিত হবে।

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

আমরা বিশ্বের যে কোন দেশের ভিসা প্রসেস করি

সৌদি আরবের ১০ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা

ইন্ডিয়া মাল্টিপল / মেডিকেল ভিসা

১০ বছরের কানাডিয়ান মাল্টিপল ভিসা

USA 5 YEARS MULTIPLE TOURIST VISA

দ্রুত ভিসা প্রসেস করার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

SCHENGEN TOURIST VISA

এক ভিসাতে ভ্রমণ হবে ২৭টি দেশ

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার

*Visa Issued by Consulate General

NEW YORK OFFICE
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS
NY 11372. কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়
PHONE : 917-396-4140, 917-592-7828
E-MAIL : digitalonetravel@gmail.com
www.digitalonetravel.com

DHAKA OFFICE
NAGAR SHEFALI, FLOOR # 03, HOUSE # 09
ROAD # 17, BLOCK-E, BANANI, DHAKA-1213
PHONE : +88 01711256871, +88 01711256872
E-MAIL : digitalonetravel@gmail.com
www.banglatravel.net

ডিআরইউ'র ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী

৫২ পৃষ্ঠার পর

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির নবম আসর শুরু করবে। এ ছাড়া ২৪ ফেব্রুয়ারি নিউজিল্যান্ড এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি স্বাগতিক পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে গ্রুপপর্ব শেষ করবে শান্তর দল।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বাংলাদেশের স্কোয়াড: তানজিদ হাসান তামিম, সৌম্য সরকার, নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, জাকের আলী অনিক, তাওহীদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ (সহ-অধিনায়ক), শরিফুল ইসলাম (?) হোসেন ইমন, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তানজিম হাসান সাকিব, মুস্তাফিজুর রহমান, নাহিদ রানা এবং তাসকিন আহমেদ।

যেখানে প্রতিবাদ নেই

১০ পৃষ্ঠার পর

আত্মজিজ্ঞাসার সময়। তাঁরা কি শুধু উৎসব-আনন্দের বয়ানকারী, নাকি সংগ্রামেরও? তাঁদের কলম কি কেবল কাব্যমাধুর্য্য আনবে, নাকি দ্রব্যমূল্যের চাপে পিষ্ট মানুষের আর্তনাদও তুলে ধরবে? সত্য বলার সাহস কি চিরতরে হারিয়ে গেছে, নাকি এখনো কারও মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্তের বিদ্রোহী সত্তা বেঁচে আছে?

সমাজের বিবেক হিসেবে সাহিত্যিকদের জেগে উঠতেই হবে। স্বাধীনতার নামে নিঃশব্দ বন্দিত্ব বরণ করলে আগামী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না। সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর, সাহসী লেখনীতে প্রতিবাদ তোলার এবং সমাজকে সত্যিকার অর্থে আলোর পথে নেওয়ার সময় এখনই।

নির্বাচনী দৌড়ে কে এগিয়ে বিএনপি না জামায়াত?

৫ পৃষ্ঠার পর

ফ্যাসিবাদীদের নানা ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হলেও 'নির্বাচনের রোডম্যাপের' দাবিই অগ্রাধিকার পাচ্ছে। নির্বাচনের দাবি জোরদার হওয়ার পাশাপাশি দলগুলোর মধ্যে ঝগড়াবিবাদও বাড়ছে। বিএনপি ও জামায়াতের নেতারা সুযোগ পেলেই একে অপরের প্রতি আক্রমণের তির ছোড়েন। জামায়াতের এক নেতা বলেন, একদল দখলদারকে সরিয়ে জনগণ আরেকদল দখলদারকে ক্ষমতায় বসাতে চায় না। বিএনপির আরেক নেতার পাল্টা অভিযোগ হলো, প্রশাসন থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সবখানে জামায়াতের লোক বসানো হয়েছে।

অন্যদিকে সাবেক ফ্যাসিবাদকে আশকারা দেওয়ার বিষয়েও বিএনপি ও ছাত্রনেতাদের মধ্যে বাদানুবাদ চলছে। বিএনপি যখন ছাত্রদের দলকে কিংস পার্টি আখ্যা দিয়ে সমালোচনামুখর, তখন ছাত্রনেতাদের কেউ কেউ বিএনপিকে দেশের প্রথম কিংস পার্টি বলে অভিহিত করছেন। ডিসেম্বরের শুরু বা শেষে যখনই হোক না কেন, বাংলাদেশ এখন নির্বাচনী ট্রেনে উঠে গেছে। রাজনৈতিক আলোচনায় আগামী নির্বাচনই প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেসব দল সংস্কার নিয়ে তোলপাড় করছে, তারাও ভেতরে ভেতরে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে জোরেশোরে। যাঁরা বলছেন, সংস্কারকাজ শেষ করে নির্বাচন হোক, তাঁদের হিসাবটা হলো নির্বাচন পেছিয়ে গেলে তাঁরা দলকে ভালোভাবে সংগঠিত করতে পারবেন। আর যাঁরা দ্রুত নির্বাচন চাইছেন তাঁদের হিসাবটা হলো, অন্যরা সংগঠিত হওয়ার আগে ভোট হলে তাঁদের পক্ষেই জনসমর্থনের পাল্লা ভারী থাকবে।

আওয়ামী লীগ মাঠছাড়া হওয়ায় নির্বাচনে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীই যে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হলো কার প্রস্তুতি কেমন? নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে অনেকের মনে হতে পারে, জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনের কথা এখন ভাবছে না। তারা মৌলিক সংস্কার নিয়ে ব্যস্ত আছে। দলের আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, এখন নির্বাচন করা হবে পণ্ডশ্রম। অন্যদিকে বিএনপির নেতারা প্রায় প্রতিদিনই সরকারের ওপর দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার জন্য চাপ দিয়ে আসছেন। আসলে রাজনীতির ভেতর-বাহির বলে একটা কথা আছে। জামায়াত প্রকাশ্যে সংস্কারের ইস্যুকে সামনে আনলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের নির্বাচনী প্রস্তুতি অন্য প্রায় সব দলের চেয়ে বেশি। একটি উদাহরণ দিই। এখন পর্যন্ত অন্য কোনো দল সম্ভাব্য প্রার্থীর কথা বলেননি। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী অনেকগুলো আসনে সম্ভাব্য প্রার্থিতা ঘোষণা করেছে।

এর মধ্যে সিলেট বিভাগে ১৯টি, চট্টগ্রামের ১৬ আসনে, ফেনী-৩ (সোনাগাজী-দাগনভূঞা), বান্দরবান আসন, পটুয়াখালীর চারটি, পিরোজপুরে তিনটি, ঠাকুরগাঁওয়ে তিনটি, শরীয়তপুরের তিনটি, নাটোরের চারটি, ফরিদপুরের সব আসনে, দিনাজপুরের ছয়টি, কিশোরগঞ্জে পাঁচটি, ঝিনাইদহের সব আসনে, চুয়াডাঙ্গা-১, সিরাজগঞ্জের পাঁচটি ও সুনামগঞ্জের পাঁচটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। জামায়াতের আমির অবশ্য বলেছেন, এটা প্রাথমিক তালিকা, চূড়ান্ত নয়।

বিএনপি বা অন্য কোনো দল প্রার্থী ঘোষণা করেনি। তবে বিএনপি দলীয় সূত্র জানিয়েছে, প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে তারা ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ ও ২০১৮-এ দলীয় প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের পাশাপাশি তরুণ প্রার্থীদের কথাও বিবেচনা করবেন। তবে নির্বাচনের আগে আন্দোলনের মিত্র দলগুলোর সঙ্গে বিএনপির আসন ভাগাভাগি কিংবা সমঝোতা হতে পারে বলেও মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। অন্যান্য ইসলামী দলগুলোকে কাছে টানার চেষ্টা করছে বিএনপি ও জামায়াত উভয়ই।

বিএনপির আগাম প্রার্থী ঘোষণার সমস্যা হলো একই আসনে দুই বা ততোধিক প্রার্থী আছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম আগাম ঘোষণা দিলে অন্যরা তাঁর বিপক্ষে যাবেন। এমনকি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবেও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে স্থানীয় নেতা-কর্মীরা ভাগ হয়ে যাবেন এবং প্রতিপক্ষ এর সুযোগ পাবেন। বেশ কয়েকটি স্থানে সংঘাত সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। জামায়াতে ইসলামীতে সেই আশঙ্কা নেই। দলীয় নেতৃত্ব যাঁকে মনোনয়ন দেবে, নেতা-কর্মীরা সেটাই মেনে নেবেন।

এখানেই প্রশ্ন এসেছে, আগামী নির্বাচনী দৌড়ে কে এগিয়ে-বিএনপি না জামায়াত?

লেখক: প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক ও কবি।

ইবাদতে অহংকার মারাত্মক অপরাধ

২৫ পৃষ্ঠার পর

আল্লাহ দেখেন। যার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক। আমি তাতে সাড়া দেব। নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকার করে, তারা সত্বর জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত অবস্থায়।'(সুরা : মুমিন/গাফের, আয়াত : ৬০)

এখানে ইবাদত অর্থ দোয়া। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'সব কর্ম নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।' (বুখারি, হাদিস : ১)

বাইরের অহংকার প্রকাশ পায় কথায় ও কর্মে। যেমনঅহংকারীদের বাহ্যিক আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'যখন তাদের বলা হতো, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য দেখাত।'(সুরা : সাফফাত, আয়াত : ৩৫)

আর কর্মে অহংকারী হলো লোক-দেখানো ইবাদতকারীরা। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সঙ্গে প্রতারণা করে। আর তিনিও তাদের ধোঁকায় নিক্ষেপ করেন। যখন তারা সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায়। তারা লোকদের দেখায় এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে। এরা দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে। না এদিকে, না ওদিকে। আসলে আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তার জন্য কোনো পথই পাবে না।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ১৪২-১৪৩)

তিনি বলেন, 'আর তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এ ছাড়া কোনো কারণ নেই যে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি অবিশ্বাসী। আর তারা সালাতে আসে অলস অবস্থায় এবং তারা অর্থ ব্যয় করে অনিচ্ছুকভাবে।'(সুরা : তাওবা, আয়াত : ৫৪)

বোঝা যায়, আল্লাহর কাছে এদের স্থান কাফিরদেরও নিচে। এসব লোকের সালাত, সিয়াম, হজ, জাকাত সব কিছু বৃথা হবে। আল্লাহ বলেন, 'আর আমরা সেদিন তাদের কৃতকর্মের দিকে মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।' (সুরা : ফুরকান, আয়াত : ২৩)

রুপালি জগতকে বিদায় রাজনীতিতে থালাপাতি

৪৬ পৃষ্ঠার পর

থালাপাতি বিজয়ের বাবার নাম এসএ চন্দ্রশেখর। তিনি ছিলেন তামিল সিনেমার পরিচালক। মা শোভা চন্দ্রশেখর ছিলেন গায়িকা। শিশুশিল্পী হিসেবে রুপালি জগতে পা রেখে তামিল সিনেমার শীর্ষ নায়কদের একজনে পরিণত হয়েছেন থালাপাতি বিজয়। সর্বশেষ 'থালাপাতি ৬৯' বা 'জন নায়ক' সিনেমার জন্য ২৭৫ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নিয়েছেন তিনি।

ক্যারিয়ারের তুঙ্গে থাকা অবস্থায় 'তামিলাগা ভেট্রি কাজাগম' নামে রাজনৈতিক দল গঠন করেন এই নায়ক। প্রায় এক বছর আগে আনুষ্ঠানিকভাবে দল ঘোষণা করেন। ২০২৬ সালের তামিলনাড়ুর বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে আপাতত প্রস্তুতি নিচ্ছেন বিজয়।

রুপালি পর্দায় অভিষেকের আট বছর পর অর্থাৎ ১৯৯২ সালে 'নালায়া থেরপু' সিনেমার প্রথম নায়ক চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পান। তার প্রথম ব্লকবাস্টার সিনেমা 'পুভে উনাকাগা'। এটি মুক্তি পায় ১৯৯৬ সালে। তবে ২০০৩ সালে মুক্তি পাওয়া এই অভিনেতার 'থিরুমালাই' সিনেমাটি তার ক্যারিয়ারে নতুন মাত্রা যুক্ত করে।

পরের বছর 'গিল্লি' সিনেমায় একজন কাবাডি খেলোয়াড়ের ভূমিকায় অভিনয় করে সকলের মন কাড়েন বিজয়। এই সিনেমার মাধ্যমে প্রথম তামিল অভিনেতা হিসেবে বক্স অফিসে ৫০ কোটি রুপি আয় করেন। পরবর্তী সময়ে 'থিরুপাচি', 'সাচেন', 'শিবাকাসি', 'পক্কিরি', 'কাবালান', 'নানবান', 'থুপ্পাক্কি', 'কাথি', 'মার্সাল', 'সরকার', 'মাস্টার' প্রভৃতি সিনেমা তাকে তুমুল জনপ্রিয়তা এনে দেয়।

শবেবরাতের আমল ও করণীয়

২৫ পৃষ্ঠার পর

অধিক পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করা। দরুদ শরিফ পড়া। অধিক পরিমাণে তাওবা-ইস্তিগফার করা। তাসবিহ তাহলিল, জিকির-আজকার ইত্যাদি ইবাদতে মগ্ন থাকা। নিজের জন্য, পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের জন্য, সব মুমিন মুসলমান এবং দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।

মহান আল্লাহর কাছ থেকে আমাদের পাপ মোচন করানো এবং ভাগ্যোন্নয়নের জন্য প্রার্থনা করার এটাই শ্রেষ্ঠ সুযোগ। শবেবরাত রজনিতে নিজের যাবতীয় গোনাহের জন্য তাওবা করে রাব্বুল আলামিনের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা। নিজের মনের নেক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ও মৃতদের মাগফিরাতের জন্য বেশি বেশি করে দোয়া করা।

নফল নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত, জিকির-আজকার, দোয়া-দরুদ, তাওবা-ইসতিগফার, দান-সদকা, উমরি কাজা নামাজ, কবর জিয়ারতসহ ইত্যাদি নফল আমলের মাধ্যমে রাতগুজার করা। তবে মাকবারাতে তথা কবরে যাওয়া জরুরি নয়। কবর জিয়ারতকে রুসম বা রেওয়াজে পরিণত করা যাবে না।

কারণ রাসুল (সা.) জীবনে একবার জান্নাতুল বাকিতে কবর জিয়ারত করেছেন। আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-কে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করেননি এবং পরেও কবর জিয়ারত করার কথা বলেননি। তবে দলবদ্ধ ছাড়া একাকীভাবে কবর জিয়ারতে কোনো বাধা নেই।

আনুষ্ঠানিকতা ও জামাত ছাড়া একাকীভাবে সামর্থ্যানুযায়ী নফল ইবাদত-বন্দেগি করা। মসজিদে গিয়ে সমবেতভাবে ইবাদতের প্রয়োজন নেই।

শবেবরাতের আলাদা কোনো নামাজ তথা নির্দিষ্ট সূরা দিয়ে নির্দিষ্ট রাকাত পড়ার নিয়ম ইসলামে নেই। শবেবরাতের নামে রাস্তাঘাটে আতশবাজি, পটকাবাজি, ঘর আলোকসজ্জা, রাতে মসজিদে অতিরিক্ত আলোকসজ্জা করা, মরিচবাতি, তারাবাতি, আগরবাতি, মোমবাতি, গোলাপজল, কবরে পুষ্প অর্পণ, বাসাবাড়িতে খিচুড়ি পাকানো, হালুয়া রুটি, তাবারুক তৈরি ও মিষ্টান্ন বিতরণের ধুমধামে মত্ত থাকা, রাস্তা-ঘাটবাজারে যুবকদের আড্ডা ইত্যাদি ইসলাম পরিপন্থি কাজগুলো করা যাবে না।

শবেবরাতে কী কী আমল করবেন : শব অর্থ রাত, বরাত অর্থ মুক্তি; শবেবরাত মানে মুক্তির রাত। কিছু অভিশপ্ত লোক ছাড়া আল্লাহতায়ালা এ রাতে সবাইকে ক্ষমার সুযোগ করে দেন। মহান আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমার সুযোগ পেতে হলে এ রাত ইবাদত ও জিকিরের সঙ্গে কাটাতে হবে।

আরবি অষ্টম মাস শাবানে চৌদ্দতম তারিখ দিবাগত রাত তথা পবিত্র শবেবরাতে সূর্যাস্তের পর থেকে শেষ রাত পর্যন্ত মহান আল্লাহ পৃথিবীর প্রথম আকাশে এসে তার বান্দাকে মায়া আর দয়া নিয়ে ডাকতে থাকেন-কোনো ক্ষমাপ্রার্থী আছ কি? আমার কাছে ক্ষমা চাও-আমি ক্ষমা করে দেব।

কারও রিজিকের প্রয়োজন আছে কি? আমার কাছে চাও-আমি রিজিক দেব। কোনো বিপদগ্রস্ত আছ কি? আমার কাছে মুক্তি চাও, আমি বিপদমুক্ত করে দেব।

শাবানের পরই কল্যাণের মাস রমজান আসে জীবনের সব কালিমা দূর করার ফজিলত নিয়ে। শবেবরাত তাই মুসলমানদের জানান দিয়ে যায় দীর্ঘ এক মাসের সিয়াম সাধনার জন্য প্রস্তুত হওয়ার কথা।

বিখ্যাত তাফসিরবিদদের মতে 'বরকতময় রাত' মানে শবেবরাত। মহান আল্লাহ শবেবরাতে সবকিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শবেকদরে নির্দিষ্ট কিছু লোককে সেসব বিষয়ে দায়িত্ব অর্পণ করেন। (তাফসিরে কুরতুবি।)

আমাদের উচিত অপ্রয়োজনে সময় ব্যয় না করে এ পবিত্র রজনিতে আল্লাহর ইবাদত বন্দিগিতে আত্মনিয়োগ করা। তাহিয়্যাতুল অজু, দুখুলিল মাসজিদ, আউওয়াবিন, তাহাজ্জুদ, সালাতুত তাসবিহ, সালাতুল হাজাত ও অন্যান্য নফল নামাজ করা।

কারণ নফল ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো-নামাজ। প্রতিটি নফল ইবাদতের জন্য তাজা অজু বা নতুন অজু করা মোস্তাহাব। অত্যধিক নফল নামাজ এ রাতের শোভাবর্ধন করে। আমাদের উচিত নামাজে কিরাত দীর্ঘগতিতে পড়া। রুকু-সেজদা দীর্ঘ করা।

অধিক পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করা। দরুদ শরিফ পড়া। অধিক পরিমাণে তাওবা-ইস্তিগফার করা। তাসবিহ তাহলিল, জিকির-আজকার ইত্যাদি ইবাদতে মগ্ন থাকা। নিজের জন্য, পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের জন্য, সব মুমিন মুসলমান এবং দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।

মহান আল্লাহর কাছ থেকে আমাদের পাপ মোচন করানো এবং ভাগ্যোন্নয়নের জন্য প্রার্থনা করার এটাই শ্রেষ্ঠ সুযোগ। শবেবরাত রজনিতে নিজের যাবতীয় গোনাহের জন্য তাওবা করে রাব্বুল আলামিনের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা। নিজের মনের নেক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ও মৃতদের মাগফিরাতের জন্য বেশি বেশি করে দোয়া করা।

নফল নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত, জিকির-আজকার, দোয়া-দরুদ, তাওবা-ইসতিগফার, দান-সদকা, উমরি কাজা নামাজ, কবর জিয়ারতসহ ইত্যাদি নফল আমলের মাধ্যমে রাতগুজার করা। তবে মাকবারাতে তথা কবরে যাওয়া জরুরি নয়। কবর জিয়ারতকে রুসম বা রেওয়াজে পরিণত করা যাবে না।

আল্লামা শামি, ইবনে নুজাইম, আল্লামা শুরুমবুলালি, শায়খ আবদুল হক দেহলভি, মাওলানা আশরাফ আলী থানবি, মাওলানা আবদুল হক লখনভি, মুফতি মুহাম্মদ শফিসহ উলামায়ে হানাফিয়ার অভিমত হলো, শবে বরাতে শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী রাত জেগে একাকী ইবাদত করা মুস্তাহাব। তবে এর জন্য জামাতবদ্ধ হওয়া যাবে না। (আল-মুহিতুল বুরহানি : ২য় খণ্ড, ২৪-২৫ পৃষ্ঠা/ আল বাহরুর রায়েক : ২য় খণ্ড, ৫২ পৃষ্ঠা/ মারাকিল ফালাহ : ২১৯ পৃষ্ঠা)।

হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.) বলেন, হাদিসে শবে বরাতের তিনটি কাজ সুন্নাত অনুযায়ী করাকে সওয়াব ও বরকত লাভের উপায় বলা হয়েছে।

প্রথমত, ১৫ তারিখ রাতে কবরস্থানে গিয়ে মৃতদের জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করা। সঙ্গে সঙ্গে গরিব-মিসকিনদের কিছু দান করে সে দানের সওয়াবটুকু ওই মৃতদের নামে বখশে দিলে আরও ভালো হয়। সেই মুহূর্তে হাতে না থাকলে, অন্য সময় গোপনে কিছু দান করে দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত, রাত জেগে একা একা বা কিছু দাওয়াতে জড়ো হয়ে যাওয়া দু-চারজনের সঙ্গে ইবাদতে মশগুল থাকা।

তৃতীয়ত, শাবানের ১৫ তারিখ নফল রোজা রাখা।

লেখক: আরবি ভাষার শিক্ষিকা ও হিফজ বিভাগীয় প্রধান, ভিশন একাডেমি, উত্তরা, ঢাকা।

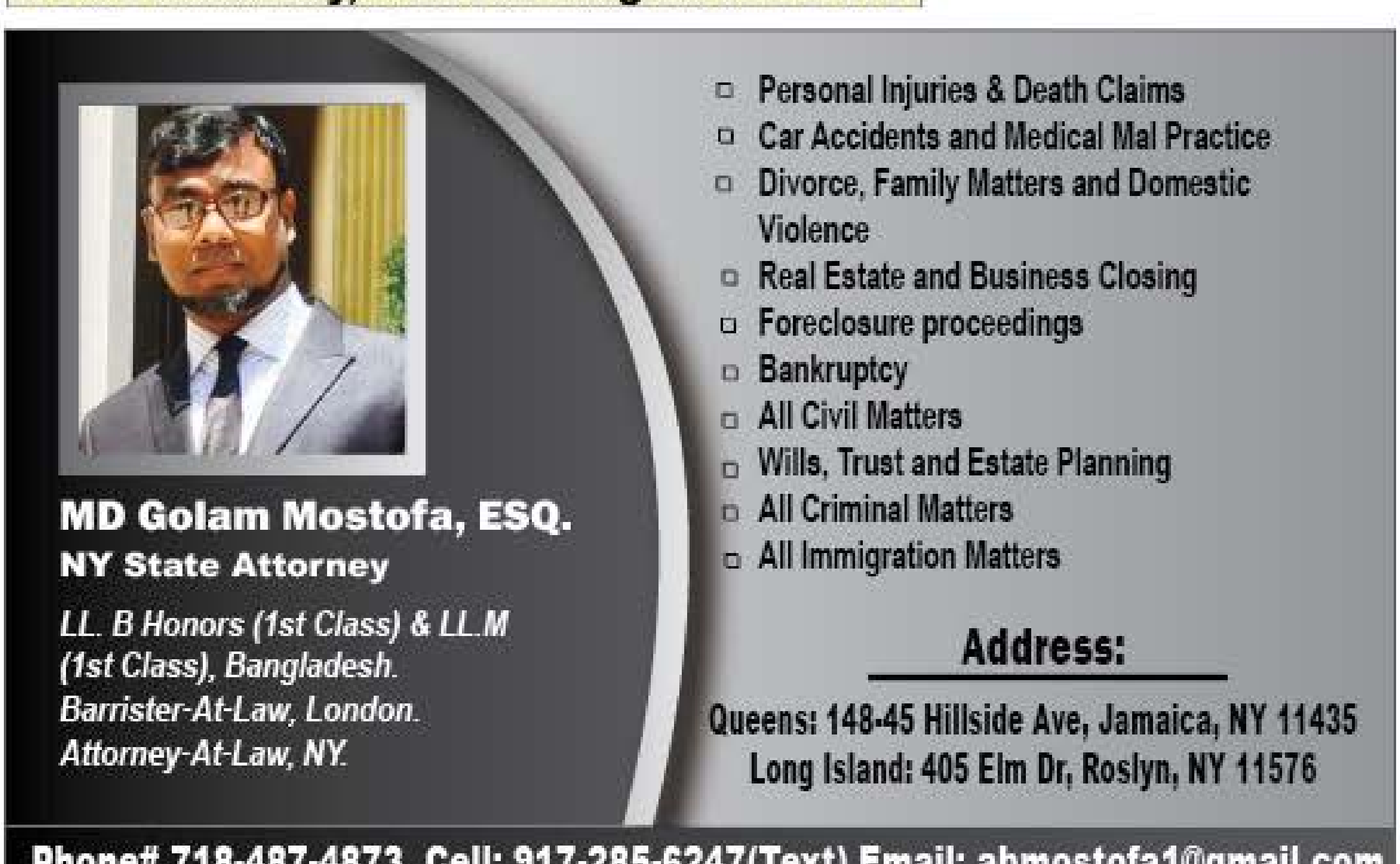

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

BANGLADESH SOCIETY, INC

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

অমর একুশে

International Mother's Language Day 2025

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

সম্মিলিত উদ্‌যাপন ২০২৫

আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

তারিখ : ২০শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার
সময় : বিকাল ৪টা থেকে রাত ১২:০১ মিনিট (মধ্যে রাত)
স্থান : তিব্বতি কমিউনিটি সেন্টার
(৫৭-১২, ৩২ এভিনিউ, উডসাইড, নিউইয়র্ক)

সুধী,
'অমর একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর অনুষ্ঠানমালায় আপনাদের সহযোগিতা ও উপস্থিতি একান্তকাম্য।

আমন্ত্রণে,

সম্মিলিত একুশ উদযাপন কমিটি ২০২৫

মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান
আহ্বায়ক
৯১৭-৫২৩-১৩৪৪

জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী
প্রধান সমন্বয়কারী
৭১৮-৭৩৭-২৭৪৮

ডিউক খান
সদস্য সচিব
৯১৭-৭৮৩-৫৪৯৯

আব্রার আলী খান লিটন
যুগ্ম-সদস্য সচিব

মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)
যুগ্ম-সদস্য সচিব

কামরুজ্জামান কামরুল
যুগ্ম-আহ্বায়ক
৭১৮-৯৭১-৪৭৬৬

হাছান খান
সমন্বয়কারী
৩১৩-৩২৭-৯৪১৮

নিবন্ধন উপ-কমিটি

আবুল কালাম ভূইয়া (৯১৭-৮৯২-৭১৯৯), মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি) (৩৪৭-৮৯৬-২৮০২)
জামিল আনসারী (৩৪৭-৮৩৩-১০২৮), হারুন উর রশিদ (৯১৭-৫৫৩-৭৮৩৮)

স্মরণিকা উপকমিটি

মো: আখতার বাবুল (৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩),মুনসুর আহমেদ (৯২৯-৯২০-৬০৫৬)

সাংস্কৃতিক উপকমিটি

অনিক রাজ (৯৩৪-৪৪৪-১৮৬৩), মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী (৭১৮-২১৯-৭৯৭৭), আবুল কাশেম চৌধুরী (৬৪৬-৫১০-৬২৪৫)

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৩০২-০৪৪৩

মিডিয়া পার্টনার

TIME television | tv | IB TV USA

সাংস্কৃতিক পরিবেশনায়ঃ

বাংলা স্কুল (বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক)

নৃত্যাঞ্জলী, তৃপ্তিপা ও তার দল সহ প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী বৃন্দ

প্রতিযোগিতা

তারিখঃ ২০শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার
সময়ঃ বিকেল ৫টা
স্থানঃ তিব্বতি কমিউনিটি সেন্টার

চিত্রাঙ্কন : বিষয় উন্মুক্ত
কবিতা আবৃত্তি : বিষয় উন্মুক্ত

বয়স সীমা: ক. গ্রুপ (৪-৯ বছর)
ও খ. গ্রুপ (৯+ থেকে ১৫ বছর)

সহযোগী সংগঠনসমূহ

- বাংলাদেশ কনস্যুলেট, নিউইয়র্ক
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউ.এস.এ ইনক
- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা
- শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন
- ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ডিইএব) যুক্তরাষ্ট্র শাখা
- সিলেট এম.সি. এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউ.এস.এ ইনক
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যুক্তরাষ্ট্র শাখা ও অঙ্গসংগঠন
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি) যুক্তরাষ্ট্র শাখা ও অঙ্গসংগঠন
- জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা ও অঙ্গসংগঠন
- জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), যুক্তরাষ্ট্র
- বঙ্গমাতা পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র শাখা
- বাংলাদেশী স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা ইনক
- জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক
- বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনক
- মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর এসোসিয়েশন ইনক
- চিটাগাং এসোসিয়েশন ইউ.এস.এ ইনক
- বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউ.এস.এ ইনক
- বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন ইনক
- জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ইউ.এস.এ. ইনক
- ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক
- লোহার উপজেলা সমিতি ইউ.এস.এ ইনক
- সেনবাগ উপজেলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
- নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইউ.এস.এ
- কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক ইউ.এস.এ.
- বাংলাদেশী আমেরিকান সোসাইটি
- নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউ.এস.এ ইনক
- সিলেট গণদাবি পরিষদ ইউ.এস.এ ইনক
- বাংলাদেশ আমেরিকান পোষ্টাল এ্যামপ্লয়িজ এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক
- জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী
- গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার
- বাবী হোম কেয়ার
- রিল্যায়েবল হোম কেয়ার
- ইয়েলো সোসাইটি নিউইয়র্ক
- রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইনক, নিউইয়র্ক
- শাপলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন নিউইয়র্ক ইনক
- চাটখিল সোসাইটি ইউ.এস.এ ইনক
- ব্রাহ্মণবাড়িয়া সোসাইটি অব ইউ.এস.এ. ইনক
- নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব
- নারায়ণগঞ্জ ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক
- সেনবাগ সোসাইটি
- মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর এসোসিয়েশন ইনক
- বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউ.এস.এ. ইনক
- নিউইয়র্ক গোলাপগঞ্জ সোসাইটি ইনক
- মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক
- সুনামগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক
- ফেঞ্চুগঞ্জ অর্গানাইজেশন অব আমেরিকা ইনক
- যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ সদর সমিতি ইনক
- এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক
- কুলাউড়া বাংলাদশী এসোসিয়শন অব ইউএসএ ইনক
- লাখাই উপজেলা এসোসিয়শন অব আমেরিকা ইনক
- ওসমানীনগর এসোসিয়শন অব আমেরিকা ইনক
- বালাগঞ্জ ওসমানীনগর প্রবাসী কল্যাণ সোসাইটি
- ছাতক সমিতি ইউ. এস. এ ইনক
- ভাটেরা এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক
- সিলেট দক্ষিণ সুরমা ইউনাইটেড ইউএসএ ইনক
- সিলেট সদর সোসাইটি ইউ.এস.এ ইনক
- ফাউন্ডেশন অব গ্রেটার জৈন্তা নিউইয়র্ক
- সিলেট সদর থানা এসোসিয়শন অব আমেরিকা ইনক
- প্রবাসী নরসিংদী জেলা সোসাইটি ইউ.এস.এ ইনক
- ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতি ইউ.এস.এ ইনক
- কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউ.এস.এ ইনক
- বগুড়া সোসাইটি ইউ.এস.এ ইনক
- প্রবাসী শরিয়তপুর সমিতি ইউ.এস.এ ইনক
- হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনক
- ডাউন টাউন বিজনেস এসোসিয়েশন
- নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতি
- পাবনা সমিতি ইউ.এস.এ ইনক
- প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি ইউ এস এ ইনক
- গ্রেটার খুলনা সোসাইটি অব ইউ এস এ ইনক
- বাংলাদেশ আমেরিকান কার এন্ড লিমোজিন এসোসিয়েশন ইনক
- বাংলা ক্লাব নিউইয়র্ক ইনক
- সাতক্ষীরা জেলা সমিতি নর্থ আমেরিকা ইনক
- মাদারীপুর জেলা সমিতি ইউ.এস.এ ইনক
- বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক, ইনক
- লালমনিরহাট সোসাইটি ইউএসএ ইনক
- চাটখিল উপজেলা সোসাইটি ইউ এস এ ইনক
- সন্দীপ সোসাইটি ইউ.এস.এ ইনক
- নরসিংদী জেলা সমিতি ইউএসএ
- ঢাকা জেলা সোসাইটি ইউ.এস.এ ইনক
- মানিকগঞ্জ সমিতি নর্থ আমেরিকা ইনক
- বাংলাদেশ-আমেরিকান ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি এসোসিয়েশন ইনক
- গ্রেটার লাকসাম ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনক
- কিশোরগঞ্জ ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন, নর্থ আমেরিকা
- জ্যামাইকা থিয়েটার
- কুষ্টিয়া জেলা সমিতি ইউ.এস.এ ইনক
- নিউ কার্ক ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি ইউ এস এ ইনক
- লক্ষীপুর ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন ইউ.এস.এ ইনক
- বৃহত্তর লাকসাম ফাউন্ডেশন যুক্তরাষ্ট্র
- শাপলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউএসএ
- নরসিংদী জেলা সমিতি ইউএসএ
- জামালপুর জেলা সমিতি ইউ.এস.এ ইনক
- প্রবাসী শেরপুর জেলা সমিতি ইউ.এস.এ ইনক
- লোহার ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি ইউএসএ
- গাইবান্ধা সোসাইটি অব আমেরিকা
- অভয় নগর সোসাইটি অব ইউ.এস.এ ইনক
- পাবনা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইনক ইউ এস এ
- প্রবাসী সুরক্ষা আইন বাস্তায়ন কমিটি
- স্বপ্ন ফাউন্ডেশন

প্রচারে: রিজু মোহাম্মদ, প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক - ৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭

نُسُك
nusuk

إثراء الخير
ITHRAA ALKHAIR

ZAM ZAM TRAVEL US

رواف منى لخدمات الحجاج
Rawaf Mina for Pilgrims Services

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

HAJJ REGISTRATION IS OPEN

FOR US PASSPORT AND GREENCARD HOLDERS

ZAM ZAM TRAVEL US in a Partnership with
ITHRAA ALKHAIR & RAWAF MINA

Our Services

- Flight Ticket
- Visa Processing
- Hajj & Umrah Service Provider

আমরা সারা বছর
আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী
উমরাহ প্যাকেজ করে থাকি

zamzamtravelus

www.zamzamtravelus.com

+1 (718) 395-9697 zamzamtravelus@gmail.com

37-15 73 Street (Suite-207), Jackson Heights, NY-11372

BEST TAX EXPRESS INC.

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

CPA / IRS Enrollment Agent / Tax Filling

এ দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ব্যক্তিদের আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হলো : বেতন *$ 30/Hour*

সপ্তাহে : **Minimum-*40* ঘণ্টা**

যোগাযোগ:
929 -206-9520

Best Tax Express Inc.
Jamaica, NY
929 -206-9520
besttaxexpress@gmail.com

সিলেট ট্রাভেলস্ এন্ড ট্যুরস্
SYLHET TRAVELS & TOURS

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আপনি আপনার টিকেট সংগ্রহ করতে পারেন।

Emirates · QATAR AIRWAYS · ETIHAD AIRWAYS · SAUDIA · American Airlines

ওমরাহ্ ভিসা ও টিকেটের জন্য বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

আমেরিকার যেকোন জায়গায় ট্যুরের জন্য আপনার টিকেট সংগ্রহ করুনঃ
(৫০০ এর অধিক স্থানে)

১) নায়াগ্রা ফলস্ .... ২ দিন/৩ দিন/৫ দিন
২) ওয়াশিংটন ডিসি (চেরি ব্লুজম) .... ১ দিন
৩) পেনসিলভেনিয়া (আমিষ গ্রাম) .... ১ দিন
৪) নিউইয়র্ক সাইটসিং .... ১ দিন
৫) মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম .... ১ দিন

Call: 862-262-6116

জবহেল্প এন্ড এপ্লিকেশন প্রসেসিং সার্ভিসেস
JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

জবহেল্প ট্রেনিং প্রোগ্রাম

পোস্টাল জব (USPS) একটি ফেডারেল জব
ট্রেনিংঃ রবিবার-বৃহস্পতিবারঃ সকাল ১০টা-বিকাল ৩টা

ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট (NYPD)
ট্রেনিংঃ প্রতি রবিবার, দুপুর ১২টা-বিকাল ২টা

৬ ঘন্টা ডি.ডি.সি ক্লাস (Defensive Driving Course)
ট্রেনিংঃ শনিবার-বৃহস্পতিবারঃ দুপুর ১২টা-সন্ধ্যা ৬টা

বেসিক কম্পিউটার কোর্স
প্রতি শনিবার বেলা ১:০০ থেকে ২:০০ পর্যন্ত

গ্রীষ্মকালীন ট্যুর / ট্রাভেলস ২০২৪
(১) ১ দিনের ট্যুর - ম্যানহাটন সিটিবাস (২) ফেলাডেলফিয়া চেরিব্লজম
(৩) ওয়াশিংটন ডিসি চেরিব্লজম (৪) নায়াগ্রাফলস / ওয়াশিংটন ডিসি ২ দিনের ট্যুর

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১. কাস্টমার সার্ভিস	১. নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২. অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশীপ
৩. সিভিল সার্ভিস জব	৩. ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩. পাসপোর্ট কারেকশন
৪. ইউ.এস.এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫. এম.টি.এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫. NYC হাউজিং/এফোর্ডেবল
৬. আই.টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. রেজুমি/কভার লেটার

MD. ALI B.Sc., LL.B.
Rtd. Govt. Officer Bangladesh

Cell: 917-500-3937 | Phone/Fax: 917-300-6160
148-45 Hillside Ave, Suite # 203A, Jamaica, NY 11435
'F' Train or Bus: Q20A, Q20B, Q40, Q43, Q44 to Sutphin Blvd

ক্যান্সার-প্রতিরোধ ও নিরাময়যোগ্য

২০ পৃষ্ঠার পর

বাড়ায়। অ্যাসবেস্টস, বেনজিন ও কীটনাশকও ক্যান্সারের কারণ হতে পারে।
ভাইরাস : জরায়ু ক্যান্সারের প্রধান কারণ হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস। হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' ভাইরাসের কারণেও লিভার ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে।
ব্যাকটেরিয়া : হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি পাকস্থলীর ক্যান্সারের কারণ হতে পারে।
হরমোনের ভারসাম্যহীনতা : কিছু হরমোন স্তন, জরায়ু বা প্রস্টেট ক্যান্সার বাড়ায়।
দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ : শরীরে কোনো স্থায়ী প্রদাহ থাকলে তা ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে।
আচরণগত এবং অন্যান্য কারণ : স্থূলতার কারণে স্তন, কোলন ও কিডনি ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে।
ওষুধ বা স্টেরয়েড : কিছু ওষুধও শরীরে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

লক্ষণ

ক্যান্সারের লক্ষণ নির্ভর করে এটি শরীরের কোন অংশে হয়েছে এবং কোন পর্যায়ে রয়েছে। তবে কিছু প্রাথমিক লক্ষণ আছে, যা ক্যান্সারের ইঙ্গিত দিতে পারে। এসব দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। যেমনও
* দেহের কোনো স্থানে গুটি বা ফোলাভাব, বিশেষত এটি যদি ধীরে ধীরে বড় হয়
* দীর্ঘ সময় ধরে কোনো ক্ষত না শুকানো
* সুস্পষ্ট কারণ ছাড়াই হঠাৎ করে ওজন দ্রুত কমে যাওয়া
* অতিরিক্ত ক্লান্তি বা দুর্বলতা অনুভব করা
* ক্ষুধামান্দ্য বা খাবারে অনীহা
* দীর্ঘস্থায়ী কাশি বা গলা ব্যথা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাশির সঙ্গে রক্ত আসা
* প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া ও রক্ত আসা
* কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া বা মলের রঙে পরিবর্তন
* ত্বকে অস্বাভাবিক দাগ, কালচে রং বা তিলের আকৃতি এবং রং বদল
* দীর্ঘস্থায়ী জ্বর বা প্রদাহ দেখা দেওয়া
* হাড়ের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে হাড় বা শরীরের অন্যান্য অংশে ব্যথা

চিকিৎসা

রোগের ধরন, অবস্থান, পর্যায় (স্টেজ) এবং রোগীর শারীরিক অবস্থা ও বয়সের ওপর নির্ভর করে ক্যান্সারের চিকিৎসা। উন্নত চিকিৎসার মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রেই ক্যান্সার নিরাময় সম্ভব। কিছু ক্ষেত্রে একাধিক পদ্ধতির সমন্বিত চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।
সার্জারি : ক্যান্সারের টিউমার অপসারণের জন্য অস্ত্রোপচার করা হয়। এটি প্রাথমিক পর্যায়ের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।
কেমোথেরাপি : বিশেষ ওষুধ ব্যবহার করে ক্যান্সারের কোষ ধ্বংস করাকে বলা হয় কেমোথেরাপি। এর মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়া ক্যান্সারও ধ্বংস করা যায়। তবে এতে বমি, ক্লান্তি, চুল পড়া, ওজন কমে যাওয়ার মতো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে।
রেডিওথেরাপি : শক্তিশালী রেডিয়েশন, যেমন-
এক্স-রে বা গামা রশ্মি ব্যবহার করে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করাকে বলে রেডিওথেরাপি। এটি টিউমার ছোট করতে বা অস্ত্রোপচারের আগে বা পরে ব্যবহার করা হয়। এরও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে ত্বকের সমস্যা, ক্লান্তি, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।
ইমিউনোথেরাপি : রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে ক্যান্সার কোষের বিরুদ্ধে লড়াই করার উপযুক্ত করা হয়। উদাহরণ-মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি বা চেকপয়েন্ট ইনহিবিটর ব্যবহার।
টার্গেটেড থেরাপি : ক্যান্সার কোষের নির্দিষ্ট জিন, প্রোটিন বা টিস্যুকে লক্ষ্য করে চিকিৎসা। এটি সাধারণত বায়োপসি বা জিনেটিক টেস্টের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তুলনামূলক কম।
হরমোন থেরাপি : কিছু ক্যান্সার, যেমন-স্তন বা প্রস্টেট ক্যান্সার হরমোনের ওপর নির্ভরশীল। হরমোন ব্লকিং ওষুধ দিয়ে ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি রোধ করা হয়।
স্টেম সেল থেরাপি : রক্তের ক্যান্সার, যেমনলিউকেমিয়া বা লিম্ফোমা চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। নতুন স্টেম সেল প্রতিস্থাপন করে রক্তকোষ পুনরুদ্ধার করা হয়।
প্যালিয়েটিভ কেয়ার : ক্যান্সার নিরাময় সম্ভব না হলে রোগীর আরাম এবং জীবনমান উন্নত করতে এই চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এতে ব্যথা, ক্লান্তি ও মানসিক চাপ কমানোর দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।
চিকিৎসা শুরুর আগে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বায়োপসি, সিটি স্ক্যানের মতো বিভিন্ন পরীক্ষা করানো হয়। চিকিৎসা পদ্ধতি ও সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে সবার অবগত থাকা উচিত। মনে রাখতে হবে, ক্যান্সার চিকিৎসা সময়সাপেক্ষ। ধৈর্য হারানো যাবে না। প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যান্সার শনাক্ত করা গেলে চিকিৎসা আরো কার্যকর হয়। তাই নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ঝুঁকিপূর্ণ অভ্যাস পরিহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লেখক : সাবেক বিভাগীয় প্রধান, মেডিক্যাল অনকোলজি জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল। সভাপতি, মেডিক্যাল অনকোলজি সোসাইটি ইন বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের রাজধানী কি ঢাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া উচিত

১০ পৃষ্ঠার পর

অর্থ ব্যয় হবে, যা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। রাস্তাঘাট, অফিস-আদালত, বিদ্যুৎ, পানিসহ বিভিন্ন অবকাঠামো তৈরি করতে কয়েক লাখ কোটি টাকা লাগতে পারে, যা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ঢাকায় ইতিমধ্যে সব সরকারি দপ্তর, মন্ত্রণালয় ও বিদেশি দূতাবাস স্থাপিত রয়েছে। নতুন রাজধানীতে এগুলো স্থানান্তর করা সময়সাপেক্ষ ও কঠিন হবে। অনেক বিদেশি বিনিয়োগকারীও ঢাকাকেন্দ্রিক, ফলে রাজধানী বদলালে বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। একেক দেশ একেক কারণে তাদের রাজধানী স্থানান্তর করে। তাই অন্যের মতো তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ হবে বোকামি। ইন্দোনেশিয়া জাকার্তা থেকে তাদের রাজধানী শহর সরিয়ে নিচ্ছে প্রধানত ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দ্রুত নেমে যাওয়া এবং বন্যার উচ্চ ঝুঁকি থাকার ফলে। অন্যান্য দেশও নানা রাজনৈতিক কারণে তাদের রাজধানী পরিবর্তন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মিসরের কথা। তারা রাজধানী সরিয়ে নিচ্ছে, কারণ, দেশটির বর্তমান সরকারকে ক্ষমতায় বসানো সেনাবাহিনী নতুন শহরের অবকাঠামো নির্মাণ এবং বিভিন্ন সম্পদের বেচাকেনা থেকে লাভবান হতে পারবে। এদিকে সামরিক জান্তাশাসিত মিয়ানমারও তাদের প্রশাসনিক রাজধানী ইয়াঙ্গুন থেকে নেপিডোতে সরিয়ে নিয়েছে সাধারণ জনগণের থেকে সামরিক সরকারকে রক্ষার উদ্দেশ্যে।
তা ছাড়া রাজধানী শহরকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়া ভীষণ ব্যয়বহুলও বটে। যেমন বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, নতুন একটি শহরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করতে ইন্দোনেশিয়ার খরচ হবে প্রায় ৩২ বিলিয়ন ডলার আর মিসরের সম্ভাব্য খরচ প্রায় ৪৫ বিলিয়ন ডলার।
সেদিক থেকে চিন্তা করলে বাংলাদেশকেও যেমন কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সবিস্তারে লাভ-ক্ষতির বিচার-বিশ্লেষণ করে নিতে হবে। এর অর্থ, আমাদের উচিত প্রশাসনিক খাতগুলোকে ক্রমান্বয়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা। এ ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয় বা প্রশাসনিক খাতকে এমন কোনো অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া উচিত, যে অঞ্চলের সঙ্গে সেগুলোর অবস্থান সংগতিপূর্ণ।

লেখক : শিক্ষার্থী, গণিত বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

সাগর-রুনীর হত্যাকারীরা আর কতকাল অধরায়?

১২ পৃষ্ঠার পর

প্রণিধানযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি এ বিষয়ে তথ্য দিতে পারব বলে আশা করছি।' দুবছর পর ২০১৪ সালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পান ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর। ওই সময় তিনি হত্যার রহস্য উন্মোচনের সুনির্দিষ্ট তারিখও ঘোষণা করেছিলেন।
হত্যার ঘটনায় রুনীর ভাই নওশের আলম বাদী হয়ে শেরেবাংলা নগর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। প্রথমে এর তদন্ত করেছিল শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশ, চারদিন পর মামলার তদন্তভার ডিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়। এরপর ৬২ দিনের মাথায় ডিবি হাইকোর্টে ব্যর্থতা স্বীকার করে। এরপর আদালতের নির্দেশে র‍্যাবকে মামলাটি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। র‍্যাব যখন কিছু করতে পারল না, তখন আদালতের নির্দেশে র‍্যাবের কাছ থেকে মামলার নথিপত্র বুঝে নেয় পিবিআই। এর আগে গত বছর ২৩ অক্টোবর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মামলাটি তদন্তে চার সদস্যের টাস্কফোর্স গঠন করে। উল্লেখ করা যেতে পারে, এ সময়টি হলো বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের আমল। টাস্কফোর্সকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ছয় মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করে হাইকোর্টে প্রতিবেদন জমা দিতে।
টাস্কফোর্সের প্রধান ও পিবিআইয়ের প্রধান মোস্তফা কামাল জানিয়েছেন, খুনের রহস্য উদঘাটন হওয়ার মতো কোনো তথ্য এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে প্রতিবেদন জমা দিতে টাস্কফোর্স আদালতের নির্দেশে কাজ করে যাচ্ছে। ছয় মাসের মধ্যে তিন মাস ইতোমধ্যেই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আমরা আমাদের আঙুলগুলো আড়াআড়ি রাখব অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল হবে কিনা। জানা গেছে তদন্তের দায়িত্ব পাওয়ার পর পিবিআই কাগজপত্র নিয়ে বিশ্লেষণ করেছে এবং অকুস্থল পরিদর্শন করেছে। তারা তদন্তের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ল্যাব থেকে পাঠানো প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রুনীকে পেছন থেকে ডান হাত দিয়ে পেটের ডানপাশে কোপ দেওয়া হয়েছে। তার পরনের টি-শার্টে ওই ব্যক্তির ডিএনএ পাওয়া গেছে। সবুজ রঙের ওড়না দিয়ে সাগরের হাত-পা বাধা ছিল। সেখানে আরেকজনের ডিএনএ পাওয়া গেছে। পিবিআই এখন ওই দুই ব্যক্তির ডিএনএ মিলিয়ে দেখতে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের খুঁজছে। সাগর-রুনী নির্ভেজাল মানুষ ছিলেন। তাদের সঙ্গে কারোর কোনো ধরনের দ্বন্দ্ব বা বিরোধ ছিল, এমন কিছু জানা যায়নি। কর্মজীবনে তারা কোনো ধরনের হুমকির সম্মুখীন হননি। আসলে কে বা কারা ওদেরকে হত্যা করল এবং হত্যা করাল। মামলার বাদী ও রুনীর ভাই নওশের আলম প্রথম আলোকে বলেছেন, 'পিবিআই আমার সঙ্গে কয়েকবার কথা বলেছে। সবকিছু মিলিয়ে মনে হচ্ছে, সরকার ঘটনার রহস্য উদঘাটন করতে পারবে। তবে তদন্তের ফল না পাওয়া পর্যন্ত আশাবাদী হতে পারছি না।' ঘটনা তদন্তের পূর্বাপর বৃত্তান্ত প্রথম আলোর কাছ থেকে পাওয়া গেছে। এ অংশটি অনেকটা এই পত্রিকার আশ্রয়েই লেখা হয়েছে।
বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে সাগর-রুনী হত্যার ঘটনাটি বহুল আলোচিত। গোড়া থেকেই বেশির ভাগ মানুষের সন্দেহ ছিল এ হত্যাকাণ্ডে এমন কেউ বা কারা জড়িত, যাদের ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য। সে কারণে হয়তো এ হত্যার রহস্য উন্মোচিত হয়নি। অনেকের ধারণা তদন্তকারীরা ক্ষমতার চাপ অনুভব করায় তদন্ত কাজ পরিণতি পায়নি। এখন দেশে ভিন্ন এক ধরনের সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। এ সরকার ন্যায়বিচার নিশ্চিতে সংকল্পবদ্ধ। আমরা আশা করব ডিএনএ আবিষ্কার হওয়ায় অপরাধী শনাক্তের একটি চাবিকাঠি খুঁজে পাওয়া গেছে। এখন মিলিয়ে দেখার বিষয় এ চাবির সঙ্গে কোন তালার সম্পর্ক রয়েছে। আশা করি অপরাধের জটিল রহস্য ভেদ করতে পারঙ্গম পিবিআই পেশাগত একাগ্রতা নিয়ে সাগর-রুনী হত্যার রহস্য উন্মোচন করে দেশবাসীর উদ্বেগের নিরসন ঘটাবে।

লেখক : শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ।

786

শেফ আবশ্যক

Taste of Bengal
(Indian halal Cuisine)

Up state NY এ ইন্ডিয়ান হালাল রেষ্টুরেন্টে
শেফ আবশ্যক,
ভালো বেতন ও থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে।

ঃ যোগাযোগ ঃ

মনির ঃ 929-206-9520
শফিক ঃ 646-684-0637

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ-এর উদ্যোগে

সম্মিলিত

মহান একুশ উদ্‌যাপন ২০২৫

আয়োজনে ঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন নর্থ আমেরিকা ইনক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন উত্তর আমেরিকা ইনক
জাহাঙ্গীর নগর এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকা
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন
শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন
ইডেন কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন
বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন (BAPA)
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ যুক্তরাষ্ট্র কমান্ড
বাংলাদেশী আমেরিকান আর্টিষ্ট ফোরাম
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা)
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
অনুপ দাশ ড্যান্স একাডেমি (আড্ডা)
রবীন্দ্র একাডেমি
নীলা ড্যান্স একাডেমি
অন্তরা ড্যান্স একাডেমি
নিউইয়র্ক সিটি বাংলাদেশী সিভিল সার্ভিস সোসাইটি
বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন নিউইয়র্ক চ্যাপ্টার
আমেরিকান এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার্স
এন্ড আর্কিটেক্ট নিউইয়র্ক (AABEA)
প্রবাসী বরিশাল বিভাগীয় কল্যাণ সমিতি ইউএসএ
নিউইয়র্ক বাংলাদেশ আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব
চাটখিল উপজেলা সমিতি ইউএসএ ইনক
গাইবান্ধা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক
গোপালগঞ্জ ফাউন্ডেশন আমেরিকা ইনক
রংপুর জেলা এসোসিয়েশন ইনক
প্রবাসী শরীয়তপুর সমিতি ইউএসএ ইনক
নরসিংদী জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক
প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন
সবিতা মাদার এন্ড চিলড্রেন ফাউন্ডেশন
কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক এসোসিয়েশন
বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ
ইউনাইটেড হিন্দুস অব ইউএসএ
মৈত্রী ফাউন্ডেশন
চট্টগ্রাম সমিতি অব নর্থ আমেরিকা
চিটাগাং রাইজিং

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনায়

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা)
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
অনুপ দাশ ড্যান্স একাডেমি (আড্ডা)
রবীন্দ্র একাডেমি
নীলা ড্যান্স একাডেমি
অন্তরা সাহা ড্যান্স ট্রুপ
সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন

স্থান ও সময়

কুইন্স প্যালেস
37-11 57th Street
Woodside, NY 11377

একুশের অনুষ্ঠান মালা শুরু বৃহস্পতিবার ২০শে ফেব্রুয়ারী বিকাল ৫:০০ টায়

মহান একুশ উপলক্ষে শিশু-কিশোরদের মেধা প্রতিযোগিতা

তারিখ: ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৫, রোববার
সময়: সকাল ১১টা

Venue: PS-125
46-02 47th Ave, Woodside, NY 11377

ক গ্রুপ: কিন্ডারগার্টেন থেকে ৩য় গ্রেড
- অংকন: উন্মুক্ত
- লিখন: ব্যঞ্জনবর্ণ ১০টি
- আবৃত্তি: ছড়া/কবিতা (মুখস্থ)

খ গ্রুপ: ৪র্থ গ্রেড থেকে ৭ম গ্রেড
- অংকন: বাংলাদেশের নদীসহ গ্রাম
- লিখন: ইংরেজী বাক্যের বাংলা অনুবাদ
- আবৃত্তি: একুশের কবিতা (মুখস্থ)

গ গ্রুপ: ৮ম গ্রেড থেকে ১২ গ্রেড
- অংকন: একুশের আল্পনাসহ শহীদ মিনার।
- লিখন: **History of Ekushe February (Bengali Language Movement)**
- আবৃত্তি: বিষয়-মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কবিতা (মুখস্থ)

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

আজহার আলী খান (৫১৬) ৫১৩-৪৫৮৩	আল্পনা গুহ (৬৪৬) ৯১৯-৫৫৮৫
নাসিম পারভিন মিরান (৬৪৬) ৩০০-১৪০১	ড. রুমা রায় চৌধুরী (৯২৯) ৪১৪-৭৪০১
সবিতা দাস (৩৪৭) ৪৫৫-৪৮৪৮	অন্তরা সাহা (৩৪৭) ৬৮২-১৬৪০
নূপুর চৌধুরী (৬৪৬) ৭০৭-১৩৪৪	নীলা জেরিন (৯২৯) ৬১৫-০২২৭

সুধী, সম্মিলিত মহান একুশ উদ্‌যাপন পরিষদের পক্ষ থেকে এবারও ব্যাপক আয়োজনে "সম্মিলিত মহান একুশ" উদ্‌যাপনের সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আগ্রহী সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক, পেশাজীবী, শিক্ষা ও সেবামূলক সংগঠনসমূহকে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ ও রেজিষ্ট্রেশন করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

যোগাযোগ

এস.এম আলম	৯১৭-৬০২-৫৩৯৭
মোঃ রুহুল আমিন সরকার	৭১৮-৭০৫-২২২৮
সাহিনা আকতার লিপি	৩৪৭-৭২৭-৮৪৪২
মোয়াজ্জেম হোসেন খান	৫১৬-৩৪৩-৯৪৫৬
স্বপন বড়ুয়া	৬৪৬-৫০৮-৪৪০৬
এ.কে. আজাদ তালুকদার	৬৪৬-৫৩৩-৮২৩১
মোঃ তাজুল ইসলাম	৯১৭-৫৭৬-৬৩২৩
মোল্লা নাসিরুজ্জামান	৯১৭-২৮৮-৮৪৫৮
মোঃ গোলাম মোস্তফা	৯১৭-৪৪০-৭৮৩২
মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান	৯১৭-৫২৩-১৩৪৪
মোঃ আবদুল মতিন	৬৪৬-৩৮৮-২২২৯
মোঃ গাজী সালাহউদ্দিন	৩৪৭-৭৭৬-০৯১৭
মোঃ ইউসুফ আলী	৩৪৭-৫৫৭-২৩১৩
মোঃ মাসিক মজুমদার	৯১৭-৩৮০-৫৫০৫
ইকবাল মোর্শেদ	৬৪৬-৭৩২-৩৪৯০
মোঃ লিয়াকত আলী	৫১৬-৫৮৯-৩৯৩৭

মোঃ আলমগীর শরীফ	৩৪৭-২৫১-১৭৩৫
ইশতিয়াক কিরোজ	৯২৯-৩০৩-০৩০৩
সাইফুল ইসলাম ভূইয়া	৯১৭-৮৩২-৩০১৯
সুশীল সিনহা	৯১৭-৯৩২-৭০৪৪
বেলাল মাহমুদ	৬৪৬-৩৪২-৮৯৯৪
ফজলুর আলম বাবু	৬৪৬-৩৩৮-৯৪৭১
মীর কাসেম রাসেল	৬৪৬-৩০৩-০২৮৭
শামীম আরা বেগম	৬৪৬-৬৮৩-৭৯৪২
আব্দুল সবুর	৩৪৭-৯২৫-২০১০
সৈয়দ মিজানুর রহমান	৯১৭-৮২৫-৭৩০৯
সুমন দেবনাথ	৯১৭-২৮৫-৫৪৯০
অধ্যাপক সাইদী মোশাররফ	৩৪৭-২৫৭-৪০৫৮
আশার আজাদ	৯১৭-৫২০-০০০২
ডাঃ শাফিকুর রহমান	৭১৮-৭০৯-১৫৯৩
মাকসুদুল হক চৌধুরী	৯১৭-৮৫৪-৪১৪৪
রফিকুল ইসলাম মিয়া	৬৪৬-২৩২-৭৯৫১

জসীম উদ্দিন আহমেদ	৩৪৭-৬৯৭-৯৪৮৯
মোঃ সাজেদুল মোস্তাফেন খান	৯২৯-৩৯৩-৯০০২
মোহাম্মদ কাশেম	৬৩১-৬৬৪-৭১৭২
মাসেক মালিক	৩৪৭-৭২৪-৭৫০১
তরুণ সরকার	৯১৭-৬০৭-৭৩৯৫
শামীম শকুর	৬৪৬-২৭২-৮৬৪৭
মোঃ শাহজাহান সরকার	৩৪৭-৬৩৬-৭৯০৯
মোহাম্মদ মিয়া সুরু	৯২৯-৭০৯-৩৮৩৮
রফি আলিয়াস	৭১৮-৩০০-৫১৯৪
সমীরণ বড়ুয়া	৩৪৭-৬৭৯-৯৮৩৩
গ্যাব্রিয়েল তাপস গমেজ	৯১৭-৭২৩-৫৬৬৪
দিলোয়ার জাহান	৩৪৭-২৩৭-১৩২৮
বিশ্বজিৎ চৌধুরী	৯১৭-৯৩৯-৯৯৯৩
শরণম গাঙ্গুলি	৩৪৭-৮৩৭-৯০০৫
দিলাল খান আজাদ	৩৪৭-৩৪৫-৯৪২৭
শাহ আল শফিক আশরাফী	৩৪৭-৫৭১-১১৫৬

সমগ্র অনুষ্ঠানটি TBN 24 সম্প্রচার করবে

শান্তিতে নোবেলের জন্য মাস্কের মনোনয়ন

৬২ পৃষ্ঠার পর

এবং ইউরোপের দেশগুলোর জোট ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পার্লামেন্ট সদস্য ব্রাঙ্কো গ্রিমস গত ৩০ জানুয়ারি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানিয়েছেন। বার্তায় নোবেল কমিটির ই-মেইলও সংযুক্ত করেছেন গ্রিমস।

ওই পোস্টে গ্রিমস বলেন, বাকস্বাধীনতা একটি মৌলিক মানবাধিকার এবং ইলন মাস্ক দীর্ঘদিন ধরে এ অধিকারের বিস্তার ও সুরক্ষায় কাজ করছেন। নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য তার টিম নরওয়ের নোবেল কমিটি বরাবর পিটিশন জমা দিয়েছিল এবং নোবেল কমিটি তাতে সায় দিয়ে মাস্ককে ২০২৫ সালের শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বৈদ্যুতিক গাড়ি প্রস্তুতকারী কোম্পানি টেসলা এবং নভোযান ও মহাকাশ অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী কোম্পানি স্পেসএক্সের স্বত্বাধিকারী ইলন মাস্ক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সেরও মালিক, যেটি একসময় টুইটার নামে পরিচিত ছিল। ২০২৩ সালে টুইটারের মালিকানা কিনে নেন তিনি।

এর আগে, গত ডিসেম্বরে ব্রাঙ্কো গ্রিমস ব্রাসেলসে এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন যে 'বাক স্বাধীনতা'র বিস্তার ও সুরক্ষার জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার মাস্কের প্রাপ্য। তিনি বলেছিলেন, 'মাস্ক যেন আগামী বছর শান্তিতে নোবেল জয় করতে পারেন, সেজন্য নোবেল কমিটির কাছে আমি প্রস্তাব পাঠাব।' গ্রিমসের এ বক্তব্যের এক মাসের মধ্যেই মাস্ককে মনোনয়ন দিলো নরওয়ের নোবেল কমিটি।

প্রকৌশল, পদার্থ, রসায়ন, চিকিৎসা, সাহিত্য, অর্থনীতি ও শান্তি এই ছয় ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখার জন্য প্রতি বছর প্রদান করা হয় বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন পুরস্কার নোবেল। শান্তিতে নোবেল প্রদান করে নরওয়ের নোবেল কমিটি এবং বাকি পাঁচ ক্ষেত্রে নোবেল প্রদান করে সুইডেনের সুইডিশ রয়েল একাডেমি।

রহস্য এই যে, সরকারের কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন

৬ পৃষ্ঠার পর

সহিংসতা সৃষ্টির পেছনে দেশি-বিদেশি নানাজনের ভূমিকা থাকতে পারে। এটা চিহ্নিত করা, প্রতিহত করা এবং জনগণের সামনে স্পষ্ট করা অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব। এই জায়গাটিতে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা দেখেই একটা উদ্বেগের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।

অপারেশন ডেভিল হান্টের প্রসঙ্গে যৌথ বাহিনীর পূর্বের ভূমিকার কথা মনে পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। বিভিন্ন সরকারের সময় যৌথ বাহিনীর এ ধরনের অপারেশনের রেকর্ড ভালো নয়।

আওয়ামী লীগ আমলের পুরোনো যেসব ফর্মুলা ছিল আদালত, পুলিশ, যৌথ বাহিনী-এদের যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল, এখনো সেই একই ধরনের তৎপরতা আমরা দেখতে পাচ্ছি। কথাবার্তার ধরনও একই রকম। সরকারের পক্ষ থেকে যেসব স্ববিরোধী কথাবার্তা বলা হচ্ছে, সেগুলোও আগের সরকারের কথা মনে করিয়ে দেয়। ছাঁচ থেকে বেরোনোর কথা ছিল। কিন্তু এই সরকার সেই ছাঁচকে যেন আরও শক্তিশালী করতে যাচ্ছে।

নাগরিকদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে কিছু সুনির্দিষ্ট চাওয়া থাকতে পারে। প্রথমত, সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে যে তারা আসলে কী চায়। সরকারের মধ্যে যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে চিন্তার ঐক্য কিংবা অবস্থানের ঐক্য পরিষ্কার করা উচিত। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক বিভিন্ন পক্ষ, রাজনৈতিক দলও অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন কাজে যথেষ্ট সন্তুষ্ট নয়। এ বিষয়কে গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া উচিত সরকারের। সাম্প্রতিক সহিংসতার ঘটনা কোনো রাজনৈতিক দল সমর্থন করছে না। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টাও সমর্থন করছেন না। তবুও ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অদক্ষতা কিংবা অমনোযোগিতার কারণে। কোথায় ঘাটতি আছে, তা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

তৃতীয়ত, কোনো ধরনের বৈষম্য-তা নারী-পুরুষের মধ্যে হোক, জাতিগত হোক বা ধর্মীয় হোক, যেকোনো বৈষম্য উৎসাহিতকারী তৎপরতা, চিন্তা কিংবা সহিংসতা সরকার বরদাশত করবে না এবং তার বিরুদ্ধে সক্রিয় অবস্থান নেবে। অতীতের মতো বিচারবহির্ভূত তৎপরতা, হয়রানি করা, ডিবি এসে তুলে নিয়ে যাওয়া এবং পুরোনো কালের মতো গল্প বানানো-এগুলোর কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

সরকার নিজের অবস্থান যদি ঠিক করে যে আমরা আগের প্রক্রিয়ায় আর চলব না, তাহলেই সমস্যার সমাধানের দিকে এগোনো যাবে। দেশে যে সরকার আছে, তাদের ওপর যে দায়িত্ব আছে এবং তারা যে একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নিয়েছে, সেটা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে মনে রাখতে হবে।

সংস্কারের জন্য প্রতিবেদন তৈরি করার দায়িত্ব তো সরকারকে পালন করতেই হবে। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, দ্রুত গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচনের দিকে যাওয়াটা এখন সরকারের প্রধান কাজ। তারা যত শিগগির একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দিতে পারবে, আমরা তত দ্রুত অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা পাব।

লেখক: শিক্ষক এবং ত্রৈমাসিক জার্নাল সর্বজনকথার সম্পাদক।

চোখের বদলে চোখ

৭ পৃষ্ঠার পর

ডেকে আনে।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, অপরিণামদর্শী আচরণ দিয়ে এমন সব ব্যক্তি ও দলকে খুঁচিয়ে-খেপিয়ে প্রতিপক্ষ বানানো হয়েছে যে, তারা পরবর্তীকালে রীতিমতো একটা পরাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বনের ফলে আদতে যেটা হয় তা হলো, যে ব্যক্তি বা দলকে গতকাল দেশের কেউ চিনত না, কেউ নামও জানত না, সে আজ খুব অল্পেই পেয়ে যাচ্ছে অপ্রাপ্য ফুটেজ। উপেক্ষা করলে যে ইঁদুর হয়ে থাকত, ঝগড়া-তর্ক করে কোমরে দড়ি বেঁধে আদালতে নিয়ে তাকেই দেওয়া হচ্ছে বাঘের মর্যাদা।

তুমি এক গোল দিলে আমি দেব পাল্টা আর এক গোল-মুশকিল হলো, এই খেলাটার কোনো শেষ নেই। এতে করে বরং প্রতিপক্ষরা নিজের লাইন অব অ্যাকশন ঠিক করে নেয়। তারাও ইটের বদলে মুগুর নিয়ে তেড়ে আসে। আমাদের দেশে বুঝে না বুঝে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে সুকৌশলে খেপিয়ে তুলছে। এই খেলায় প্রতিপক্ষ যেমন দৌড়ের ওপরে থাকছে, অন্য পক্ষও পেছন পেছন দৌড়াচ্ছে, ধেইনাচ নাচছে! তাদের কে বোঝাবে সব সময় কথার হুল ফুটিয়ে, মেরে-কেটেই কেবল নয়, উপেক্ষার মাধ্যমেও উচিত শিক্ষা দেওয়া যায়!

প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী দুনিয়াটা চলে একটা ভারসাম্যের নিয়ম মেনে। এটা বোঝার মতো জ্ঞান হয়তো সবারই আছে। কিন্তু অনেকেই তা ভুলে যায়। আমাদের দেশের প্রেমের কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত সেই গানের চরণ-'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়, আজকে যে রাজাধিরাজ কাল সে ভিক্ষা চায়'-এটাকে আমরা কেউ স্মরণে রাখি না!

প্রতিশোধের পেছনে সব শক্তি ব্যয় করলে নতুন কিছু করার, নতুন করে গড়ার শক্তি থাকে না। দেশকে যদি ইতিবাচক ধারায় এগিয়ে নেওয়া যায়, সৃজনশীল উদ্যোগ নিয়ে উন্নয়নের বিস্ময় সৃষ্টি করা যায়, সেটাই হবে সেরা প্রতিশোধ। প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের রাজনীতি কোনো সুফল ফলায় না। হানাহানির রাজনীতি পরিহার করে দেশে নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটুক দেশবাসী তা-ই চায়।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করতে এবং জাতি হিসেবে এগিয়ে যেতে হলে আমাদের বিরাজমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক ও পরিচালকদের মানসিকতার পরিবর্তন। মানসিকতার পরিবর্তন হলেই কেবল আচরণ বদলাবে এবং আচরণ বদলালেই রাজনীতিতে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহযোগিতাভিত্তিক সংস্কৃতি সৃষ্টির পথ প্রশস্ত হবে, ঘৃণাবোধের অবসান ঘটবে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাজনীতিতে প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও ঘৃণাবোধের পরিণতি ভয়ংকর হতে বাধ্য। শুধু ইটের বদলে পাটকেল, মারের বদলে মার, চোখের বদলে চোখ হলে হানাহানিই কেবল চলতে থাকবে। মহাত্মা গান্ধীর কথাটা আমাদের মনে রাখা উচিত যে, চোখের বদলে চোখ নিলে সারা পৃথিবী অন্ধ হয়ে যায়। আমরা নিশ্চয়ই কেউ অন্ধের সমাজ চাই না!

ইতিহাস মুছে কি সামনে এগোনো যায়

৫ পৃষ্ঠার পর

সরকার, ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িটি শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত কোনো সম্পত্তি নয়। এটি ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি, যেটি কিনা এ দেশের স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতিকালের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ স্মারক। এই ইতিহাস কেবল একটি দল বা একটি পরিবারের নয়, সমগ্র দেশ ও জাতির ইতিহাস। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এই বাড়িতেই সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে। পরবর্তী সময়ে একটি ট্রাস্টের কাছে হস্তান্তরের মাধ্যমে বাড়িটিকে জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়। অথচ বাড়িটি যারা গুঁড়িয়ে দিয়েছে, তাদের দাবি, এটি নাকি ফ্যাসিবাদের প্রতীক। গত বছরের ৫ আগস্টও বাড়িটিতে হামলা ও ভাঙচুর করা হয়েছিল, তবে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়নি। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধের অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্মারক তখনো আক্রান্ত হয়েছে।

গত বছরের ৫ আগস্ট দেশে যা ঘটেছে, সেটিকে কেউ কেউ বিপ্লব বলে আখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলেও আদতে তা একটি গণ-অভ্যুত্থান। বিশ্ব ইতিহাসে বিপ্লবের নজির হিসেবে ধরা হয় ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব ও ইরানের ইসলামি বিপ্লবকে। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়ায় পর পর দুই দফা বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। প্রথম দফায় ফেব্রুয়ারি (গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জি অনুসারে মার্চ) মাসে সংঘটিত বিপ্লবকে বলা হয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। ওই বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে অপসারিত করে সপরিবারে কারাবন্দী করা হয়েছিল। আত্মগোপনে থাকা বলশেভিক বা কমিউনিস্টরা পেত্রোগ্রাদে ফিরে প্রথমে কেরেনস্কি সরকারের সঙ্গে সমঝোতা করেই এগোচ্ছিলেন। কারণ, পার্লামেন্টে তখন বলশেভিকরা ছিলেন সংখ্যালঘু। তবে এপ্রিলের শুরুতে লেনিন পেত্রোগ্রাদে ফেরার পরপরই পরিস্থিতির মোড় ঘুরতে শুরু করল। দেশে ফিরেই লেনিন ঘোষণা করলেন, রাশিয়ায় বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কোনো প্রয়োজন নেই, রাশিয়ার সরকার পরিচালিত হবে শ্রমিক ও কৃষকের দ্বারা। তিনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে এগোতে থাকলেন। অবশেষে ২৫ অক্টোবর (গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জি অনুসারে ৭ নভেম্বর) জনগণের সমর্থন নিয়ে বলশেভিকরা গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনাগুলোতে হানা দিয়ে পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৮ সালের ১৬ জুলাই কমিউনিস্ট পার্টি জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে সপরিবারে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। ওই রাতে জারের পরিবারের সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হলেও জারের বাসভবন ধ্বংস করা হয়নি। বাড়িটিকে জাদুঘর বানানো হয়েছে, যা এখনো সুরক্ষিত।

দেশে গণ-অভ্যুত্থান সফল হওয়ার পর যা জরুরি দরকার ছিল, গত ছয় মাসে আমরা তার কিছু কি দেখেছি? ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান হলো একটি বৈষম্যমুক্ত ও সমতার দেশ গড়ার লক্ষ্যে। অথচ ছয় মাসে আমরা বাজার সিন্ডিকেটের টিকিটিও ছুঁতে পারিনি। গণমুখী বাজারব্যবস্থা গড়ার কোনো পদক্ষেপই নেই। আমলাতন্ত্রচালিত ও ধনিকশ্রেণির নেতৃত্বাধীন যে শোষণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টি করে, সেটি ভাঙার কোনো উদ্যোগ কি আমাদের আছে? সেদিকে নজর না দিয়ে আমরা ভবন ভাঙা আর ইতিহাস মোছার চেষ্টায় মত্ত। অথচ ইতিহাস যে মোছা বা বদলানো যায় না, তার প্রমাণের তো অভাব নেই। কেউ কেউ ৩২ নম্বর বদলানোর পরামর্শও দিচ্ছেন। তারা কি জানেন না, বহু বছর আগেই সরকার সেটি বদল করে ১১ করেছে! কিন্তু এত বছরেও কেউ কি ১১ উচ্চারণ করেছে? এসব মোসাহেবি আর ভাঙাভাঙি করে সামনে এগোনো যাবে না। এগোতে হলে ইতিহাস নয়, ব্যবস্থা বদলাতে হবে।

লেখক: সাংবাদিক ও গবেষক।

ডিআরইউ'র ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী

৫২ পৃষ্ঠার পর

ডিআরইউ'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক আজকালের কন্ট্রিবিউটিং এডিটর মনোয়ারুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিআরইউ সভাপতি আবু সালেহ আকন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল। সঞ্চালনা করেন ক্রীড়া সম্পাদক মো. মজিবুর রহমান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মনোয়ারুল ইসলাম বলেন, গত ১৫ বছর নানাবিধ কারণে সাংবাদিকতা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে অনেক প্রশ্ন ছিল। বিশেষ করে সাংবাদিকতার মানের ক্ষেত্রে। তাই অনুরোধ থাকবে আমরা যারা সাংবাদিকতা করি তারা যেন এই পেশার মর্যাদা রেখে সততার সাথে কাজ করি। পাশাপাশি তিনি ডিআরইউ'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, আমি সব সময় ডিআরইউ'র পাশে ছিলাম, আছি এবং থাকবো।

প্রতিযোগিতার পুরুষ এককে চ্যাম্পিয়ন আবদুল্লাহ শাকী, রানার আপ শামীম আহমেদ ও তৃতীয় হয়েছেন সোহেল হোসেন পাটোয়ারী। নারী এককে চ্যাম্পিয়ন মাকসুদা লিপি, রানার আপ জাহিদা পারভেজ ছন্দা ও তৃতীয় তানজিনা ইয়াসমিন। স্টাফদের এককে চ্যাম্পিয়ন জসিম উদ্দিন, রানার আপ জাকির হোসেন বাবুল ও তৃতীয় ফিরোজ হাওলাদার।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অর্থ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সুমন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মিজান চৌধুরী, কল্যাণ সম্পাদক রফিক মৃধা, কার্যনির্বাহী সদস্য মোঃ জুনায়েদ হোসাইন (জুনায়েদ শিশির) ও সুমন চৌধুরী।

৯ দিনব্যাপী প্রতিযোগিতায় ডিআরইউ'র ৬৫ জন সদস্য ও ১৬ জন স্টাফ অংশগ্রহণ করেন। বিজয়ীদের ট্রফি ছাড়াও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। (প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

আপনি কি সহজে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে চান?

আমরা আপনাকে সহজে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আমাদের দক্ষ ছেলে / মেয়ে ইনস্ট্রাকটার আপনাকে যত্নসহকারে নিখুঁতভাবে তৈরী করবে।

BEGINNER'S DRIVING ACADEMY

Please Call

(929) 244 7730

129-20 Liberty Avenue
South Richmond Hill, NY 11419

71-16 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372

তুলসী সিনেটের ভোটে জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক

৬২ পৃষ্ঠার পর

গোয়েন্দা তথ্য উপস্থাপন করবেন এবং তা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন তিনি।

তুলসি গ্যাবার্ড, যিনি ২০২০ সালে ডেমোক্র্যাট হিসাবে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য দৌড়ঝাঁপ করেন, পরে দল ছাড়ার আগে দলের একজন সোচ্চার সমালোচক হয়ে ওঠেন। তিনি অক্টোবরে ঘোষণা করেছিলেন যে রিপাবলিকান পার্টিতে যোগ দিয়েছেন এবং ট্রাম্পকে সমর্থন করছেন।

গ্যাবার্ড সিনেটের উভয় অধিবেশনে গোয়েন্দা কমিটির সামনে উপস্থিত হন এবং তাঁর যোগ্যতা এবং বিভিন্ন বিষয়ে মতামত নিয়ে প্রকাশ্যে তীব্র প্রশ্ন করা হয়। তারা এডওয়ার্ড স্নোডেনের প্রতি তার অতীতের সহানুভূতির অভিব্যক্তিগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছিল। যিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের বৃহত্তম গোয়েন্দা তথ্য ফাঁসের জন্য দায়ী। সিরিয়া এবং লেবাননে তার বিতর্কিত সফর করা, তিনি তখন পদচ্যুত সিরিয়ার স্বৈরশাসক বাশার আল-আসাদের সাথে দেখা করেছিলেন। তার অতীতের মন্তব্যগুলি ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের জন্য ন্যাটোকে দোষারোপ করেছেন। অনেক সিনেটর তাঁর উত্তরে সন্তুষ্ট ছিলেন না। আলাস্কার লিসা মুরকোভস্কি এবং লুইসিয়ানার বিল ক্যাসিডিও গ্যাবার্ডের মনোনয়নের পিছনে ছিলেন। সেনেটের সাবেক রিপাবলিকান নেতা ম্যাককনেল স্নোডেন এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ নিয়ে গ্যাবার্ডের বক্তব্য নিয়ে উদ্বেগের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে তিনি এই ভূমিকার জন্য তার যোগ্যতা প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া গোয়েন্দা মূল্যায়ন জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার একজন পরিচালকের দ্বারা কলঙ্কিত হয়েছে এবং রায়ে উদ্বেগজনক ত্রুটির ইতিহাস রয়েছে বলে জাতির চিন্তা করা উচিত নয়। শুনানিতে গ্যাবার্ডকে একটি বিতর্কিত নজরদারি কর্মসূচি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। যা সমালোচকদের মতে প্রান্তিক সম্প্রদায়গুলিকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ঝুঁকির মধ্যে ফেলে। গ্যাবার্ড ফরেন ইন্টেলিজেন্স সার্ভিল আক্টের (এফআইএসএ) ৭০২ ধারাসহ বিভিন্ন বিষয়ে তার অবস্থান পরিবর্তন করেছেন। যা প্রগতিশীল এবং রক্ষণশীল উদারপন্থীদের দ্বারা একইভাবে সমালোচিত হয়েছে।

ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্সের পরিচালক হিসাবে, গ্যাবার্ডের নজরদারি কর্মসূচির সমন্বয় করার জন্য ব্যাপক এখতিয়ার থাকবে। আইনজীবীরা বলছেন যে প্রান্তিক সম্প্রদায়, গণ প্রতিবাদ আন্দোলন এবং ট্রাম্পের রাজনৈতিক শত্রুদের লক্ষ্যবস্তুতে ব্যবহার করা হতে পারে।

ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপি'র দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

৬২ পৃষ্ঠার পর

আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও ইউরোপ-আমেরিকা, আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের বিএনপির সাংগঠনিক সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন খোকন। তিনি সকলের সমর্থন নিয়ে বদরুল আলম চৌধুরী শিপলুকে সভাপতি ও এম ওয়াহিদ রহমানকে সাধারণ সম্পাদক পদে পুনঃ নির্বাচিত ঘোষণা করেন। তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপি'র কমিটি পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি কাজ করছিলেন। ২০২৩ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের সাথে এ বিষয়ে দু'দুটি ভার্চুয়াল সভা হয়। ২০২৪ সালের ২৮ ডিসেম্বরের ভার্চুয়াল সভা শেষে নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে ৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে প্রার্থিতার আবেদন আহবান করা হয়। ৫ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের ভার্চুয়াল সভায় ঘোষণা করেন, শুধুমাত্র বদরুল আলম চৌধুরী শিপলু সভাপতি ও এম ওয়াহিদ রহমান সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থিতা দিয়েছেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ক্যালিফোর্নিয়া শাখার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ও কর্মীসভায় স্বশরীরে উপস্থিত থেকে কমিটি গঠনের সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ৬ই ফেব্রুয়ারী লস এঞ্জেলেসে আসলে ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপির বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী লস এঞ্জেলেস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে তাকে স্বাগত জানান। শনিবার সন্ধ্যায় তিনি দলীয় কার্যালয়ে ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপির নেতা কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী দুপুরে নর্থ হলিউডের চার্চ অব সাইন্টোলজির মিলনায়তনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ক্যালিফোর্নিয়া শাখার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ও কর্মীসভায় প্রধান অতিথি আনোয়ার হোসেন খোকন উপস্থিত হলে সংগঠনের সভাপতি বদরুল আলম চৌধুরী শিপলু তাকে বিএনপি'র নির্বাচনী মার্কা ধানের শীষের কোটপিন ও বিএনপির পতাকা অংকিত মাফলার পরিয়ে দেন। প্রধান অতিথি আনোয়ার হোসেন খোকন বলেন, বিগত ১৬ বছরের আন্দোলনে যারা অবদান রেখেছেন কমিটি গঠনে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তিনি নেতাকর্মীদের প্রবাসী কমিউনিটিতে ৩১ দফা নিয়ে কাজ করতে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা সুচারুরূপে বাস্তবায়নের আহবান জানান।

ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপির সভাপতি বদরুল আলম চৌধুরী শিপলুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এম ওয়াহিদ রহমান এর উপস্থাপনায় সভায় আরো বক্তব্য রাখেন, সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরী কাঞ্চন, আব্দুল বাসিত, এডভোকেট শামসুজ্জোহা বাবলু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবদু আমিন ও সিরাজ মোহাইমেন, সিনিয়র সহসভাপতি মাহফুজুর রহমান শাহীন, সহসভাপতি সাইফুল আনসারী চপল, আফজাল শিকদার, মাহতাব আহমেদ, শওকত হোসেন আনজিন, শাহাদাত হোসেন শাহীন, আব্দুর রহিম, হাসনাত খন্দকার, যুগ্ম সম্পাদক ফারুক হাওলাদার, সৈয়দ নাসিরুদ্দিন জেবুল, মোয়াজ্জেম আহমেদ রাসেল, শায়েক আহমেদ, বদরুল আলম মামুন, মহিলা সম্পাদিকা এডভোকেট শামসুন খান লাকী, খায়রুজ্জামান মামুন, আরিফুজ্জামান আরিফ, ওমর ফারুক মামুন, বাবর মহিউদ্দিন, ওমর ফারুক টিটু, সাজিন বিন ইউসুফ, সরোয়ার খান বাবলু, এক মোহন জন, সেলিমা মণি, সেলিমা আলী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন দলের সাংগঠনিক সম্পাদক লোকমান হোসেন। আমেরিকা ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও বিএনপির দলীয় সংগীত বাজানো হয়। বিগত চার বছরের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের ছবি প্রদর্শন করা হয় ভিডিও প্রজেকশনে।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি নিহত আরেকজন হারালেন দুই পা

৬২ পৃষ্ঠার পর

যাচ্ছিলেন। পার্কচেস্টারে রাস্তা পার হওয়ার সময় বেপরোয়া একটি গাড়ি ওয়াহিদ মিয়াকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্স তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার গ্রামের বাড়ি সিলেটের দক্ষিণ সুরমায়।

এদিকে জ্যামাইকার হিলসাইডের পাশে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি আনিসুর রহমান রানা হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৪ ফেব্রুয়ারি দুপুর ২টা ৪৫ মিনিটের সময় নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় ইকনা মসজিদের পাশের চৌরাস্তায় ১৬৮ স্ট্রিট ও ৮৯ অ্যাভিনিউতে দুই গাড়ির ধাক্কায় চাপা পড়েন আনিসুর রহমান। ওয়ানওয়ে চলাচলের রাস্তাটিতে বাম দিকে টার্ন করার সময় দ্রুতগামী একটা গাড়ি আরেকটি গাড়িকে ধাক্কা দিলে ওই সময় পার্কিং অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা আনিসুর রহমানকে সজোরে আঘাত করে।

এ সময় তিনি তার গাড়ির সামনের গ্লাস পরিষ্কার করছিলেন। প্রচণ্ড ধাক্কায় আনিসুর রহমান প্রায় ২০ ফুট দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এ সময় ইকনা মসজিদে স্টার রাইডিং থেকে নিজ মেয়েকে আনতে গিয়েছিলেন সাউথ জ্যামাইকায় বসবাসকারী আনিসুর রহমান রানা। কে বা কারা পুলিশে কল করলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্স ঘটনাস্থলে এসে আনিসুর রহমানকে জ্যামাইকা হসপিটালে নিলে চিকিৎসক দ্রুত একটি পা কেটে ফেলেন।

পরের দিন ৫ ফেব্রুয়ারি চিকিৎসকরা আরেকটি পা বাঁচানোর চেষ্টা করলেও সেটিও রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে তিনি জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে রয়েছেন। পরে তার দ্বিতীয় পা কেটে ফেলা হয়। তার বাড়ি বাংলাদেশের রংপুরের ধাপ এলাকায়। আনিসুর রহমান সাউথ জ্যামাইকায় থাকেন পরিবার নিয়ে। তিনি এক ছেলে (৮) ও এক মেয়ের (৫) জনক।

ইউএসএআইডি'র অর্ধশতাধিক কর্মকর্তা ঢাকা ছাড়লেন

৬২ পৃষ্ঠার পর

কর্মকর্তা অফিস, আসবাব ফেলে ওয়াশিংটনের ফ্লাইট ধরেছেন। কেবলমাত্র জরুরী চিকিৎসা বা সন্তানদের পড়াশোনা সংক্রান্ত জটিলতায় রয়েছে এমন দু-একজন কর্মকর্তা ডেটলাইনের বাইরে যৌক্তিক কিছু সময় পাচ্ছেন। তবে তারা আর অফিস করবেন না বলে জানা গেছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৩টি দেশ ছাড়া ইউএসএআইডির বৈশ্বিক তহবিল স্থগিত করেন। সংস্থাটিকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে একীভূত করার পরিকল্পনা নিয়েছে নব গঠিত প্রশাসন। এ জন্য সংস্থাটির ওয়েবসাইটও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্তের ফলে সংস্থাটিতে কর্মরত বাংলাদেশিদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। ইউএসএআইডিতে আড়াই শতাধিক বাংলাদেশি কর্মরত ছিলেন। ইউএসএআইডির মতো এত বড় সংস্থা এভাবে হয়তো বন্ধ করে দিতে পারবে না ট্রাম্প প্রশাসন। সাময়িকভাবে এটি ৯০ দিনের জন্য বন্ধ করা হয়েছে। এটা অনুমেয় যে, ইউএসএআইডির কার্যক্রম ফের চালু থাকলেও দেশে দেশে সংস্থাটির কার্যক্রম নিশ্চিতভাবে কমবে।

যুক্তরাষ্ট্রে আবার বিমান বিধ্বস্তে নিহত ১০

৬২ পৃষ্ঠার পর

গিয়েছিলেন। আলাস্কার পুলিশের বরাত দিয়ে মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, বিধ্বস্ত বিমানটি ছিল মার্কিন বিমান পরিষেবা সংস্থা বেরিং এয়ারের একটি সেসনা ক্যারাভান বিমান। এ ক্যাটাগরির বিমানগুলো ছোট আকারের হয়।

বেরিং এয়ারের অপারেশন্স বিভাগের পরিচালক ডেভিড ওলসেন মার্কিন সংবাদমাধ্যম এনবিসিকে জানান, ৬ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ৩৭ মিনিটে আলাস্কার পশ্চিমাঞ্চলে উনালাকলিট থেকে নরটন সাউন্ড এলাকার উদ্দেশে রওনা হয়েছিল বিমানটি। উনালাকলিট থেকে নরটন সাউন্ডের দূরত্ব ১৪০ মাইল। যাত্রা শুরুর ৪৫ মিনিটের মধ্যেই বিমানটি থেকে রাডারে সংকেত পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়।

এর আগে ৩১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় উত্তর-পূর্ব ফিলাডেলফিয়ায় রুজভেল্ট বুলেভার্ড ও কটম্যান অ্যাভিনিউয়ের কাছে এক ঘটনা ঘটে। তাতে কমপক্ষে দুজন আরোহীসহ বিমানটি একটি শপিং মলের কাছে বিধ্বস্ত হয়।

আটলান্টিক সিটিতে হিন্দু ধর্মীয় সভা অনুষ্ঠিত

৬২ পৃষ্ঠার পর

ওইদিন সন্ধ্যায় আটলান্টিক সিটির , ১৪১১ পেনরোজ এভিনিউর ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত ধর্মসভার বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গীতা থেকে পাঠ, মালা জপ, সমবেত প্রার্থনা, ভজন, কীর্তন ইত্যাদি।

ধর্মসভায় আলোচকরা বলেন, ভগবানকে লাভ করতে হলে চাই আপন চিত্তশুদ্ধি। ভগবান ভজনেই চিত্তশুদ্ধি হয়ে থাকে। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কখনো ভগবৎ দর্শন হয় না। আটলান্টিক সিটির পুলিশ কর্মকর্তা সুমন মজুমদার, দীপংকর মিত্র, তৃপ্তি সরকার, গঙ্গা সাহা, মিতু নন্দী, সুনীল দাশ,সুপ্রীতি দে, দীপা দে, পিকলু দাশ, লাকী চৌধুরী, ঝুমুর বিশ্বাস, সোমা বিশ্বাস,বর্ষা রানা প্রমুখ ধর্মসভার বিভিন্ন পর্বে অংশগ্রহণ করেন। আটলান্টিক সিটির প্রবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন নিয়মিত মাসিক ধর্মসভার আয়োজন করে থাকেন। ধর্মসভা শেষে তাদের সবার মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

Amader Service.com
Your Trusted Service Partner

আমাদের সেবাসমূহ

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
১. ইভেন্ট ডেকোরেশন
২. ফুড সাপ্লাই
৩. ফটোগ্রাফী
৪. ভিডিওগ্রাফী

হোম সার্ভিস
১. ফার্নিচার সেটআপ
২. ইলেট্রিক্যাল
৩. প্লাম্বিং
৪. রিপিয়ারিং (কন্সট্রাকশন)
৫. সার্ভিলেন্স ক্যামেরা

অফিস এ্যাডভাইজারী
১. ভিসা প্রসেসিং
২. পাসপোর্ট রিনুয়াল
৩. যেকোন ধরণের ইমিগ্রেশন ফরম
৪. ডিএমডি সার্ভিস
৫. ইবিটি, ফুড ষ্ট্যাম্প, রেন্টাল এসিসট্যান্ট
৬. হোম কেয়ার

এছাড়াও আমরা বাংলাদেশে বাড়ি, প্লট, জমি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি এবং আপনার বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট এর দায়িত্ব নিয়ে থাকি।

Get all services you need in one place from professional expart, at home!

এ্যাপসটি ডাইনলোড করে আপনার মোবাইল থেকে সরাসরি অর্ডার করুন।

GET IT ON Google Play
GET IT ON App Store

CONTACT
+1 917 519 1151, +1 929 569 9350, +1 347 659 8410
www.amaderservice.com

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY

লাইসেন্স বিহীন কোন ব্যক্তির সহযোগিতায় বাড়ি ক্রয়, বিক্রয় করে প্রতারিত হবেন না, আমরা বিনামূল্যে বাড়ি সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি।

বিঃদ্রঃ আপনি যদি রিয়েল এস্টেট জব করতে চান আপনাকে ১০০% সহযোগিতা করা হবে।

Md. Alamgir Hossain
Associate Broker

75-35 31st Ave, Suite 202
East Elmhurst, NY 11370
Cell : 347-774-6432
Office : 347-846-1200
Email: mdahossain@kw.com

মোঃ আলমগীর হোসেন
লাইসেন্স এসোসিয়েট ব্রোকার
যোগাযোগ:৩৪৭-৭৭৪-৬৪৩২

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

REAL ESTATE, DIVORCE,
IMMIGRATION & SMALL BUSINESS

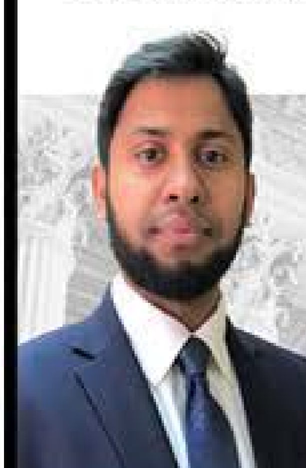

বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা,
ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয়
অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী
বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যুগাযুগ করুন

নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি

Hasan Malik, Esq.
718-433-9243

37-13 74TH ST, FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

ATTORNEY ADVERTISING

ভালোবাসা দিবসে শতাধিক নাটক

বসন্তের রঙে যখন চারিদিক রঙিন

আজকাল বিনোদন

বসন্তের রঙে যখন চারিদিক রঙিন, তখন সেই রঙের পালে বাড়তি হাওয়া দেয় ভালোবাসা দিবস।
এ দিবসকে ঘিরে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের পাশাপাশি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানগুলোর ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোতে থাকে নানান আয়োজন। শ্রোতা-দর্শকরাও মুখিয়ে থাকেন তাদের প্রিয় তারকার কাজের জন্য।
এবারের ভালোবাসা দিবসকে কেন্দ্র করে প্রচারে এসেছে শতাধিক নাটক, টেলিফিল্ম ও ওয়েব কনটেন্ট। এ আয়োজনে জনপ্রিয় অভিনেতা মোশাররফ করিমের একাধিক নাটক রয়েছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য নাটক 'অপহরন' ও 'সরি কামরুল'।
দুটি নাটকে তার সঙ্গে রয়েছেন তানিয়া বৃষ্টি। তানহা তাসনিয়াকে নিয়ে করেছেন নাটক 'বউ সোহাগী'। একাধিক নাটক নিয়ে আসছেন জিয়াউল ফারুক অপূর্ব। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মন দুয়ারী'। এতে তার সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন তরুণ প্রজন্মের অভিনেত্রী নাজনীন নাহার নীহা। এছাড়াও জাকিয়া বারীকে নিয়ে অপূর্ব কাজ করেছেন 'তোকে পাবার জন্য' নাটকে। জনপ্রিয় অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরীও পর্দায় থাকছেন ভালোবাসা দিবসে। তার অভিনীত ওয়েব ফিল্ম 'নীল সুখ' আসছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বিঞ্জে। এছাড়াও থাকছে তার অভিনীত নাটক 'বেস্ট ফ্রেন্ড-২'।
তানজিন তিশার একাধিক কাজও আছে ভালোবাসা দিবসে। তারমধ্যে রয়েছে নাটক 'এক কাপ চা', 'বসন্তবৌরি' ও গায়ক প্রীতম হাসানের সঙ্গে জুটি বেঁধে অভিনয় করেছেন 'ঘুমপরী' নামে একটি ওয়েবফিল্ম। আরও রয়েছে অভিনেতা তৌসিক মাহবুব অভিনীত 'মনেরই রঙে রাঙিয়ে', 'মন দিওয়ানা', 'ব্যাথার বাগান'সহ আরও কিছু নাটক।
ফারহান আহমেদ জোভান অভিনীত নাটকের মধ্যে রয়েছে 'প্রেমেরই পরশে', 'কেমারি মন'সহ একাধিক নাটক।

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

এবার প্রবর্তিত হচ্ছে 'ভালোবাসা পদক'

আজকাল বিনোদন

বাংলাদেশে ভালোবাসা দিবস (১৪ ফেব্রুয়ারি) জনপ্রিয় করে তোলেন সাংবাদিক ও সঞ্চালক শফিক রেহমান। ১৯৯৩ সালে দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে এই দিবসটি উদযাপন শুরু করেন তিনি। এবার সেই হাত ধরেই প্রবর্তিত হতে যাচ্ছে 'ভালোবাসা পদক'।
এই লক্ষ্যে গঠন হয়েছে ভালোবাসা দিবস উদযাপন পর্ষদ। যার উদ্যোগে যায়যায়দিন ও ইস্টিশন কমিউনিকেশনস।
এ উপলক্ষে ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে রাজধানীর হোটেল শেরাটনে আয়োজিত হবে একটি সংবাদ সম্মেলন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সাংবাদিক ও উপস্থাপক শফিক রেহমান এবং তার স্ত্রী তালেয়া রেহমান।
তাদের উপস্থিতিতে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে ভালোবাসা দিবসের ৩৩ বছর উদযাপন ও অনুষ্ঠিতব্য 'ভালোবাসা পদক ২০২৫' প্রদান অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে

এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

ব্যস্ততায় মুখরিত সালমা

আসছে নতুন দুই গান

আজকাল বিনোদন

কয়েকদিন আগেই দেশের গুণি সংগীতশিল্পী আগুনের সাথে দ্বৈত কণ্ঠে গেয়েছেন ক্লোজআপ ওয়ান তারকা সালমা। গানটি শ্রোতা দর্শকের মধ্যে বেশ সাড়া ফেলেছে। এবার ভালোবাসা দিবস উপলক্ষ্যে নতুন দুটি গান নিয়ে হাজির হচ্ছেন এই গায়িকা। এরমধ্যে একটি গান ইউটিউবে প্রকাশিত হয়েছে। এ গানের শিরোনাম 'জাদুরে মধুরে'। গানের কথা লিখেছেন আশিক মাহমুদ, সুর সংগীত করেছেন আকাশ মাহমুদ। এতে সালমার সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে গেয়েছেন আকাশ মাহমুদ। আরেক গানের শিরোনাম 'কী যন্ত্রণা জানেরে'। এই গানটি এখনো প্রকাশ হয়নি। সালমা জানান, দ্রুতই গানটি প্রকাশ হবে।
সালমা বলেন, 'আশিক মাহমুদের লেখা এবং আকাশ মাহমুদের সুর সংগীতে 'জাদুরে মধুরে' গানটি নিয়ে আমি ভীষণ আশাবাদী। এ গানের কথা ও সুর সত্যিই অন্যরকম। ভালোবাসা দিবসের জন্য পারফেক্ট গান। আশা করছি শ্রোতারা এটি উপভোগ করবেন।'
'আরেকটি নতুন গান গেয়েছি। দ্রুতই এটি প্রকাশ হবে কোনো একটি ইউটিউব চ্যানেলে। এটিও প্রেমের গান। শ্রোতারা এখন যে ধরনের গান পছন্দ করছেন সেই আমেজ পাওয়া যাবে এই গানে'- যোগ করেন সালমা।
তিনি জানান, সম্প্রতি নতুন গান ও স্টেজ শো নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটছে তার। আগামী

এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

রুপালি জগতকে বিদায় রাজনীতিতে থালাপাতি

আজকাল বিনোদন

দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় অভিনেতা থালাপাতি বিজয়। ক্যারিয়ারে অসংখ্য হিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন তিনি। অভিনয়ের পাশাপাশি রাজনৈতিক মাঠেও দেখা যায় তাকে। তাই এখন সিনেমা নয়, রাজনীতিতেই পুরো মনোনিবেশ তার।
পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, খুব শিগগির রুপালি জগতকে বিদায় জানিয়ে রাজনীতিতে পুরোপুরি মন দেবেন এই তারকা। তার অভিনীত শেষ সিনেমা হতে যাচ্ছে 'জন নায়ক'। এইচ বিনোদন পরিচালিত এই সিনেমায় যুক্ত হলেন শ্রুতি হাসান।
ইন্ডিয়ান পিটিজের বরাত দিয়ে ইন্ডিয়া টুডে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, শ্রুতি হাসান সিনেমাটিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে দেখা যাবে তাকে। আগামী সপ্তাহে তার অংশের শুটিং শুরুর কথা রয়েছে।
সর্বশেষ 'পুলি' সিনেমায় একসঙ্গে অভিনয় করেন বিজয়-শ্রুতি। ২০১৫ সালে মুক্তি পায় এটি। মুক্তির পর সিনেমাটি বক্স অফিসে সাড়া ফেলতে না পারলেও প্রশংসা কুড়ান এই জুটি। প্রায় ১০ বছর পর ফের একসঙ্গে পর্দায় হাজির হতে যাচ্ছেন এই তারকা যুগল। বিজয়-শ্রুতি ছাড়াও সিনেমাটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেনড় ববি দেওল, প্রকাশ রাজ, পূজা হেগড়ে, প্রিয়ামণি, মমিতা বাইজু প্রমুখ। কেভিএন প্রোডাকশনের ব্যানারে নির্মিত হচ্ছে সিনেমাটি। বর্তমানে চেন্নাইয়ে 'জন নায়ক' সিনেমার শুটিং চলছে।

এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

ব্রিটিশ একাডেমি চলচ্চিত্র পুরস্কার সঞ্চালনায় তারা...

আজকাল বিনোদন

লন্ডনের রয়্যাল ফেস্টিভ্যাল হলে ১৬ ফেব্রুয়ারি বসতে চলেছে মর্যাদাপূর্ণ ৭৮তম 'ব্রিটিশ একাডেমি চলচ্চিত্র পুরস্কার' (বাফটা) আসর। অনুষ্ঠান-টি সঞ্চালনা করতে দেখা যাবে পামেলা অ্যান্ডারসন, জো সা-লদানা, সেলেনা গোমেজ, জেসি আইজেনবার্গ, রাল্ফ ফিয়েনস ও জো অ্যালউইনদের মতো তারকাদের। ব্রিটিশ একাডেমি খবরটি নিশ্চিত করেছে।

অন্যান্য সঞ্চালকদের মধ্যে আরও রয়েছেন অ্যাডাম পি-য়ারসন, অ্যাডাম স্কট, আনা কেন্ড্রিক, ক্যামিলা ক্যাবেয়ে-লা, সেলিয়া ইমরি, চিওয়েটেল এজিওফর, গোয়েনডোলিন ক্রিস্টি, হান্না জন-কামেন, জেমস ম্যাকঅ্যাভয়, জেমস নর্টন, লেটিটিয়া রাইট, লিও উডাল, লুপিতা নিয়ঙ্গও, মারিসা আবেলা, মারিসা টৌমেই, মার্ক হ্যামিল, মিশেল মোনাঘান, নাওমি অ্যাকি, অরল্যান্ডো ব্লুম, সাইমন পেগ, শাজাদ লতিফ, স্টিফেন মার্চেন্ট, থমাসিন ম্যাকেঞ্জি, ভেনেসা কি-রবি, ভেনেসা উইলিয়ামস, উইল পোল্টার, উইল শার্প, টম ফেলটন এবং উনমি মোসাকু। এরইমধ্যে মনোনয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রবার্ট হ্যারিসের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত 'কনক্লেভ' সিনেমাটি ১২টি বাফটা মনোনয়ন নিয়ে এগিয়ে রয়েছে। 'এমিলিয়া পেরেজ' পেয়েছে ১১টি এবং 'দ্য ব্রুটালিস্ট' সিনে-মাটি পেয়েছে ৯টি মনোনয়ন।
'হ্যারি পটার' এবং 'স্টার ওয়ার্স'-এর ওয়ারউইক ডেভিস এই বছরের বাফটা ফেলোশিপে সম্মানিত হবেন, যা শিল্পক-লা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ সম্মাননা।
বাফটা চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য এটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বৈচি-চত্র্যপূর্ণ বছর হতে চলেছে।
উল্লেখ্য, ভৌতিক সিনেমা 'হেরেটিক' এবং 'দ্য সাবস্ট্যান্স', সংগীতনির্ভর সিনেমা যেমন 'উইকড' এবং 'আ কমপ্লিট আননোন', স্টিভ ম্যাককুইনের 'ব্লিটজ'-এর মতো ঐতিহাসিক মহাকাব্য এবং 'জুনঃ পার্ট টু' এবং 'গ্ল্যাডিয়েটর'-এর মতো বড় বাজেটের অ্যাকশন সিনেমাগুলি এবারের বাফটা চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য মনোনয়ন পেয়েছে। *সূত্রঃ হলিউড রিপোর্টার*

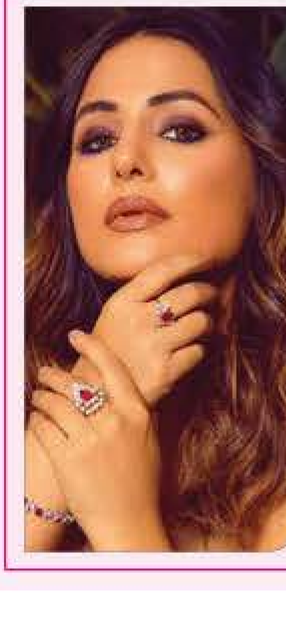

ক্যানসার নিয়েই বিয়ে করছেন হিনা খান!

আজকাল বিনোদন

ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছেন ভারতীয় অভিনেত্রী হিনা খান। গত ২৮ জুন ক্যানসার ধরা পড়ে তার। জানা যায়, স্তন ক্যানসারের তৃতীয় গ্রেডে আক্রান্ত তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অসুস্থতার বিষয়টি নিজেই জানিয়েছিলেন হিনা। ইতোমধ্যে চলছে তার চিকিৎসা।
ক্যানসার নিরাময় পেতে কেমোথেরাপি চলছে। এতকিছুর মাঝেও থেমে নেই তিনি।কখনও হেঁটেছেন মার্জার সরণি

এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

CDPAP সার্ভিস নিয়ে

কোন চিন্তা করবেন না।

Bestcare
Home care, your care.

CDPAP অভিজ্ঞ কিছু লোক নিয়োগ দেওয়া হবে।
যোগাযোগ - (516) 731-7808

সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH
এর অনুমোদিত আমরা আপনার CDPAP সার্ভিস দিতে পারবো।

আমরা বাংলায় কথা বলি

আজ এই যোগাযোগ করুন - (516) 731-7808

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইনস্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই একই বাসা থেকে আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন।

এর জন্য আপনাকে **CDPAP** থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না।

আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুণ্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

Bestcare Corporate: 3000 Hempstead Turnpike, Suite 205, Levittown, New York 11756 | Email: cdpap@bestcare.com

Nassau	Queens	Bronx	Staten Island	Suffolk	Manhattan	Brooklyn
50 Clinton Street Suite 201 Hempstead, NY 11550	70-50 Austin Street Lower Level 130 Forest Hills, NY 11375	4119 White Plains Road Bronx, NY 10466	60 Bay Street Suite 506 Staten Island, NY 10301	97 West Main Street Bayshore, NY 11706	260 W 36th ST Suit 400, New York, NY 10018	1781 Flatbush Ave 2nd Floor Brooklyn, NY 11210

জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড এ নিরিবিলি পরিবেশে

বাংলাদেশী ডাক্তার

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Internal Medicine

Geriatric Medicine

শামীম আহমেদ এম, ডি

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

35-30 , 64th Street, Woodside NY 11377 (Subway E, F, R, N, V, G, 7)

TEL: 718-205-6561

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছে।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.

363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

**PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.**

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

জ্যামাইকার হিলসাইডে অভিজ্ঞ ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠান

IRS e-file

নুসরাত জেরিন

CALL: 917-436-0954

- সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্ন
- কম সময় এবং নূন্যতম ফি
- ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন
- কন্সালটেশন, নোটারী পাবলিক
- নির্ভুল, ঝামেলামুক্ত ও সঠিক ট্যাক্স ফাইলিংসহ যাবতীয় কাজ এর জন্য যোগাযোগ করুন।

168-47 Hillside Avenue (FL2)
Suite B, Jamaica, NY 11432
718-480-6904, 917-436-0954
Email: globalnusrat@gmail.com

ESTD 2017

Tribune Training Academy

Workplace Safety Training School

40-38 75th Street,
Jackson Heights, NY 11373
(718) 790-2664
tribunest@gmail.com
www.tribunest.com

40-HR OSHA/SST: $400

Tribune Training Academy is an outstanding institution with a proven track record of excellence that has made it a top player in the field of safety and technical training. Based in New York City, our esteemed organization has continuously set the standard for quality education through our unwavering commitment to providing the very best in certification training. Below are a list of some of the courses we offer:

- 30 Hour OSHA Training
- 40 Hour OSHA/SST
- 62 Hour Supervisor SST
- 4,16 & 32 Hour Scaffold
- 8-Hour EPA Lead Renovator
- NYS Security Guard License
- Fire Guard/FSD Training
- Work-zone Flagger
- Forklift/Scissor Lift Operator
- Defensive Driving Course

40-HR OSHA/SST: $400 [LIMITED TIME OFFER]

Get your 40-Hour OSHA/SST Training for only $400. This is a limited time offer only and this rate will not be honored once this promotional rate ends.

Zillur Tax Accounting and Insurance

Accounting, Tax Filling, Audit, Insurance and Real State

Zillur Rahim

IRS Enrolled Agent, MBA

646-322-3254

Our Services:

- Personal tax filling
- Business tax filling
- New Business Set-up
- Immigration
- Insurance and all kind of form fill up
- Notary

IRS e-file

We help Buying, Selling and Renting

Zillur Rahim
Exit Realty Prime

88-11A, 169th St. (2nd floor) Jamaica NY-11432

646-322-3254, 718-374-3110

Email : zillurincometaxnyc@gmail.com

Zillurtaxandinsurance.com

গত শুক্রবারের খুৎবা

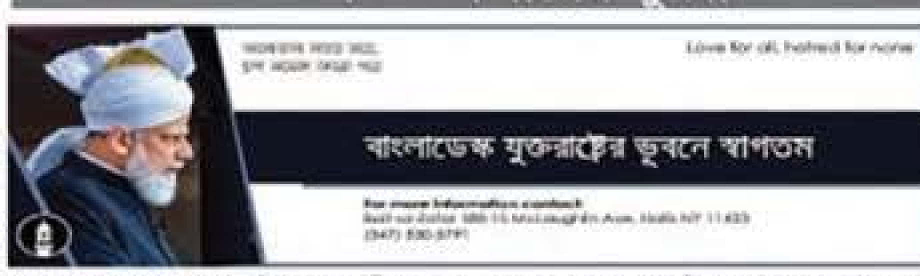

بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৬শে জুলাই, ২০২৪ তারিখে হাদীকাতুল মাহ্দীর জলসা গাহে প্রদত্ত জুমু'আর খুতবায় যুক্তরাজ্যের ৫৮তম বার্ষিক জলসা উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবী কর্মী ও আগত অতিথিদের করণীয় ও অন্যান্য দায়িত্বাদি সম্পর্কে মূল্যবান দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং জলসা'র সফলতার জন্য দোয়ার আহ্বান করেন।

তাশাহহুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় **আজ যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা শুরু হচ্ছে এবং এখানে হাজার হাজার লোক ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে এসেছে।** এ দিনগুলোতে হাদীকাতুল মাহ্দীতে একটি অস্থায়ী শহর বানানো হয়েছে যেন এ পরিবেশে পার্থিব আমোদমুক্ত হয়ে আমরা নিজেদের ধর্মীয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থাকে উন্নত করতে পারি। তাই এ সময়টিতে জাগতিক চাহিদার প্রতি মনোযোগী হওয়ার পরিবর্তে আধ্যাত্মিকভাবে সর্বোচ্চ লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। কিছু মানবীয় প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা থেকেই যায় যা পূরণের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা সামর্থ্যানুযায়ী চেষ্টা করে থাকে, শত শত কর্মী স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে উপস্থাপন করে থাকেন।

এ ধারাবাহিকতায় প্রথমে আমি সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, আপনারা নিজেদের দায়দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করার চেষ্টা করুন। জলসার অতিথিদেরকে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথি মনে করে সেবা করুন। আপনাদের ধারণানুযায়ী যদি কোন অতিথি কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি করেও ফেলে তা উপেক্ষা করুন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন প্রতিটি দেশে অতিথিপরায়ণতা এবং উন্নত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ জামাতে আহমদীয়ার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **অতিথিদের হৃদয় কাঁচের ন্যায় হয়ে থাকে;** স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। তাই খুব ভালভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত যেন তারা কোনভাবে কষ্ট না পায়। জলসায় অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই তো আহমদী আর তারা এ বিষয়টি অবগত হয়েই আসে যে কষ্ট সহ্য করতে হবে, কিন্তু যারা আহমদী নয় কিংবা নবদীক্ষিত আহমদী তারা উত্তম তত্ত্বাবধান পাওয়ার তাদের কথা স্মরণ রেখে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া উচিত। ট্রাফিক, গাড়ি পার্কিং, পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা, পানি সরবরাহ, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপোর্ট যে বিভাগেরই দায়িত্বই হোক না কেন অতিথিদের সহজতার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন এবং তাদের যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয় সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখুন।

এরপর অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, **আপনারা এখানে পুণ্য অর্জনের লক্ষ্যে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জলসায় অংশগ্রহণ করতে এসেছেন।** পার্থিব সম্মান এবং সেবা লাভের প্রতি মনোযোগ দেয়ার পরিবর্তে সেই সমস্ত উন্নত চরিত্র গঠনের প্রতি আরো সচেষ্ট হোন যা একজন প্রকৃত মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে। খোদা তা'লার পথে ভ্রমণকারীদের পার্থিব আরাম আয়েশের প্রতি মনোযোগ খুব কমই থাকে। অনেক সময় ব্যবস্থাপকদের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু এসকল বিষয় উপেক্ষা করা উচিত। যদি প্রত্যেক আগত অতিথির হৃদয়ে এটি বিরাজ করে যে, আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক খোরাক অর্জন তাহলে অতিথি এবং আপ্যায়নকারীদের পারস্পরিক ভালবাসা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে এ দিনগুলো অতিবাহিত হবে। ব্যবস্থাপকদের প্রচেষ্টা সর্বদা এটিই থাকে যেন সমস্ত অতিথির সাথে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করা হয়, তথাপি কখনো কখনো কমবেশি হয়ে যায় যা অতিথিদের উপেক্ষা করা উচিত। তদুপরি আমি স্বেচ্ছাসেবকদের বলে দিতে চাই, অতিথিদের মাঝে বৈষম্য করা উচিত নয়। শ্রেণিভেদে সকল অতিথির আরামের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজে অতিথিদের সম্মান করতেন এবং সেবা করতেন। জলসার বিষয়ে তিনি (আ.) বলতেন, **সকলের জন্য অভিন্ন ব্যবস্থাপনা থাকবে।** একইসাথে তিনি অতিথিদের হৃদয়ে এটি প্রথিত করতেন যে, **আপনাদের এখানে আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল, ধর্ম শেখা, নিজেদের হৃদয়রাজিকে পবিত্র করা এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা।** সুতরাং এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে আপনারা এখানে একত্রিত হয়েছেন। হুযূর বলেন, জলসায় আসন গ্রহণ করে জলসার প্রোগ্রাম ও বক্তৃতাসমূহ মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং এগুলো থেকে উপকৃত হোন। প্রত্যেক মু'মিনের তার সময়ের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী।

জলসায় দূর দূরান্ত থেকে আগমনকারীরা পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করে থাকে। এর মাধ্যমে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের সদস্যরা দেশ-জাতি ও গোত্রীয় বিভক্তি ভুলে এক অসাধারণ ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে। সুতরাং এটিও জলসার একটি উদ্দেশ্য। এ সুযোগকে কাজে লাগানো উচিত, কিন্তু অনেক সময় এভাবে পারস্পরিক আলোচনা ও গল্পগুজবে মত্ত থাকার কারণে গভীর রাত হয়ে যায় আর তাহাজ্জুদ তো দূরের কথা, ফজরে উঠতেই কষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া অনেক সময় খাবারের পর ডাইনিংয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করতে থাকে আর এর ফলে ব্যবস্থাপকদের কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়; এটি সমীচীন নয়। মহানবী (সা.)-এর কাছে আগমনকারী অতিথিদেরকে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **তোমরা খাবার খাওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ বসে গল্পগুজবে মত্ত থেকো না।**

হুযূর (আই.) বলেন, এত বড় সমাবেশে অনেক সময় পারস্পরিক বাকবিতণ্ডা হয়ে যায়। প্রকৃত মু'মিন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **সে তার ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে।** সুতরাং জলসার পরিবেশের পবিত্রতাকে দৃষ্টিপটে রেখে একে অপরের দোষত্রুটি উপেক্ষা করুন। যদি কোন কর্মীর পক্ষ থেকে কোন ভুল হয়েও যায় তখন এটিকে খারাপভাবে নেয়ার পরিবর্তে তাকে সাহস প্রদান করুন এবং ধৈর্য ও মার্জনার আচরণ প্রদর্শন করুন। অতিথিদের অহেতুক বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় আবার কর্মীদেরও অতিথিদের বাড়াবাড়ি দেখে নীরবতা অবলম্বন করা উচিত। মহানবী (সা.)-এর একটি নির্দেশনা হল, **যে তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছিন্ন করে তার সাথেও তুমি উত্তম আচরণ করো।** অর্থাৎ, যদি কেউ কঠোরতা করেও ফেলে তাকে তিক্ত জবাব দেয়ার পরিবর্তে তার সাথে উত্তম আচরণ করো। স্মরণ রাখতে হবে, আমরা যদি উত্তম আচরণ করি তাহলে এটি এক নীরব তবলীগের কাজ হবে। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আমরা যেন কথা, কাজ ও ঈমানের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারি।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, পরস্পরের মাঝে সালাম প্রদানের প্রচলন করুন, অধিক হারে সালাম আদান-প্রদান করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এমন এক পবিত্র দোয়া শিখিয়েছেন যা পরস্পরের মাঝে ভালবাসা ও সৌহার্দ্য ছড়িয়ে দেয় এবং উভয়ের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। মহানবী (সা.) বলেন, **কাউকে চেন বা না চেন সালাম প্রদান করো।** সুতরাং এ সালামের প্রচলন হলে অ-আহমদী ও নবদীক্ষিত আহমদীদের হৃদয়েও ভাল প্রভাব পড়বে এবং তারা ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার প্রশংসাকারী হবে। অনুরূপভাবে প্রতিটি বিষয়ে আমাদের জন্য রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীদের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। কুরআন করীমের নির্দেশ হল, **কোন ব্যক্তি যদি অতিথিকে বলে যে, তুমি ফিরে যাও। তাহলে খুশিমনে ফেরত চলে আসা উচিত।** এক সাহাবী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মানুষের বাড়িতে গিয়ে অনেক চেষ্টা করেছেন যেন কেউ তাকে ফেরত যেতে বলে আর তিনি কুরআনের নির্দেশ মান্য করে খুশিমনে ফেরত চলে আসতে পারেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জনৈক মুকাদ্দমে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখানে সাহাবীরা একদিন অতিথিদের আধিক্যের কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য খাবার রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর তিনি যখন খাবারের কথা জিজ্ঞেস করেন তখন সবাই অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে যায়। তিনি (আ.) এটি দেখে বলেন, এত চিন্তার কী আছে? দস্তরখানে দেখ! সেখানে যা আছে তাই নিয়ে আস। **টেবিলে শুধুমাত্র কিছু রুটির টুকরো পড়ে ছিল, তরকারি অবশিষ্ট ছিল না। তথাপি তিনি বলেন, আমার জন্য এটিই যথেষ্ট।** অতঃপর তিনি তাই খেয়ে নেন। সুতরাং আমরা যারা তাঁর জামাতের অনুসারী হওয়ার দাবি করি আমাদেরও সর্বদা এরূপ ধৈর্য, সাহস এবং কৃতজ্ঞতাবোধ প্রদর্শন করা উচিত।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, এ দিনগুলোতে বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। **হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র ইউরোপ সফরের শতবর্ষ পূর্ণ, রিভিউ অব রিলিজিয়নস, মাখজানে তাসাবীর** প্রভৃতির প্রদর্শনী হয়েছে। অবসর সময়ে সময় নষ্ট না করে এসব প্রদর্শনী থেকে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হোন। পরিশেষে হুযূর বলেন, ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে কভিডের আক্রমণ বাড়ছে। এ কারণে প্রবেশপথগুলোতে প্রতিরোধস্বরূপ হোমিও ওষুধ প্রদান করা হচ্ছে; এগুলো সেবন করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সবধরনের ব্যাধি থেকে নিরাপদ রাখুন। সিকিউরিটি বা নিরাপত্তার বিষয়ে মনোযোগী হোন। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকে নিজেদের আশেপাশে ও ডানেবামে লক্ষ রাখুন। এটি সবচেয়ে বড় নিরাপত্তার মাধ্যম। কোন অস্বাভাবিক বস্তু বা কারো অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করলে ব্যবস্থাপকদের জানান, কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হল দোয়া। বিশেষভাবে এ দিনগুলোতে দোয়া এবং যিকরে এলাহীতে রত থাকুন। আল্লাহ্ তা'লা এ জলসাকে প্রত্যেকের জন্য কল্যাণমণ্ডিত করুন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পারেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)

নিউইয়র্কে শুদ্ধ বাংলা ব্যবহারের আহবান

৩ পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। বক্তারা দীর্ঘদিনের এই গ্লানি দূর করতে বাংলাদেশ সোসাইটি, বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসসহ মূলধারার রাজনীতিকদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টের পার্টি হলে গত ৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় এই মতবিনিময় সভা তুষারপাত ও বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রেজা রহমান স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার ড. দিলীপ নাথ। গাইবান্ধা সোসাইটি অব আমেরিকার সভাপতি সনজীবন কুমারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি নিউইয়র্ক কনস্যুলেটের ফার্স্ট সেক্রেটারি ইসরাত জাহান। এছাড়াও নির্ধারিত বিষয়ের উপর মতবিনিময় করেন, পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক নাজমুল আহসান, এনওয়াই প্রতিদিন সম্পাদক শাহাবু আলমার, মুক্তিযোদ্ধা খুরশিদ আনোয়ার বাবলু, সাংবাদিক ও কলামিস্ট শিতাংশু গুহ, রাজনীতিক মুজাহিদ আনসারী, একুশে চেতনা পরিষদ সভাপতি ড. ওবায়েদুল্লাহ মামুন, সাবেক ছাত্রনেতা আলী হাসান কিবরিয়া অনু, সাংস্কৃতিক কর্মী মিনহাজ আহমেদ সাম্মু ও সাংস্কৃতিক গোপাল সান্যাল, সংগঠক ও কমিউনিটির নেতা জাকির হোসেন বাচ্চু , সাহিত্য একাডেমির পরিচালক মোশাররফ হোসেন, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক কল্লোল দাশ, প্রজন্ম ডেলি অনলাইন এবং প্রজন্ম মাসিক পত্রিকার সম্পাদক উত্তম কুমার সাহা ও নির্বাহী সম্পাদক মুনমুন সাহা, প্রজন্ম কার্নিভেলের সাধারণ সম্পাদক পলাশ ঘোষ, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী জ্যামাইকা সংসদের সাধারণ সম্পাদক হিরো চৌধুরী, সংগঠক মনজুরুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের অর্থ সম্পাদক দিলীপ মোদক। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন প্রতিমা সরকার ও ফাহমিদা চৌধুরী।

গাইবান্ধা সোসাইটির উদ্যোগকে প্রশংসা করে বক্তারা তাদের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, নিউইয়র্কের বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধভাবে বাংলা ভাষা ব্যবহারের লক্ষ্যে গত দুই বছর থেকে তারা নানা রকম কর্মসূচী পালন করে আসছেন। বাংলাদেশ সোসাইটি ও কনস্যুলেটে গাইবান্ধা সোসাইটি স্মারকলিপি নিয়ে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানালেও তারা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় সভা থেকে ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেন বক্তারা।

বাংলা ক্লাব নিউইয়র্ক ইউএসএ'র পিঠা উৎসব

৩ পৃষ্ঠার পর

মেলায়। উচ্চারিত হয় বাঙালী সংস্কৃতির জয় গান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। আয়োজক সংগঠনের সভাপতি আবুল কালাম পিন্টুর সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সহ সভাপতি মো. মমিনুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সারাহ কেয়ারের পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ এ খালেক ও পরিচালক এডভোকেট রেদওয়ানা রাজ্জাক, বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ মহিদুল ইসলাম ভুইয়া (রুমি)। অন্যদের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আয়োজক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন. সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল হক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সোনার বলাই, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মাইন উদ্দিন নষ্টু, লিপি আক্তারসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। পিঠা উৎসবে বিভিন্ন স্বাদের দেশীয় ঐতিহ্যবাহী মুখরোচক পিঠার প্রাচুর্য দেখা যায়। দেশীয় সাজে সজ্জিত হয়ে বাংলা ক্লাব পরিবার হাতে তৈরী বাংলার ঐতিহ্যবাহী নানান আকৃতি, নানান স্বাদ আর রঙের পিঠা নিয়ে অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হন। এর মধ্যে ছিল ভাপা পিঠা, পাটিশাপটা পিঠা, চিতুই পিঠা, জিলাপী পিঠা, রসভরা পিঠা, পুলি পিঠা, নক্সি পিঠা, কলা পিঠা, ফুলঝুরি পিঠা, আন্দাসার পিঠা, কুলশি, নিমিখানা, তেলেপিঠা, চানার সন্দেশ, গজাগজা, পাকুনপিঠা, মাংসেরপিঠা, নারিকেল পুলি, নিমকি, চুপতি পিঠা, কালপিঠা, সাবুদানা পিঠা, ডালপুরি, ডালপাকন ইত্যাদি। হরেক রকম মজার মজার পিঠার মৌ মৌ সুবাসে চারদিক ভরপুর করে রাখে। সারি সারি পিঠার এ উৎসব উপস্থিত সবাইকে ক্ষণিকের জন্য হলেও বাংলাদেশের শীতকালীন দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী রৌশন আরা কাজল, রোজী সামাদ সহ অন্যান্যরা।

ফরিদপুর জেলা এসোসিয়শনের সভাপতি সাকিব, সাধারণ সম্পাদক লাকিবুল

আজকাল রিপোর্ট

ফরিদপুর জেলা এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক নিউইয়র্কে বসবাসরত ফরিদপুরবাসীদের প্রাণের সংগঠন। প্রবাসে দেশী সংস্কৃতির চর্চা এবং একে অপরের সহযোগিতায় এই সংগঠন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই এই সংগঠনের কমিটি ফরিদপুরবাসীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত দুই মাস যাবৎ একাধিক সভায় উপদেষ্টা এবং সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সভাপতি সাকিব হায়দার এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মোহাম্মদ লাকিবুল ইসলাম নির্বাচিত হন। সহসভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন যথাক্রমে মনিরুল চৌধুরী, মোহাম্মদ এনামুল হক হেলাল, এনামুল এহসান তুহা, মোহাম্মদ জাকির শিকদার, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ও কাজি মেহেদি হাসান। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন যথাক্রমে খান নাজমুল হাসান, মোহাম্মদ খায়রুজ্জামান, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান, শিহাব রেজা, লিয়াকত আলী শরীফ ও মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে সেলিম আল মামুন এবং সহসাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে মোহাম্মদ সুমন মিয়া নির্বাচিত হন। দফতর সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মোহাম্মদ ফজলে হোসেন। আইন ও নিরাপত্তা বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ মামুন রানা, কোষাধ্যক্ষ এনকে মিক্তু, সহকোষাধ্যক্ষ মুকুল হাসান, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক শিমুল সিং রয়, প্রচার ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ জিনয় মিয়া, ক্রিড়া সম্পাদক মোহাম্মদ আকাশ ইসলাম, সহ ক্রীড়া সম্পাদক শুভ সাহা, নারী ও শিশুবিষয়ক সম্পাদক সাজেদা করিম এবং সহযোগী নারী ও শিশুবিষয়ক বিষয়ক রিক্তা সিকদার, সমাজকল্যাণ সম্পাদক নাজমুল হাসান সোহাগ এবং ধর্মবিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান নির্বাচিত হয়েছেন। কার্যকরী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে কাজী ফকরুল হাসান, মোহাম্মদ আবুল বাশার মিয়া, মোহাম্মদ জাকির হোসেন, পিযুষ কুমার মিত্র, মোহাম্মদ আক্তার মাহমুদ, মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, হাবিবুর রহমান ও মোহাম্মদ রেজাওয়ান সিদ্দিকী। খুব শীঘ্রই একটি জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মাধ্যমে নব নির্বাচিত কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে।

নিউইয়র্কে আইস পুলিশের বিশাল অফিস উদ্বোধন

৬৪ পৃষ্ঠার পর

অফিসটি চালু করা ছিল অনেক প্রয়োজনীয়। অ্যাডামস এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, তিনি সমস্যাযুক্ত কারাগার কমপ্লেক্সে ফেডারেল অভিবাসন উপস্থিতি পুনরায় প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাহী আদেশের দিকে নজর রাখছেন। অভিবাসী অপরাধীদের লক্ষ্য করে ফেডারেল সংস্থাগুলির সাথে কাজ করার জন্যই এই উদ্যোগ। মেয়র অ্যাডামস এক বিবৃতিতে, বলেছেন যে তিনি সমস্যাযুক্ত কারাগার কমপ্লেক্সে একটি ফেডারেল অভিবাসন নীতি পুনরায় প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাহী আদেশের দিকে নজর রাখছেন। মেয়র বলেন, "আমরা এখন একটি নির্বাহী আদেশ বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছি যা রিকার্স দ্বীপে 'আইস' এজেন্টদের কাজ করার ক্ষমতা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করবে। আইস এজেন্টরা বিশেষভাবে তাদের ফৌজদারি তদন্ত সংশোধনমূলক গোয়েন্দা ব্যুরোকে সহায়তা করার দিকে মনোনিবেশ করবে। বিশেষ করে যারা সহিংস অপরাধী এবং দলগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।" ম্যানহাটন আইস অফিসে দেড় ঘন্টার এই বৈঠকটি হোমানের সাথে এরিক অ্যাডামসের এটি দ্বিতীয় বৈঠক এবং সিটি কাউন্সিলের নেতারা ফেডারেল ইমিগ্রেশন জারের সাথে পৃথকভাবে বৈঠক করেন।

বাংলাদেশী-আমেরিকান কমিউনিটি কাউন্সিল-বিএসিসির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

৩ পৃষ্ঠার পর

কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট (সমন্বয়কারী: আলেকজান্দ্রা খেরিয়ান্ট) শেলি মেয়ার, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর নাথালিয়া ফার্নান্দেজ, জর্জ লাটিমার, ৩৭তম ডিস্ট্রিক্ট (সমন্বয়কারী: লেক্সিয়া নেরি) নাদার সাইয়েঘ, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান ৯০তম ডিস্ট্রিক্ট কেন জেনকিন্স, ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টি এক্সিকিউটিভ (সমন্বয়কারী: ডায়ানা উলেভো) করাজুন সিনেজা-আইজাক, ইয়নকার্স সিটি কাউন্সিল মেম্বার ২য় ডিস্ট্রিক্ট অশা মিয়াজ, ইয়নকার্স সিটি কাউন্সিল মেম্বার ৩য় ডিস্ট্রিক্ট তেরিস শাকো, অ্যাটর্নি এইচ ক্রুশ ফিশার প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ডিটেক্টিভ মাসুদ রহমান, আহাদ আলী সিপিএ, অ্যালেক্স'স অটো রিপেয়ার অ্যান্ড বডি শপের প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও জুলফিকার আকবর জুয়েল, জোসেফ সাইয়েঘ, মেডিক্যাল হাব ক্যাটেরি ওয়াকার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মৌরা রেইলি লাইট, ইভেন্ট সাপোর্টার মিশেল শিভার্স প্রমুখ।

কমিউনিটিকে এগিয়ে নিতে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য বেশ কজনকে 'বিএসিসি কমিউনিটি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫' প্রদান করে। এছাড়াও বিশেষ অবদানের জন্য ব্যবসায়ী ও মূলধারার রাজনীতিকসহ বেশ কজনকে সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল র‌্যাফেল ড্র-পর্ব।

সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলা এ আয়োজনে পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীদের মনমুগ্ধকর পরিবেশনা মাতিয়ে রাখে হল ভর্তি দর্শক শ্রোতাদের। শিল্পী তানভীর শাহীনসহ অন্যান্যরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। নিউইয়র্ক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য স্টেটে বসবাসকারী বাঙালিরাও যোগ দেন এ জমজমাট আয়োজনে।

গোলাপগঞ্জ ইউনাইটেড ফোরাম অফ নিউ জার্সি'র নতুন কমিটি

৩ পৃষ্ঠার পর

এবং নির্বাচন কমিশনার আব্দুল মালিকের পরিচালনায় অত্যন্ত সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে এ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ রাশেদ ইকবাল।

সাধারণ সভায় দীর্ঘ আলোচনার পর কমিটি গঠনের জন্য উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন। পরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোমেনুর রহমান উপস্থিত সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ প্যানেল উপস্থাপন করেন। সভায় আর কোনো প্রস্তাব না থাকায় মোহাম্মদ বদরুল আলম কর্তৃক উত্থাপিত প্যানেলটি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়।

কমিটির অন্যান্য পদে নির্বাচিতরা হলেন : সহ সভাপতি-১ সুমন আহমেদ, সহ সভাপতি- ২ আব্দুল আহাদ, সহ সভাপতি-৩ মোহাম্মদ বদরুল আলম, সহ সাধারণ সম্পাদক-১ আরিফ চৌধুরী, সহ সাধারণ সম্পাদক-২ এহসানুর রহমান, সহ সাধারণ সম্পাদক-৩ মিজানুর রহমান টিপু, কোষাধ্যক্ষ শাহেদ আহমেদ, সহ কোষাধ্যক্ষ হাফিজুর রহমান মুকুল, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আসিফ আহমেদ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আসলাম উদ্দিন, সহ প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক গোলাম ইয়াহিয়া খান, শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক গোলাম রাশেদ আহমেদ চৌধুরী, ক্রীড়া ও যুব সম্পাদক শাহেদ আহমেদ,

দপ্তর সম্পাদক আলাল আহমেদ, সহ দপ্তর সম্পাদক কাইয়ুম হোসেন, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ময়েজ উদ্দিন মন্টু, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সুলতান আহমেদ, ধর্ম সম্পাদক মুজাম্মিল চৌধুরী, কার্যকরী সদস্য শফিউল হক সেন্টু এবং এহসানুল আলম আরমান।

পরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোমেনুর রহমান নব নির্বাচিত কমিটিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাদের সাফল্য কামনা করেন। নব নির্বাচিত সভাপতি মোহাম্মদ এ রহমান মাহবুব এবং সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান হান্নান সান্টু তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

৬৪ পৃষ্ঠার পর

মানবিক সহায়তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সভায় পঠিত প্রতিবেদনটি শুনে সাধারণ সভার উপস্থিত সদস্যরা প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেন। সাধারণ সভায় উপস্থিত উপদেষ্টা আবু কায়সার চিশতি এবং হাসান আলী বর্তমান কমিটির সাফল্যে সন্তুষ্ট হয়ে কমিটির মেয়াদ আরও দুই বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে প্রচার সম্পাদক মহসুর রহমান গঠনতন্ত্রের কথা উল্লেখ করে দুই বারের বেশি কোনো কমিটি বহাল থাকা যাবে না বলে স্মরণ করিয়ে দেন। উপদেষ্টাবৃন্দ তখন মন্তব্য করেন সাধারণ সভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা গঠনতন্ত্র হিসেবে বিবেচিত।এ পর্যায়ে সভাপতি সামাদ মিয়া জাকারিয়া সংগঠনের স্বচ্ছতা ধরে রাখার জন্য এবং গঠনতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে একটি নির্বাচন কমিশন গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি উপস্থিত সবাইকে আগামী কমিটি গঠনের জন্য প্রস্তুতি নিতে আহ্বান জানান।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নতুন সদস্য সংগ্রহ ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা আব্দুর রব মিয়া দলা মিয়া, উপদেষ্টা- হাসান আলী, উপদেষ্টা-মুক্তিযোদ্ধা আবু কায়সার চিশতি, সহ-সভাপতি-প্রকৌশলী আমিনুল হক চুন্নু, কোষাধ্যক্ষ-মোঃ বশির মিয়া, প্রচার সম্পাদক-মহসুর রহমান, ধর্ম ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক-আবু সাঈদ এস চৌধুরী, আপ্যায়ন সম্পাদক-মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, সাহিত্য সম্পাদক-রুবেল সিদ্দিক ,কার্যনির্বাহী সদস্য-আবেদ হোসেন মোল্লা ও মোঃ মামুন বেগ,সাধারণ সদস্য-মোহাম্মদ বখতিয়ার খোকন।

সভায় উপস্থিত সদস্যরা বাংলাদেশ সোসাইটির ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা নিয়েও মতবিনিময় করেন। পরে সভাপতি সামাদ মিয়া জাকারিয়া সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন, যেখানে তিনি সোসাইটির অগ্রগতির জন্য সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্ব দেন এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নয়নমূলক কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

COMMUNITY AWARENESS SEMINAR ON RECENT IMMIGRATION REFORM

Join us for an urgent seminar and Panel Discussion addressing recent ICE activities and their impact on our community. This event aims to:

- **Address Community Concerns about growing anxiety due to ongoing enforcement actions.**
- **Provide Critical Legal Awareness with insights from legal experts.**
- **Dispel Misinformation and promote informed dialogue on current immigration policies.**

Date & Time: February 27, 6:00 PM onward
Venue: Chef's Mahal Party Center,
37-19 73rd Street, 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

Distinguished Panelists: Community Leaders, Legal Experts, Social Advocates, Media Representatives, Humanitarian Activists

Let's come together to support, inform, and empower our community.

Lion Ahsan Habib
Convenor
646-331-3892

Remon Islam
Chief-Coordinator
347-612-1410

Tarikul Islam Badol
Coordinator
347-612-6951

Mofizul Islam Bhuiyan
Member Secretary
347-896-2802

Shah Shahidul Haque
President, WHRD USA
Ph: (347)-476-9424

Eng. Md. Abdus Sobhan
General Secretary, WHRD USA
Ph: (646)-371-3614

World Human Rights Development USA Inc. (WHRD)
বিশ্ব মানবাধিকার উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএ ইন্‌ক (ডব্লিউ, এইচ,আর,ডি)

WWW.WHRDNY.ORG " আপনাদের সেবায় নিয়োজিত একটি মানবাধিকার সংগঠন " WWW.WHRDNY.ORG

২০৩৪ বিশ্বকাপে অ্যালকোহল নিষিদ্ধ

সৌদি আরবের কোথাও মদ বিক্রি করা হবে না, এমনকি হোটেলেও না

আজকাল স্পোর্টস

আগামী ২০৩৪ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে সৌদি আরবে। মধ্যপ্রাচ্যের আরেক দেশ কাতারের মতো সৌদি আরবও এককভাবে আয়োজন করবে ফুটবলের সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্টটি। তবে দেশটিতে বিশ্বকাপ উপভোগ করতে আসা ভক্তারা মদ্যপান করতে পারবেন না। বিশ্বকাপের সময় সৌদি আরবের কোথাও কোনো ধরনের অ্যালকোহল বিক্রি বা গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে না বলেই জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত প্রিন্স খালিদ বিন বান্দার আল সৌদ। মুসলিম সংস্কৃতির অংশ হিসেবে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। বিশ্বকাপ চলাকালীন সৌদি আরবের কোথাও মদ বিক্রি করা হবে না, এমনকি হোটেলেও না। আয়োজকদের এমন সিদ্ধান্তকে ফুটবল ভক্তরা সম্মান জানাবে বলে আশাবাদী প্রিন্স খালিদ।
এলবিসিকে প্রিন্স খালিদ বলেছেন, 'এ মুহূর্তে অ্যালকোহল নিষিদ্ধ। অ্যালকোহল ছাড়া অনেকভাবেই মজা করা যায়। এটা শতভাগ প্রয়োজনীয় নয়, আপনি পান করতে চাইলে সেটা দেশ ছাড়ার পর। কিন্তু এ মুহূর্তে অ্যালকোহলের অনুমোদন নেই। অনেকটাই আমাদের দেশের আবহাওয়ার মতো, শুকনা খটখটে (dry)।'
সবার নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি সৌদির সম্মান আছে জানিয়ে সৌদি রাষ্ট্রদূত বলেন, 'সবারই নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। আমরা নিজেদের সাংস্কৃতিক গণ্ডির মধ্যে থেকে সবাইকে স্বাগত জানাতে চাই। কারও জন্য আমরা নিজেদের সংস্কৃতি পাল্টাতে চাই না।'
তবে সমকামী দর্শকেরা সেখানে নিরাপদে বিশ্বকাপের খেলা দেখতে পারবেন বলে জানিয়েছেন সৌদি রাষ্ট্রদূত। তিনি বলেছেন, 'সৌদিতে আমরা সবাইকে বরণ করে নেব। এটা সৌদির আসর নয়, এটা বৈশ্বিক আসর। বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা সবাইকে বরণ করে নেব, যারা আসতে চান।'
গত ডিসেম্বরে ঘোষণা করা হয় ২০৩৪ বিশ্বকাপ আয়োজক দেশের নাম। সৌদি আরব ছাড়া এই বিশ্বকাপ আয়োজনের লড়াইয়ে ছিল না কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী। আর ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ মরক্কো, স্পেন ও পর্তুগাল মিলে আয়োজন করবে।

ডিআরইউ'র ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী

আজকাল স্পোর্টস

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) আয়োজিত শীতকালীন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট-২০২৫ এর পুরস্কার বিতরণী বৃহস্পতিবার ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ডিআরইউ কার্যালয়ে জাকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বাংলাদেশের সহ-অধিনায়ক মিরাজ

আজকাল স্পোর্টস

ফুরাতে চলেছে অপেক্ষার প্রহর। চলতি মাসের ১৯ তারিখে পর্দা উঠছে মিনি বিশ্বকাপ খ্যাত আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির নবম আসরের। আর তাই একাদশ বিপিএল আসর শেষ হতেই বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা মাঠের প্রস্তুতিতে নেমে পড়েন। তাদের অনুশীলন শেষ হয়েছে গতকাল (বুধবার)।
বৃহস্পতিবার দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়ার আগে টুর্নামেন্টটির জন্য মেহেদী হাসান মিরাজকে বাংলাদেশের সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে।
আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর্দা উঠবে আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি। পরদিন (২০ ফেব্রুয়ারি) দুবাইতে ভারতের বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচে খেলতে নামবে নাজমুল হোসেন শান্তর দল। যার জন্য বাংলাদেশ দল আজ দিবাগত রাত ১টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করবে। তার আগেই সন্ধ্যায় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য দলের সহ-অধিনায়কের নাম ঘোষণা করেছে বিসিবি।
নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে নামবে বাংলাদেশ। তারই সহযোগী হিসেবে থাকবেন মিরাজ। ২৭ বছর বয়সী এই তারকা অলরাউন্ডার এখন পর্যন্ত লাল-সবুজ জার্সিতে ১০৫টি আন্তর্জাতিক ওয়ানডে খেলেছেন। গত ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ইনজুরির কারণে শান্তর অনুপস্থিতিতে টাইগারদের নেতৃত্ব দিয়েছেন মেহেদী মিরাজ। এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

আচরণবিধি লংঘন করে শাস্তি পেলেন পাকিস্তানের ৩ জন

আজকাল স্পোর্টস

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ত্রিদেশীয় সিরিজের ম্যাচের পর শাস্তি পেলেন শাহিন শাহ আফ্রিদি, সৌদ শাকিল ও কামরান গুলাম।
বুধবার করাচিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে রেকর্ড গড়ে জেতা ম্যাচে আইসিসি আচরণবিধির লেভেল ওয়ান লংঘন করেছেন এই তিন খেলোয়াড়। তাই তাদেরকে জরিমানা করেছে বিশ্ব ক্রিকেট সংস্থা।
পেসার শাহিনকে তার ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসের ২৮তম ওভারে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাটার ম্যাথু ব্রিটজকেকে সিঙ্গেল নিতে বাধা দেন। তাতে দুজনের মধ্যে শারীরিক সংঘর্ষ ও উত্তপ্তবাক্যও হয়েছে।
পরের ওভারে টেম্বা বাভুমা রানআউট হওয়ার পর তার খুব কাছে গিয়ে উত্তেজনামূলক উদযাপন করেন সৌদ শাকিল ও বদলি ফিল্ডার কামরান। দুজনকে তাদের ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে।
এছাড়া ডিসিপ্লিনারি রেকর্ডে এই তিন খেলোয়াড়ের নামের পাশে একটি করে ডিমেরিট পয়েন্ট যুক্ত হয়েছে। গত ২৪ মাসে এই তিন জনের কারোরই অপরাধ ছিল না।
সবাই তাদের শাস্তি মেনে নেওয়ায় শুনানির কোনও প্রয়োজন পড়ছে না।

একুশে পদক নারী ফুটবল দলের কয়জন পাবেন?

আজকাল স্পোর্টস

টানা দুইবারের সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জিতেছে বাংলাদেশ দল। এছাড়া বয়সভিত্তিক দলের অসংখ্য সাফল্য তো আছেই। দেশের নারীদের খেলাধুলায় এগিয়ে নেওয়ার পেছনে ফুটবল দলের অবদান কম নয়। তাই তো এবার প্রথমবারের মতো একুশে পদকে ভূষিত হতে যাচ্ছে সাফ জয়ী নারী দল। ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ফুটবলারদের হাতে তা তুলে দেওয়া হবে। তবে প্রশ্ন উঠেছে নারী দলের কয়জন সদস্য পাবেন এই স্বীকৃতি?
সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাফুফের কাছে তা শুরুতে জানতে চাওয়া হয়েছিল। কাঠমান্ডুর সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে পুরো টিমের অংশ যেই ৩২ জন ছিলেন, তাদের নাম পাঠায় বাফুফে। কিন্তু সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় শুধু ফাইনালে শুরুর একাদশে খেলা ১১ জনকে পুরস্কার দিতে চাইছে।
এনিয়ে এখনও সব পক্ষের মধ্যে চিঠি চালাচালি চলছে। বাফুফে সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন তুষার বাংলা ট্রিবিউনকে বলেছেন, 'আমরা শুরুতে ৩২ জনের তালিকা পাঠালে তা কমিয়ে ১১ জন ফুটবলারের নাম দিতে বলা হয়েছিল। তবে আমরা মনে করি সাফ জেতার পেছনে পুরো টিম কন্টিনজেন্টের অবদান রয়েছে। এখন ১১ জনই তো আর সব ম্যাচের পুরো সময় জুড়ে খেলেনি। সবারই কম বেশি প্রথম ম্যাচ থেকে অবদান আছে। যারা সাইড লাইনে ছিল তাদেরও অবদান কম নয়। কোচ-খেলোয়াড় ও কর্মকর্তা সবার সম্মিলিত প্রয়াসে সাফল্য এসেছে। তাই আবারও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নতুন করে তালিকা পাঠিয়েছি।'
বাফুফে, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের মাঝে যোগাযোগ রাখছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলামের উপলব্ধি, 'শুরুতে বাফুফে থেকে ৩২ জনের এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির প্রস্তুতি ম্যাচ কবে কখন

আজকাল স্পোর্টস

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির বাকি আর মাত্র ৫ দিন। অন্য সব টুর্নামেন্টের মতো এবারও মূল টুর্নামেন্ট শুরুর আগে দলগুলো মাঠে নামবে প্রস্তুতি ম্যাচে। চলুন দেখে নেওয়া যাক বাংলাদেশসহ কোন কোন দল খেলবে প্রস্তুতি ম্যাচে।
অন্য সব আইসিসি টুর্নামেন্ট থেকে এবার অবশ্য প্রস্তুতি ম্যাচে থাকছে কিছুটা ভিন্নতা। ভারত, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও স্বাগতিক পাকিস্তান প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে মাঠে নামবে না। প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে নামবে বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

জিনজিভাইটিস মাড়ির রোগ

২০ পৃষ্ঠার পর

অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস থাকলে তা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি যদি ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় রোগটি হয়ে থাকে, সেটিও পরিবর্তন করতে হবে। রোগটি দ্রুত উপশমে প্রয়োজন দন্ত চিকিৎসকের সাহায্যে স্কেলিং ও রুট প্লেনিং করা। এতে দাঁত থেকে প্লাক ও ক্যালকুলাস পুরোপুরি অপসারিত হবে। মুখগহ্বর পরিষ্কারের পর জিনজিভাইটিস প্রতিরোধে মেডিকেটেড মাউথওয়াশ খুবই কার্যকর। কিছু ক্ষেত্রে ভাক্সিলিলিন গোত্রের অ্যান্টিবায়োটিকেরও প্রয়োজন হতে পারে, সেটা চিকিৎসক নির্ধারণ করবেন। যদি মাড়ি ও চোয়ালের হাড় ক্ষয় হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন হতে পারে সার্জারি। ত্রুটিপূর্ণ ক্যাপ, ফিলিং বা ব্রিজ থেকেও হতে পারে জিনজিভাইটিস। সে ক্ষেত্রে চিকিৎসক তা মেরামত না করা পর্যন্ত জিনজিভাইটিস পুরোপুরি সারবে না।

প্রতিরোধে করণীয় : রোগটি প্রতিরোধে মুখগহ্বরের যত্ন নেওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

* প্রতিদিন সকাল ও রাতে দাঁত ব্রাশ করতে হবে। সকালে ব্রাশ করা উচিত নাশতার পর এবং রাতে ঘুমানোর ঠিক আগে। ব্রাশের পর ফ্লসিং করা উচিত। ডেন্টাল সার্জনের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিসেপটিক মাউথওয়াশ ব্যবহার করতে হবে।
* ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি।
* ধূমপান ও অ্যালকোহল বর্জন করুন।
* চিনিজাতীয় খাবার কম খেতে হবে।
* প্রতি ছয় মাস অন্তর দন্ত চিকিৎসকের পরামর্শে নিয়মিত দাঁত পরীক্ষা করাতে হবে। পরিবারের অন্য কারো রোগটি থাকলে আরো ঘন ঘন দাঁত পরীক্ষা করানো বাঞ্ছনীয়।

লেখক : ডেন্টাল সার্জন (ডিডিসি)।

যে পদ্ধতিতে সহজেই উজ্জ্বল থাকবে ঠোঁট

৫৩ পৃষ্ঠার পর

ত্বকের যত্ন নিতে আপনি কত কিছুই না করে থাকেন। সপ্তাহে সপ্তাহে পার্লারে ঢুঁ মারা আর ঘরোয়া টোটকার ব্যবহার, যেন ত্বক নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। অথচ প্রতিদিনের রূপচর্চার রুটিনে সবসময় আপনার ঠোঁট থাকে অবহেলিত। কিন্তু ঠোঁটেরও যে যত্ন চাই, নাকিং তাই বলে লিপস্টিক আর লিপবামের প্রলেপ ঠোঁটের রক্ষাকবচ হতে পারে না। আর এ ধরনের প্রসাধনীর ব্যবহারে ভেতরে ভেতরে শুষ্ক হয়ে যায় ঠোঁট। এর জন্য আলাদা কিছু প্রয়োজন। আপনার ঠোঁটকে আকর্ষণীয় দেখাতেও কিছু প্রয়োজনীয় উপাদান আবশ্যক। যেখানে আপনার ঠোঁট আকর্ষণীয় ও কোমল দেখাবে। কিন্তু আমরা সেই রকম কোনো উপাদান ব্যবহার করি না। অথচ ঠোঁটের দেখভালের জন্য হাতের কাছেই উপাদান মজুত রয়েছে। শুধু ব্যবহারের পদ্ধতি জেনে নিতে হবে।

হলুদ ও দুধঃ ত্বকের পরিচর্যায় এ দুই উপাদানের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। তবে ঠোঁট মসৃণ ও নরম রাখতেও সমান ভূমিকা পালন করে হলুদ আর দুধ। ২ চামচ দুধে এক চিমটে হলুদ মিশিয়ে মাস্ক বানিয়ে নিন। সেই মাস্কটি ঠোঁটে লাগিয়ে ১০ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন। এভাবে প্রতিদিনের ব্যবহারে ঠোঁটের কোমলতা ফিরবে।

গোলাপজল ও গ্লিসারিনঃ শীতের তীব্রতা কমলেও ঠোঁট ফাটার সমস্যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। ঠোঁটের মসৃণতা বজায় রাখতে একমাত্র অস্ত্র গোলাপজল ও গ্লিসারিন। আপনি ২ চামচ গ্লিসারিনের মধ্যে খানিকটা গোলাপজল মিশিয়ে ঠোঁটে ব্যবহার করুন। অল্প সময়ের মধ্যে আপনি দেখবেন ঠোঁটের নরম ভাব তৈরি হয়েছে।

মধু ও কাঠবাদামের তেলঃ মধু ও কাঠবাদামের তেল বানিয়ে নিতে পারেন দারুণ একটি লিপমাস্ক। পরিমাণমতো মধু ও কাঠবাদাম তেল মিশিয়ে মাস্ক বানিয়ে ঠোঁটে প্রলেপ দিন। এরপর ১৫-২০ মিনিটের মতো রেখে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে তিনবার ব্যবহার করলেই দ্রুত উপকার পাবেন।

BECOME A REALTOR
রিয়েল এস্টেট পেশায় আসুন
Make SIX-FIGURE ($$$$$$)
or more income/ year !
মাত্র ১ মাসেই লাইসেন্স করা সম্ভব
বছরে লক্ষ লক্ষ ডলার ($$$$$$) আয় করুন
YES, Sky is the Limit! NO MORE ODD JOB!
No Bossing! Work Independently
Work Part-time/ Full-time, We Help You:
Pass Real Estate Exam
[Salesperson in New York State]
মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়
Unlimited Package Deal- Flat Fee - Until You Pass
পাশ-চুক্তি পড়ানো- পাশের নিশ্চয়তা ১০০%
Real Estate Productivity Coaching

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Consultant, Coach & Licensed Realtor
148-45 Hillside Avenue, Suite 201B
Jamaica, NY 11435
Phone: 347 451 7307
Email: realtorhoque64@gmail.com

•Residential •Foreclosures •Short Sale •Bank Owned/ REO Properties
•Commercial •Auctions •Hud
• Investment • Co-Op & Condo • Rentals

List Your Property Faster with TOP $$$
Free Market Analysis
Consultation

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Licensed Realtor

realtorhoque64@gmail.com
azizul.hoque@kw.com
www.azizul-hoque.kw.com
347-451-7307
347-846-1200
347-846-1201
75-35 31st Avenue Suite. 202
Jackson Heights, NY-11370
realtorhoque64
AzizulH48770125
azizul-hoque-880064245

ঘরে বসে আয় করুন
আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন,
বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?
তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৯১৭ ৫১৯ ১১৫১

কাশি হলেই সিরাপ নয়

২০ পৃষ্ঠার পর

রাখলেও আরাম মেলে।

চিকিৎসকের পরামর্শ কখন

কাশির সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, রক্ত দেখা গেলে, কাশতে কাশতে শরীর নীল হয়ে গেলে বা প্রচণ্ড জ্বর এলে, কথা বলতে কষ্ট হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। যেকোনো কাশি দুই বা তিন সপ্তাহের বেশি থাকলে অবশ্যই বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হবেন।

লেখক : মেডিসিন ও বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ। হেলথকেয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টার লি., শ্যামলী, ঢাকা।

দাঁতের পরিচর্যায় জনশ্রুতি ও বাস্তবতা

২০ পৃষ্ঠার পর

প্লাক। দাঁত ব্রাশ না করলে দাঁতের গায়ে ও মাড়ির উপরিভাগে জমা ডেন্টাল প্লাক পরিষ্কার হয় না, তখন মাড়ির রোগ আরো জটিল আকার ধারণ করে এবং দাঁত পড়েও যায়।

লেখক : অধ্যক্ষ, খুলনা ডেন্টাল কলেজ।

ডাবের পানি কাদের জন্য ক্ষতিকর জানেন?

২০ পৃষ্ঠার পর

ওজন কমানোর ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

৭. ডায়রিয়া বা পেটের সমস্যা থাকলেঃ ডাবের পানি হালকা ল্যাক্সেটিভের মতো কাজ করতে পারে, তাই যদি কারও আগে থেকেই পেট খারাপ থাকে, তাহলে এটি ডায়রিয়ার সমস্যা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

আপনার যদি এসব সমস্যার কোনোটি থাকে, তবে ডাবের পানি পান করার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া ভালো।

এবার প্রবর্তিত হচ্ছে 'ভালোবাসা পদক'

৪৬ পৃষ্ঠার পর

সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরবেন সংশ্লিষ্ট সকলে। জানিয়েছেন ভালোবাসা দিবস উদযাপন পর্ষদের আহ্বায়ক ও ইন্টিশন কমিউনিকেশনস-এর সিইও রুদ্র হক।

ব্যস্ততায় মুখরিত সালমা

৪৬ পৃষ্ঠার পর

কয়েকদিন নতুন চারটি গানের অডিও রেকর্ডিং ও মিউজিক ভিডিওর কাজ রয়েছে। আজ গাজীপুরে একটি স্টেজ শোতে পারফর্ম করবেন তিনি। এরপর আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি মাদারীপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি গাজীপুর, ২২ ফেব্রুয়ারি হবিগঞ্জ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ফেঞ্চুগঞ্জ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি কিশোরগঞ্জে যাবেন স্টেজ শোতে অংশ নিতে।

ক্যানসার নিয়েই বিয়ে করছেন হিনা খান!

৪৬ পৃষ্ঠার পর

ধরে, কখনও আবার ফোটোশুটে মেলে ধরেছেন নিজেকে। অভিনেত্রীর এই কঠিন সময়ে সর্বক্ষণ পাশে রয়েছেন তার প্রেমিক রকি জয়সওয়াল। প্রায় ১৩ বছরের সম্পর্ক তাদের। এবার কি সেই সম্পর্ককে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তারা! তেমনটাই ইঙ্গিত দিলেন অভিনেত্রী।

সম্প্রতি এক রকম প্রতিযোগিতার রিয়ালিটি অনুষ্ঠানের সেটে রকির সঙ্গে হাজির হন হিনা। সেখানে এমন কায়দায় তাদের আপ্যায়ন করা হয়, যেন তারা বরযাত্রী নিয়ে ঢুকছেন।

এই প্রতিযোগিতার অন্য সদস্যরা একেবারে বরণ করে সেটে ঢোকান যুগলকে। বিয়ের পর্বে বিশেষ অতিথি হয়ে আসেন রকি-হিনা। এভাবে হাত হাত রেখে অনুষ্ঠানে রকি-হিনাকে ঢুকতে দেখে তাদের বিয়ে নিয়ে আশায় দিন গুনছেন অনুরাগীরা।

২০০৯ সালে 'ইয়ে রিস্তা ক্যায়া কহেলাতা হ্যায়'-এর সেটে দেখা রকি-হিনার। এই ধারাবাহিকের প্রযোজক ছিলেন রকি। কলকাতার ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে রকির সঙ্গে প্রথম ধারাবাহিকেই মন দেওয়া-নেওয়া হয়ে যায় অভিনেত্রীর। তারপর থেকেই একসঙ্গে রয়েছেন তারা। ২০১১ সালে 'বিগ বস'-এর ঘরে প্রথম বার দেখা যায় রকিকে। তারপর বিভিন্ন জায়গা একসঙ্গে দেখা গেছে দুজনকে।

গত বছর এক সাক্ষাৎকারে বিয়ে প্রসঙ্গে অভিনেত্রী জানান, তার কাছে বিয়েটা কেবলই আচার। এই মুহূর্তে ক্যারিয়ারই প্রাধান্য পাচ্ছে দুজনের জীবনে। আগামী দুই বছরের মধ্যে বিয়ের পরিকল্পনার রয়েছে তবে সেই সাক্ষাৎকারের পরই কঠিন অসুখ ধরা পড়ে হিনার। সে কারণে অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠজনেরা মনে করছেন, অসুস্থতা নিয়েই খুব শিগগিরই প্রেমিককে বিয়ে করে ফেলবেন হিনা খান।

প্রসঙ্গত, টেলিভিশন ধারাবাহিক 'ইয়ে রিস্তা ক্যায়া কহেলাতা হ্যায়'-এর মাধ্যমে সবার নজর কেড়েছিলেন হিনা। এ ছাড়া বেশ কিছু ওয়েবসিরিজ ও মিউজিক ভিডিওতে কাজ করেছিলেন তিনি।

Ultra Credit Solutions Inc.

CREDIT REPAIR

ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহঃ

পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট, লেট-পেমেন্ট, ষ্টুডেন্ট লোন, মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।

(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination

929-386-6426
929-386-4705

3716 73rd Street, Suite. 302-B (3RD FLOOR)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite # 5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)

www.ultracreditsolutions.com

MITU DISABILITY CENTER

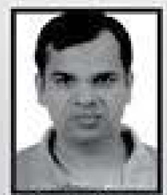

RONJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।

ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

37-47 73 St. #215, Jackson Heights NY 11372
TEL: 718-701-2666

ডাঃ গোবিন্দ পাল

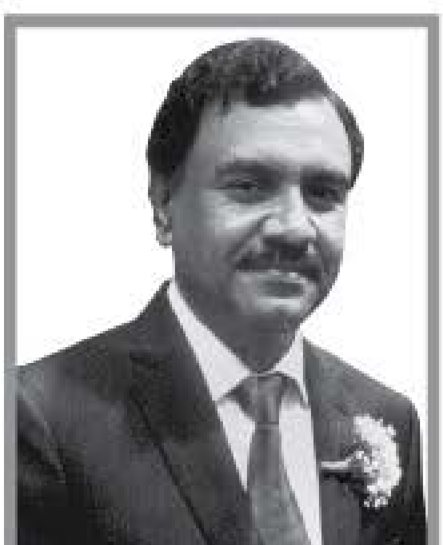

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.

Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

GOBINDA PAUL PHYSICIAN P.C.

An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

মহিলা দাঁতের ডাক্তার

NAEEMA BHUIYA, D.D.S

নাঈমা ভূঁইয়া, ডি.ডি.এস

Program Director, Department of Dentistry, Lincoln Hospital

* রেফারেন্সের প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসুন
* আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
* স্বল্প মূল্যে দাঁতের সবধরনের চিকিৎসা করা হয়

87-48, 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-0601, Fax: 718-206-0603

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

USR BROKERAGE CORP.

USR BROKERAGE

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স করে থাকি

★HOME ★BUSINESS ★AUTO ★WORKERS' COMPENSATION

**MULTI-CARRIER ACCESS:
ALLOWS US TO COMPARE PRICES
FROM MULTIPLE CARRIERS.**

MD ABDUR ROUF

President

Electrical and Computer Engineer NYIT, NY
Cybersecurity and Cyber Insurance Specialist
Licensed Property and Causality Insurance Broker

+1 (646) 270 4861, +1 (631) 565 4334

usrbrokerage.com | a.rouf@usrbrokerage.com, info@usrbrokerage.com

37- 21 72 Street, Suit # 2, Jackson Heights, New York 11372

LIBERTY REAL ESTATE SCHOOL

NYS Approved Real Estate School

রিয়েলএস্টেটের লাইসেন্স করুন
বছরে লক্ষ ডলার আয় করুন

বিস্তারিত তথ্য এবং ক্লাসের সময় সুচি জানতে কল করুন **+1 (929) 393-8620**

- SALESPERSON COURSE : 75 HOURS
- CONTINUING EDUCATION : 22.5 HOURS
- BROKER COURSE : 45 HOURS

YOU LEARN :

The easiest way to buy and sell a home
Learn for Being a professional Realtor or for knowledge
Buying and selling a home as an investment
The market price of house goes up and down
Buy for profit, sell for profit (fix-flip)
What to do to buy your own house
Rules of buying and selling properties
Different types of mortgage loans

Jackson Heights Office:
37-22 73rd Street, Suite 2A

Jamaica Office:
167-16 Hillside Avenue

917 781 0647, 929 399 9352
libertyrealestateschool@gmail.com

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্লান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সারেটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যাস্থিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372

Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

জব জব হেল্প জব

Job Help Application Processing Service

917-500-3937

* পোষ্টাল জব
* ফেডারেল জব
* স্টেট জব
* এম. টি. এ জব
* সিটি জব
* রেজুমী তৈরী
* কভার লেটার
* সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
* নিউ পাসপোর্ট/রিনুয়েল
* ডুয়েল সিটিজেনশীপ
* ফুড স্ট্যাম্প
* ডিজএবিলিটি (SSI)
* সসিয়াল সিকিউরিটি (SS)
* রিটারম্যান্ট বেনিফিড

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 203 (A)
Jamica, NY 11435

Phone/Fax: 917-300-6160

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং স্কুল

কেন সবাই আমাদের ড্রাইভিং স্কুলে শিখতে চায়

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

- আমাদের ফি যুক্তিসঙ্গত এবং সেবা অতুলনীয়
- মহিলা পুরুষ ও বয়স্ক সবার প্রতি সমপরিমান যত্ন নিয়ে শিখিয়ে থাকি
- আমাদের সব প্রশিক্ষক NYS Instructor License প্রাপ্ত এবং খুবই ধৈর্য্যবান।
- আমাদের স্কুলে পাশের হার সবচেয়ে বেশী
- প্রতি দশজনের আটজন আমরা প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীর রেফারেন্স থেকে পাই
- আপনি যদি আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হন তবে, অন্যজনকে বলুন আর যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আমাদেরকে বলুন

অন্য ড্রাইভিং স্কুলের প্রতারনার বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের প্যাকেজ ডীলে একই মূল্যে পাচ্ছেন পাঁচ ঘন্টার ক্লাসের সার্টিফিকেট যা অন্যখানে পাচ্ছেন না।

৩৩০ ডলারে পাচ্ছেন

★ ৫টি রোড লেসন,
★ রোড টেষ্টের দিন গাড়ী
★ পাঁচ ঘন্টার (5 Hours) ক্লাস
★ অতি অল্প মূল্যে গাড়ী ইন্সুরেন্স করে থাকি Defensive Driving Class দেয়া
★ নতুন অটোমেটিক গাড়ী (A/C) সহ

● অত্যন্ত সহজ উপায়ে পার্কিং শিক্ষা
● আপনার সময়ই আমাদের সময়

যোগাযোগ : অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টর
রহমান 917-378-0353

Full Insured & Licensed by New York State
PUPIL DRIVING SCHOOL
37-16 73rd Street (Suit#201) 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই যোগাযোগ করুন

আমাদের সার্ভিস

নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমী থেকে প্রকাশিত
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী দ্বারা পরিচালিত

স্বল্প খরচে, দ্রুত ডেলিভারি

বিয়ে, জন্মদিন, বিজিনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রাম হাই কোয়ালিটি নিশ্চিত করা হয়

যোগাযোগ: আমাদের সার্ভিস
+১ (৯১৭) ৫১৯ - ১১৫১
amader.services@gmail.com

ড্রাইভার চাই

Brand New Rave4 ইয়েলো ট্যাক্সির জন্য ড্রাইভার চাই, ফুল টাইম (দিনের সিপ্ট) পার্ট টাইম বা ডাবল যে কোন সিপ্ট

347 544 5309

ভাড়া হবে

TLC প্লেট ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ

646-436-2817

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।

সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile | simple mobile | h2o | T··Mobile· | univision mobile | Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন DMV অনুমোদিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইনস্ট্রাকটরের কাছে ড্রাইভিং শিখুন

স্বদেশ ড্রাইভিং স্কুল

ঃ সেবা সমূহ ঃ

* রোড লেসন ০৫/১০/১৫ লেসনের প্যাকেজ ডিলস্
* DMV Quick রোড টেস্ট
* 5 Hour (Per- License Class) Certificate
* 6 Hour DDC (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং সার্টিফিকেট) for Insurance & Points
* High Way Lesson
* Available Schedule
* DMV Service

মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে অভিজ্ঞ মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শেখানো হয়।

যোগাযোগ

Swadesh Driving School
37-13 74th ST. FL-2
Jackson Heights NY-11372
Phone: 718 255 1231
Cell: 929 670 2871
E-mail: swadeshdrv@gmail.com

FAMOUS DRIVING SCHOOL

73-16 Roosevelt Ave., 2nd FL, Jackson Heights, NY 11372
Between 74 Street & 73 Street
Tel: 718-424-8890 /347-497-8544
(Full Insured & Licenced by New York State, DMV)

1 5 Lesson Package Include

- 5 Road Lesson
- Car For Road Test
- Road Test Apointment
- 5 Hrs Class
- Easy Way to Teach: Paralal Park, Broken U Turn & Everything

We Provide Individual Lesson Also

2 10 Lesson Package Include

- 10 Road Lesson
- Car For Road Test
- Road Test Apointment
- 5 Hrs Class

We provide Defensive Class (DDC) for TLC, Insurance & 4 points

Please Call Now

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

* INCOME TAX (ALL STATES)
* BUSINESS TAX
* INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
* OPEN NEW BUSINESS
* IMMIGRATION HELP
* NOTARY AND MANY MORE

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors) M.S.S (Economics)
Dhaka University, Bangladesh.

IRS ACCEPTANCE AGENT
IRS E-FILE PROVIDER

168-25 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্টে-এর উপরে)

Cell: 718 -736- 4095

Email: rashidtax2@gmail.com

Magical Natural & Homeophathy Inc

25 Years of Experience and Reliable in NM

মোঃ সালাহউদ্দিন
আমেরিকায় গ্রীণ মেডিসিন সনদপ্রাপ্ত
Email: magicalhomeo2016@gmail.com

চিকিৎসা-

কোভিড, যৌন, কিডনি, ক্যান্সার, পেইন, পাইলস, মেয়েলি কিংবা জটিল রোগে ভুগছেন। বারবার চিকিৎসা করেও ভালো হচ্ছেন না? ন্যাচেরাল মেডিসিনে ফ্রি পরামর্শ ও ঔষধ পেতে (যে কোন ষ্ট্যাট) আজই মেসেজ অথবা কল করুন।

By Appointment only or Call : +1-917-470-6395

JK Gain Multi

'আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।'

J. K. GAIN MULTISERVICES

জে.কে. গাইন মাল্টি সার্ভিসেস্

Notary Public

প্রতি রবিবার একমন্টার ফ্রি কর্মশালা

LOW COST GUARANTEE

Authorized IRS e-file Provider

* TAX SERVICES
* INSURANCE
  * Life Insurance MassMutual
  * Health • Auto • TLC
  * Home • Business
* Immigration Services
* DDC. (6 Hrs. Defensive Class)
* Private Service Bureau (DMV Approved)

Jaydeb Gain

Tel: **347-536-5107**
Office: **917.396.4509**
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

ভ্রমন সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস

Rahmania Travel Services
Best Service is our Goal

৭ দিনই খোলা

Hajj & Umrah Specialist

Emirates · Biman · EGYPTAIR · QATAR · ETIHAD · KUWAIT AIRWAYS · Saudi Arabia

IATA ACCREDITED AGENT

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

Placid Express · small world · ria Money Transfer

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে পবিত্র ওমরাহ্ পালনের সুযোগ নিন

International/Domestic টিকিট ১০০% সীট কনফার্ম করার পর আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

আমাদের সার্ভিস সমূহ

Ticket:
International/Domestic
Visa Services
Umrah Package
5 Years Multiple
Bussiness Visa (SAUDI)
Money Transfer
6 Hours Defensive

718-205-3270
718-205-2677
646-322-1654

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372, Email: rahmaniatravel@yahoo.com

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমাধানে

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

Khairul Bashar
Attorney At Law
(MBA., LL.M.)

* ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
* অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
* ওয়েভারস (I-601, I-601A & 1-212)
* বর্ডারে গ্রেপ্তার, ডিটেনশন ও বন্ড
* আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
* U - ভিসা, VAWA & SIJS
* EB-1, EB-2 NIW & EB-3
* বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
* কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

718-775-8509
212-464-8620

khairul@basharlaw.com

72-32 Broadway
Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D. C. 20006
Tel: (888) 771- 4529

Admitted in Washington D.C. and Alabama State Bar
Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

বাসা ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ ও ১৭৩ স্ট্রিটে ১ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে; ভাড়া ১৬০০ ডলার। জ্যামাইকার ই ট্রেনের সাবওয়ের নিকটে ৪ বেডরুম, ভাড়া ৩২০০ ডলার; জ্যামাইকার ৩ বেডরুম ও ৩ বাথরুমের বাসা, ভাড়া ৩৫০০ ডলার। ফি লাগবে।
আমরা CityPHEPS, Section-8 প্রোগ্রাম গ্রহণ করি।
যোগাযোগ : ৩৪৭-৪৬৫-৩২২০
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েল্টর
আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি
(০১/১০/০০/০৭/সি)

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকাতে, তিন বেডরুম, দুই বাথরুমের একটি বড় বাড়িতে, বাথরুমসহ একটি বেডরুম, অথবা দুইটি বেডরুম ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৯২৯-৫৭১-৪৭৫৭
(০২/১৪/২১/০৮)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা বেইজলি পন্ড পার্ক এলাকায় নিরিবিলি পরিবেশে দুই রুম, বৃহৎ ড্রয়িং রুমসহ একটি সেমি-বেজমেন্ট ছোট পরিবারের নিকট আগামী/ চলতি মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। বসার কাছেই পার্ক, কিউ-৬, কিউ-৭, কিউ-১১১, আরো অনেক বাস, গোসারী, মসজিদ ১ ব্লকের মধ্যে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। জেএফকে এয়ারপোর্টে কাজ করেন, তাদের জন্য সুবিধা জনক। ফোন : ৩৪৭-৫৩৬-০১০৯, ৯১৭-৩৮৭-৮৪০২
(০২/০৭/১৪/০৩)

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের কাছে উডসাডে ৬৯ স্ট্রিট ও ৪৪ এভিনিউতে প্রাইভেট হাউজের দ্বিতীয় তলায় একবেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ভাড়া দেয়া হবে। কিউ-৬০ ও কিউ-৪৫ বাস কাছেই। তিন ব্লক দূরে ৭ ট্রেন।
ফোন : ৯১৭-৬৫০-৬৬৪৮
(০১/৩১/০৭/০৫)

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের প্রাইম লোকেশন ৩৫-৩৫, ৭৫ স্ট্রিটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে কিং সাইজের এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট আগামী মার্চ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৯১৭-২৫৭-৩৫৮০ (4pm-8pm)
(০২/০৭/০০/১০)

বাসা ভাড়া

১৬৪ স্ট্রিট ও ৭৬ এভিনিউতে ফ্রেসমিডো এলাকায় বড় ১ বেডরুম, কিচেন, বড় লিভিংরুম, ফুলবাথসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৭১৮-৬১৪-১৯৫৪
(০২/০৭/১৪/১৫)

বাসা ভাড়া

১১১-৪৮ ইনউড স্ট্রিট, জ্যামাইকা ১১৪৩৫-এ দুই বেডরুম, ১ বাথরুম, ক্লজিট ও কিচেনসহ বেজমেন্ট মার্চ ভাড়া দেওয়া হবে। নিউ রেনোভেটেড। স্বামী-স্ত্রী অথবা দুইজন মেয়ে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
ফোন : ৩৪৭-৫৩৬-২০৭২, ৬৪৬-৫১৫-৭২৮৯ (5pm-10pm)
(০২/০৭/১৪/০৪)

বাসা ভাড়া

উডসাইডে ৬৫ প্লেসে ২ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং কিচেন বাথরুমসহ সেমিবেসমেন্ট বাসা আগামী ১ মার্চ থেকে ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন : ৯১৭-৯৪৫-৯৪৮৩
(০২/০৭/১৪/১৩)

বাড়ি ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে আকর্ষণীয় লোকেশনের বাড়ি ভাড়া হবে। ১ম তলা : ২ বেড + ১টি লিভিং রুম + ১টি বাথরুম + রান্নাঘর = ২৫০০; ২য় তলা : ২ বেড + ১টি লিভিং রুম + ১টি বাথরুম + রান্নাঘর + ১টি বড় বেড সহ অ্যাটিক = ৳৩২০০
ঠিকানা: 88-38 Ashford Street, Queens Village, NY 11427
স্কুল, বাস, গ্রোসারি, ব্যাংক সবকিছুই কাছাকাছি। ভাড়াটে হিটিং এবং রান্নার গ্যাস + বিদ্যুৎ বিল নিজেদের আলাদা পেমেন্ট করতে হবে। আয়ের প্রমাণ, W2, ভালো ক্রেডিট রিপোর্টের প্রমাণ দেখাতে হবে।
ফোন : ৩৪৭-২১৭-৫১৯৬, অথবা ৬৪৬-৫৪৯-২৪৯১
(০২/১৪/২১/০৩)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ১৭৭ স্ট্রিট ১০৬ রসকো স্ট্রিটের উপরে তিন বেডরুম দুই বাথরুম লিভিং ও ডাইনিং মসজিদ সাবওয়ে ও স্কুল চলাচলের দূরত্বে রয়েছে।
ফোন : ৯১৭-৫৯২-৬২৫৫
(০২/১৪/২১/১৪)

বাসা ভাড়া

ওজোন পার্ক ৮৮-০৮ লিবার্টি এভিনিউ এ ট্রেনের সাবওয়ে স্টেশন এবং বায়তুন নূর মসজিদ সংলগ্ন কিচেন ও বাথসহ সহ ২ বেড রুম এবং তিন বেড রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬
(০২/০৭/১৪/০৭)

House for Rent

In Jamaica 106th ave 169 th street 3 bedrooms, 1 bath Rent $3100 & 4 bedrooms 1.5 bathrooms rent $3500. Also 3 bedrooms, 2 baths at 107 ave & 156 street, rent $3500 and 4 bedrooms, 2 bathrooms rent $4000. In East New York, Brooklyn on Crescent street 4 bedrooms 2 baths rent $3500. In Parkchester, Bronx 1 bderoom rent $2300. In Long-Island, Albertson/ Searingtown 1 bedroom rent $2500 & 2 bedrooms rent $3000(utilities included). We accept CityPHEPS and Section-8 program.
Please Call : 347-465-3220
Kamruz Zaman Baccu
Island Advantage Realty

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা পারসন বুলেভার্ডে সম্পূর্ণ নতুন রেনোভেটেড ১ বেডরুম সেমিবেজমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। বাসার নিকটে এফ ট্রেন রয়েছে।
ফোন : ৩৪৭-৫৩৬-৯৪৩৫, ৩৪৭-২৮৫-৪৮৪১
(০২/১৪/২১/১০)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ ও ১৭৫ স্ট্রিট সংলগ্ন রেনোভেটেড এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ২ বেডরুম, দুই বাথরুম কিচেন ও লিভিং-রুমসহ বাসা আগামী ১ মার্চ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে।
(০২/১৪/২১/১১)

বাসা ভাড়া

১৬৪ স্ট্রিট ও ৭৬ এভিনিউতে ফ্রেসমিডো এলাকায় বড় ১ বেডরুম, কিচেন, বড় লিভিংরুম, ফুলবাথসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৭১৮-৬১৪-১৯৫৪

বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন ৮৫ স্ট্রিট জে ট্রেনের সাবওয়ের নিকট বেসমেন্টের একটি রুম একজন ধূমপায়ী কর্মজীবি পুরুষ ব্যাচেলর অথবা স্টুডেন্ট অগ্রাধিকার দিয়ে ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন : ৫১৬-৯৬১-০৭১৯, ৬৪৬-২৪৯-২০৪৬
(০২/১৪/২১/১৫)

House for Rent

Corner of Hillside Ave & 136th St, Jamaica. Just one block from 'E/F' train, jamaica Hospital and close to bangladeshi grocery. Huge Living room, 3 bedroom, dinning room, Big Bathroom , Kitchen and walk in closet.
Call : 347-257-6214
(02/14/21/13)

FLAT FOR SALE IN GULSHAN

'Flat for sale in Gulshan. Never rented or lived in 3700 sq ft modern flat in Gulshan 2, near united hospital for sale. 2 car parking. Modern amenities in the building with low hoa. Price is US dollar 675,000. Negotiable depending on payment terms. Only serious buyers, contact
508-472-1257 (Khan)

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়া ৩৭ এভিনিউ ও ৩০ স্ট্রিটে এক রুম ভাড়া হবে। ভাড়া ১৫০০ ডলার। দুই জন থাকা যাবে। স্বামী-স্ত্রী, মা-মেয়ে অথবা দুই জন ব্যাচেলর।
ফোন : ৯২৯-২৮২-৯২১৪ (বিকাল)
(০২/০৭/১৪/০২)

রুম ভাড়া

সানিসাইড ৪০ স্ট্রিট অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত একটি রুম ভাড়া দেয়া হবে। মাসিক ভাড়া ৮০০ ডলার। বাসা থেকে সেভেন ট্রেনের দূরত্ব মাত্র এক মিনিট। মসজিদের দূরত্বও একই। যোগাযোগ ৯১৭-৪৪২-৭১৫১
(০২/০৭/১৪/১৫)

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ায় ৩৫ স্ট্রিট, ৩৬ ও ৩৭ এভিনিউর মাঝে বাসার দোতলায় এক রুম একজনের কাছে ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন : ৯১৭-৮৬৪-১৪২৬, ৬৪৬-২৮৮-১৪৭১
(০১/৩১/০৭/০৩)

রুম ভাড়া

উডহ্যাভেনে ৮৫ স্ট্রিটে জে ট্রেনের কাছে বেজমেন্টে একটি রুম একজন মুসলিম ধূমপায়ী কর্মজীবি পুরুষ ব্যাচেলর অথবা স্টুডেন্টের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ফোন : ৬৪৬-৫১৭-৫২৯৫ (9am-9pm)
(০১/২৪/৩১/০৬)

রুম ভাড়া

আগামী ১ মার্চ হতে ১৬১ এবং ৮৪ রোড জামাইকা এ ১ জন / ২ জন পুরুষ ব্যাচেলার এর নিকট ১ রুম ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
ফোন - ৩৪৭-৩০২-৬১৫১
(০২/১৪/০০/০০/১২)

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, মান্নান গ্রোসারি এবং এফ ট্রেন ১৬৯ স্ট্রিট হিলসাইড এভিনিউর সন্নিকটে এক রুম ভাড়া দেয়া হবে। কর্মজীবি স্বামী-স্ত্রী অথবা দুইজন মহিলা অগ্রাধিকার।
ফোন : ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬
(০২/০৭/০০/৮)

রুম ভাড়া

জামাইকার ১৭২-৭০ হাইল্যান্ড এভিনিউতে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং মনোরম পরিবেশে একটি স্টুডিও রুম শুধুমাত্র স্বামী স্ত্রীর নিকট ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ভাড়া দেয়া হবে। সাবওয়ে মসজিদ গ্রোসারি ফার্মেসি অতি নিকটে।
ফোন : ৩৪৭-২৯৯-২৮৩৩, ৩৪৭-২৮২-৩৪৮৩
(০২/০৭/০০/০৩)

রুম ভাড়া

ঘরে বসে আয় করুন
আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?
তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৯১৭ ৫১৯ ১১৫১

ড্রাইভিং শিখুন
বিশ্বাসযোগ্য ড্রাইভিং স্কুলে ড্রাইভিং শিখুন। অভিজ্ঞ মহিলা ইনস্ট্রাক্টর দ্বারা মহিলাদের যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়।
যোগাযোগ
৯২৯ ৩৮৬ ৯৩০৫

ব্রডওয়ে ড্রাইভিং স্কুল

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE: 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

রুমমেট আবশ্যক

উডসাইডে ৬৯ স্ট্রিট ও রুজভেল্ট এভিনিউতে একটি এপার্টমেন্টে একজন পুরুষ রুমমেট আব্যশক। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন : ৬৪৬-৯৯৬-৪৩৩৩
(০২/১৪/০০/০০/০৩)

ঢাকার বসুন্ধরায় জায়গা বিক্রি

ঢাকায় বসুন্ধরায় এম ব্লকে এখনই বাড়ি করার উপযোগী দক্ষিণমুখী প্লটে ১০ কাঠা জায়গা বিক্রি হবে। যুক্তরাষ্ট্রে পেমেন্ট করলে ভালো হয়।
ফোন : **917-324-6582**

Business for Sale

Business for sale in Manhattan Midtown. Running Pizza shop in busy area. Pleace
347-761-2642

Office Space for Rent

SMALL OFFICE SPACE FOR RENT AT PRIME LOCATION OF OZONE PARK.
STOREFRONT RETAIL SPACE AVAILABLE
STORAGE UNITE FOR RENT
CLASS ROOM, CONFERENCE ROOM WITH BACKYARD BBQ PARTY SPACE
718-908-2545,929-433-5611

রুমমেট আবশ্যক

রুজভেল্ট এভিনিউ ও ৮৩ স্ট্রিটের কর্ণারে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একজন রুমমেট আবশ্যক। অবশ্যই অধুমপায়ী হতে হবে। ৭ ট্রেনের স্টেশন পাশেই।
ফোন : ৯২৯-৮৩২-৭৩৬৩ (3pm-7pm), ৬৪৬-৮৯৮-৭০৭৩
(০২/১৪/২১/০৭)

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটস এলাকায় নিরিবিলি পরিবেশে রুমমেট আবশ্যক।
ফোন : ৬৪৬-৫১৫-২০৯৪
(০২/১৪/২১/১৬)

আজকালে বিজ্ঞাপন দিতে আজই কল করুন **646-267-7751**। ফোনেও বিজ্ঞাপন নেয়া হয়। চাইলে এই নাম্বারে টেক্সট ম্যাসেজ করতে পারেন। একই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপেও বিজ্ঞাপন দেয়া যায়। এছাড়া ইমেইলেও বিজ্ঞাপন পাঠানো যায়।
ajkalnews@gmail.com

রেস্টুরেন্ট বিক্রি

ব্রুকলিনে একটি বাংলাদেশি চাইনিজ রেস্টুরেন্ট বিক্রি হবে। 61 Church Ave, Brooklyn, NY 11218.
৭১৮- ৯৩০-০০২৫

গ্রোসারি বিক্রি

ব্রুকলিনে একটি চালু গ্রোসারি বিক্রি হবে। হালাল মিট। 1401 Nostrand Ave, Brooklyn, NY-11207.
৭১৮- ৯৩০-০০২৫

বাড়ি-কন্ডো-হাউজ বিক্রি

বাড়ি বিক্রি

জ্যামাইকায় ইয়র্ক কলেজের পেছনে ১০৪-৮১ ১৬৫ স্ট্রিটে ১ ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে। মূল্য ৫২৫,০০০ ডলার। বাড়িতে কাজ লাগবে। ওজোন পার্কে ৫৪৭ এলডার্ট লেনে দুই ফ্যামিলি, ওয়ার্কিং বেজমেন্ট, গ্যারেজ, ব্যাকইয়ার্ডসহ বাড়ি বিক্রি হবে। মূল্য ১,৩০০,০০০ ডলার। ওজোন পার্কে দুই ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে, মূল্য ৮২৫,০০০ ডলার।
এছাড়া ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন ও লং আইল্যান্ডে শতাধিক রেগুলার ও ব্যাংকের বাড়ি বিক্রি হবে।
ফোন : ৩৪৭-৪৬৫-৩২২০
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর আইল্যান্ড অ্যাডভান্টেজ রিয়েলটি।

কন্ডো বিক্রি

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারের প্রাইম লোকেশনে ফুললি রেনোভেটেড কন্ডো এপার্টমেন্ট বিক্রি হবে। ২ বেডরুম, বড় লিভিং উইথ ডাইনিং, ১ বাথরুম, ৪ ক্লজিট। এখনই থাকার উপযোগী। স্টারলিং এভিনিউ বাংলা বাজারের পাশেই। এছাড়া কাছেই মার্শাল, মেসি, সাবওয়ে, গ্রোসারি, রেস্টুরেন্ট, মসজিদ রয়েছে।

বাড়ি বিক্রি

৯১-২০ ১৩৯ স্ট্রিট জ্যামাইকায় এক ফ্যামিলি হাউজ, ২ ফ্যামিলি সেটআপ, ৫ বেডরুম, ৩ বাথরুম, ২ বেডরুমের ফিনিশড বেসমেন্ট সহ প্রাইভেট হাউজ বিক্রি হবে। সাবওয়ের কাছেই। মূল্য ৬,৯৯০০০ ডলার। এছাড়া আরো তিনটি বাড়ি আছে।
ফোন : আবদুস সালাম ৯১৭-৪১৫-৮৪৭৫
(০১/১৭/২৪/০৮)

ওজোন পার্কে বাড়ি বিক্রি

সাউথ জ্যামাইকাতে ১৫৩ স্ট্রিটে ৫ বেডরুমের বড় ১ ফ্যামিলি হাউজ ভাড়া হবে। লট সাইজ ৫০/১০০।
যোগাযোগ : রিয়েলটর সাইদ, ৫১৬-৯৩৭-৮৩৩৬

House for Sale

Elmhurst, In Good location 1100 SQ Feet Big Three bed With living-Dinning-Bath-Kitchen Condo for Sale. Good Price.
Call now : SAYED, 646-302-2153, 646-291-9845, Remax

House for Sale

Hollis, Nice Two Family house for sale, 189 St & 104 Ave. 4 bedroom, 2 bath room. Full Finished basement, Detached Garage. Good price
Call :SAYED, 646-302-2153, 646-291-9845, Remax

কুইন্সে বাড়ি বিক্রি

ওজন পার্কে ১০৬ স্ট্রিটে দুই ফ্যামিলি হাউজ ফর সেল। রেন্টাল ইনকাম ১০,০০০ হাজার ডলার।
যোগাযোগ : রিয়েলটর সাইদ, ৫১৬-৯৩৭-৮৩৩৬

House for Sale

Jamaica, One Family House for sale in prime location, 109 Ave & 153 St. Bank Property, Good price, $589K only. 3 Bed Duplex.
Call now : SAYED, 646-302-2153, 646-291-9845, Remax

House for Sale

Hollis, House for sale in Prime location. Big One Family House, 4 bed room, 3 Full bathroom, Full basement, Detached Garage.
Call: SAYED, 646-302-2153, 646-291-9845, Remax

কুইন্সে বাড়ি বিক্রি

কুইন্স ভিলেজে ২২০ স্ট্রিটে ভালো লোকেশনে ব্রান্ড নিউ টু ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে।
যোগাযোগ : রিয়েলটর সাইদ, ৫১৬-৯৩৭-৮৩৩৬

House for Sale

Flushing, big 2 bed, 1400 SQ Feet Apartment (Co-Op) for Sale. 2 Full Bath With Big Balcony, Corner View, 34 Ave & Parson Blvd.
Call now : SAYED, 646-302-2153, 646-291-9845, Remax

গাড়ি ভাড়া-বিক্রি/ ড্রাইভার

টিএলসি কার ভাড়া

নিশান লিফ-২০২৩ সালের লো-মাইলেজ ইলেকট্রিক টিএলসি কার উবার / লিফটের জন্য ভাড়া দেওয়া হবে। উইকলি ভাড়া ৩৭৫ ডলার।
ফোন : ৯২৯-২৪২-৫১৬৬
(০১/০৭/১৪/০১)

টিএলসি কার ভাড়া

উবার লিফটের জন্য রেডি TLC Plate সহ Honda CRV 2023 Hybride গাড়ি ভাড়া দেয়া হবে। ভালো ড্রাইভিং রেকর্ড আবশ্যক।
ফোন : ৯২৯-৭৫৫-২৭০৭
(০২/০৭/১৪/০৯)

টিএলসি গাড়ি ভাড়া

RAV-4, ২০২৩ হাইব্রিড ইয়েলো ক্যাব এর জন্য ফুল টাইম ড্রাইভার আবশ্যক।
ফোন : ৬৪৬-২৫৫-৬৫১৪
(০২/১৪/২১/০৩)

ড্রাইভার আবশ্যক

১৬৩ স্ট্রিট হিলসাইড এভিনিউ জ্যামাইকাতে TLC TESLA Y MODEL / BLACK CAR (2023 মডেল) এর জন্য একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার দরকার। মার্চের ১২ তারিখ থেকে জুলাইয়ের ২০ তারিখ পর্যন্ত। ফুল টাইম চালাতে হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন :৯১৭-৫৪৫-৬৫৪৩, ৯১৭-৪৭০-৭৭৮৬
(০২/১৪/০০/০২)

TLC CAR Rent

টয়োটা RAV-4 Hyhrid 2017 সালের টিএলসি গাড়ি উবার/লিফটের জন্য ১ মার্চ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। গুড কন্ডিশন।
ফোন : ৬৪৬-৪৭৯-২০৬৮, ৩৪৭-৩৬৯-৯২৬২
(০১/৩১/০৭/০৭)

TLC CAR Rent

হোন্ডা CRV-2021 টিএলসিকার উবার/লিফটের জন্য ভাড়া দেয়া হবে। জ্যাকসন হাইটস এলাকা।
ফোন : ৩৪৭-২০৬-৩২০৫, ৯২৯-৪৪৪-০৪৪২

আজকাল বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা

বাসা ভাড়া/রুম ভাড়া/রুমমেট চাই: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ২৫ ডলার
পাত্র/ পাত্রী চাই: এক সপ্তাহ ২০ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩৫ ডলার
লোক আবশ্যক: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
বেবি সিটার: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
ড্রাইভার: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার

আপনি আমাদের অফিসে এসে বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন। আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা ফোন, ইমেইল, ফ্যাক্সেও বিজ্ঞাপন নেই। ফোন-ইমেইল-ফ্যাক্সে বিজ্ঞাপন দিলে আপনার ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের নাম্বার এবং এক্সপাইরেশন ডেট দিতে হবে। আমাদের পেপার শুক্রবারে ছাপা হয়। আমরা সারা সপ্তাহব্যাপী বিজ্ঞাপন নেই। আমাদেরকে বিজ্ঞাপন দেবার শেষ সময় বৃহস্পতিবার রাত ১০টা।

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন >> ৬৪৬-২৬৭-৭৭৫১ | ৯১৭-৫১৯-১১৫১

Email: ajkalnews@gmail.com

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE
71-16 35th Ave
Jackson Heights
NY 11372.

হেল্পিং হ্যান্ড আবশ্যক

নিউজার্সির ওয়েস্ট প্যাটারসন এলাকায় বাসার কাজে হেল্প করার জন্য একজন হেল্পিং হ্যান্ড আবশ্যক। অন্য স্টেটের হলে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

ফোন : ৯৭৩-৩৪২-৮২৪২

হাউজ কিপার আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের কাছে ৩৭ এভিনিউ ও ৭২ স্ট্রিটের মাঝে সপ্তাহে তিনদিন বাসার কাজে হেল্প করার জন্য একজন মহিলা হাউজকিপার আবশ্যক।

৯২৯-৫৪৩-৭৮৮৮, ৬৪৬-৪১৮-৬৯৬৬

লোক আবশ্যক

ব্রুকলিনে ফটোফ্রেমিং স্টোরে কাজের জন্য একজন ইংরেজি জানা লোক আবশ্যক। কাজ শিখিয়ে নেয়া হবে। বয়স ৪৫ বছরের কম হতে হবে।

-যোগাযোগ (10am to 7pm)-

646-287-8203

পাত্র /পাত্রী চাই

পাত্রী চাই : আমেরিকান সিটিজেন শিক্ষিত, চাকরীরত, অবিবাহিত (৪০+) পাত্রের জন্য একজন পাত্রী চাই।

ফোন : ৬৩১-৯৩৩-৯১৩৩ (০১/৩১/০৭/০৭)

পাত্রী চাই : একজন নিউয়র্ক সিটির সিটিজেন পাত্রের জন্য ঝামেলা মুক্ত, বয়স্কা ও ভদ্র স্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত এমন একজন পাত্রীকে লাইফ পার্টনারের জন্য খুঁজছি। পাত্রীকে অবশ্যই আমেরিকায় থাকার বৈধতা থাকতে হবে। পাত্রীর সরাসরি যোগাযোগকে প্রাধান্য দেয়া হবে। সব গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।

ফোন : ৯২৯-৭০৩-৬১৭৭

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী, ডিভোর্সড, আমেরিকান সিটিজেন, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। ঘটক বা সরাসরি যোগাযোগ করুন।

hmurshedmd@gmail.com

850-866-9012

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর বয়সী, (উচ্চতা 5'6") বাংলাদেশি পাত্রের জন্য ভদ্র ও নামাজী সিটিজেন পাত্রী চাই।

929-407-7375

পাত্রী চাই

২৪ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অসুস্থ। শুধুমাত্র আমেরিকাতে বসবাসরত পাত্ররা যোগাযোগ করুন।

ফোন: 929-235-2412(Nasrin)

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন ডাক্তার পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। পাত্র অবিবাহিত, সিটিজেন।

347-615-6567

পাত্র চাই

পরিবারের সাথে বসবাসরত US Cityzen, NY City তে কর্মরত মুসলিম সুশ্রী অবিবাহিত (৩২বছর) **5'-4"** পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই।

৯২৯-৩৪৬-৯৪৫৫, ৯২৯-৬১৫-৮৪৫৮

Employee Needed

Experience employee are needed for Subway restaurant. Food production ID will be priority

Phone : 347-369-1066

লোক আবশ্যক

অফিস ভিত্তিতে নিউজার্সিতে এডিসন এলাকায় একটি বাঙ্গালি রেস্টুরেন্টে একজন বাংলাদেশি শেফ আবশ্যক। হ্যান্ডসাম স্যালারি দেয়া হবে।

917-833-6016

ড্রাইভিং শিখুন

স্বল্প খরচে যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়

আপনাদের সময় অনুযায়ী ড্রাইভিং শিখানো হয়

লাস্ট লেসন ফ্রি
Free pick up drop
৫, ১০, ১৫ ও স্পেশাল প্যাকেজ
৩০ লেসন, ৩টি রোড টেস্ট

D.D.C. 6 Hours Class
10% Save all insurrance
রোড টেস্টের জন্য গাড়ি

মহিলাদের জন্য
মহিলা ইন্সট্রাকটার

হাইওয়ে Individual
আরলী রোড টেস্ট

যোগাযোগ: **646-991-9653**

অত্যন্ত যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিকানো হয়

* Free Pick up and drop off
* 100% পাশের নিশ্চয়তা
* 5hr Certificate
* 6hr Certificate

যোগাযোগ:

914-343-2629 (Nuri)

BEST TAX EXPRESS INC

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

অফিস সহকারী পদে পরিশ্রমী প্রার্থী আবশ্যক। ভালো বেতন ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা আছে। ট্যাক্স ফাইলিং কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের নিম্নবর্তী ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানা: **929-206-9520**

BEST TAX EXPRESS INC
159-06 Hillside Avenue Jamaica NY 11432.
besttaxexpress@gmail.com

Carpet World

উত্তর আমেরিকায় কার্পেটের একমাত্র বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

Free Shop at Home Service

আপনি কি সুলভমূল্যে কার্পেট কেনার কথা ভাবছেন?
তাহলে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

69-01A Northern Blvd, Woodside, NY 11377
Email: carpetdeco@yahoo.com, www.carpetdeco.com
Tel : 718.429.1920 Fax : 718.429.3739

Rtv
আজ ও আগামীর

"Quran for a Beautiful Life"

Under this title, The Holy Quran Tilawat competition "RTV Alokito Quran USA Season 2" is going to start on RTV with those living in North America.

TITLE SPONSOR
GOLDEN AGE HOME CARE | আজকাল

Alokito Quran USA SEASON 2 2025

POWERED BY
rivertel

Watch on RTV From
1st Ramadan to 27th Ramadan
just before Iftar

$5000 1st Prize
$3000 2nd Prize
$2000 3rd Prize

Grand Finale
27th Ramadan

PLATINUM SPONSOR
Washington University of Science and Technology | BACDYS

GOLD SPONSOR
GFB GROUP OF INDUSTRIES | Moin Choudhury Attorney at Law | Khalil's Food | B & R PERFUME & COLOGNE

SILVER SPONSOR
Hasanuzzaman Malik Attorney at Law | SOHID - NESA HOME CARE, LLC

SUPPORTED BY
FAISAL AHAMED | KAKATUA | TANSAR | ELITE SYNERGY REALTY | GoRascal Faheem & Syed Team

GIFT VOUCHER COURTESY OF
Premium Sweets

Only On Rtv | Organize By: বিয়ন্ড | Event Partner: NEOSYS MANAGEMENT

সাপ্তাহিক আজকাল
PAGE 62 Friday, 14 February 2025, Issue 857, www.ajkalnewyork.com

সোহরাব হাসান-এর কলাম নির্বাচনী দৌড়ে কে এগিয়ে বিএনপি না জামায়াত? ০৫ পৃষ্ঠায়

আজাদুর রহমান চন্দন-এর কলাম ইতিহাস মুছে কি সামনে এগোনো যায় ০৫ পৃষ্ঠায়

চিররঞ্জন সরকার-এর কলাম চোখের বদলে চোখ ০৭ পৃষ্ঠায়

১৮টি গোয়েন্দা সংস্থাকে তদারকি করবেন

তুলসী সিনেটের ভোটে জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক

আজকাল রিপোর্ট

ডেমোক্র্যাট থেকে রিপাবলিকান দলে চলে যাওয়া তুলসী গ্যাবার্ড জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক হিসাবে সিনেটের ভোটে বিজয়ি হয়ে এখন আলোচনায় রয়েছেন। ওয়াশিংটনে গত ৩০ জানুয়ারি গোয়েন্দা কমিটির শুনানিতে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরা হয়। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের প্রধান গোয়েন্দা কর্মকর্তা হিসেবে সিনেট তাকে বিজয়ি করেছে ৫২-৪৮ ভোটে। অনেক সেনেটর তাঁর বক্তব্যে সন্তুষ্ট নন বলে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তুলসির বাবা মাইক গ্যাবার্ড ২০০৬ সালে হাওয়াই থেকে সিনেটর নির্বাচিত ছিলেন। ১৯৮১ সালে তুলসির জন্ম। তার মা আসেন ইন্ডিয়ানা থেকে এবং তার বাবা একজন ইউরোপিয়ান। ২ বছর বয়সে তুলসি তার বাবা মায়ের সাথে হাওয়াই চলে যান। সেখানেই তার বেড়ে উঠা এবং একজন গুরুর মাধ্যমে তিনি হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসে বেড়ে উঠেন। এটিই তার ধর্মীয় পরিচয়।

কেন্টাকির সেনেটর মিচ ম্যাককনেল একমাত্র রিপাবলিকান যিনি জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক হিসাবে গ্যাবার্ডের নিশ্চিতকরণের বিরোধিতা করেন। তবে তা ৫২ থেকে ৪৮ ভোটে পাস হয়ে যায়। এই পদে, গ্যাবার্ড ১৮ টি গোয়েন্দা সংস্থার তদারকি করবেন এবং প্রেসিডেন্টের কাছে মূল এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

শান্তিতে নোবেলের জন্য মাস্কের মনোনয়ন

আজকাল রিপোর্ট

বাকস্বাধীনতা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছেন বিশ্বের শীর্ষ ধনী এবং যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন প্রশাসনের মন্ত্রী পর্যায়ের কর্মকর্তা ইলন মাস্ক। নোবেল কমিটি ইতোমধ্যে এ তথ্য নিশ্চিত করে মাস্কের ই-মেইলেও বার্তা পাঠিয়েছে। স্লোভেনিয়ার রাজনীতিবিদ এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি নিহত আরেকজন হারালেন দুই পা

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে আলাদা দুইটি মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনায় একজন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। আরেকজন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বলে জানা যায়। তার দুটো পা কেটে ফেলা হয়েছে। বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা ব্রঙ্কসে এক সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি ওয়াহিদ মিয়া মর্মান্তিকভাবে নিহত হন। গত ৩ ফেব্রুয়ারি দুপুরে পার্কচেস্টারে বসবাসরত ওয়াহিদ মিয়া জোহরের নামাজ পড়তে মসজিদে এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপি'র দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ক্যালিফোর্নিয়া শাখার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ও কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ৮ই ফেব্রুয়ারী দুপুরে নর্থ হলিউডের চার্চ অব সাইন্টোলজির মিলনায়তনে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে আবার বিমান বিধ্বস্তে নিহত ১০

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রে আবারও একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। আলাস্কা অঙ্গরাজ্যের এ দুর্ঘটনায় বিমানটির পাইলট এবং তাতে থাকা ৯ জন যাত্রীর সবাই নিহত হয়েছেন। এর আগে, গত ২৯ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে মার্কিন সেনাবাহিনীর একটি ব্ল্যাকহক চপার হেলিকপ্টারের সঙ্গে মুখোমুখী সংঘর্ষে টুকরো টুকরো হয়ে পোটোম্যাক নদীতে ডুবে গিয়েছিল একটি যাত্রীবাহী বাণিজ্যিক বিমান। এ ঘটনায় ওই বিমানের পাইলট এবং ৬৮ জন যাত্রীর সবাই নিহত এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

আটলান্টিক সিটিতে হিন্দু ধর্মীয় সভা অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে গত ১০ ফেব্রুয়ারি, সোমবার ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আটলান্টিক সিটির প্রবাসী হিন্দু সমপ্রদায় এর উদ্যোগে এই ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

ইউএসএআইডি'র অর্ধশতাধিক কর্মকর্তা ঢাকা ছাড়লেন

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন ও সাহায্য সংস্থা এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) কর্মকর্তারা ঢাকা ছেড়েছেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বেঁধে দেয়া সময় শুক্রবারের মধ্যে তাদের ওয়াশিংটনে রিপোর্ট করার কথা। গত ২০শে জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা এই সংস্থাটির সব কর্মকর্তাকে যুক্তরাষ্ট্রে ফেরতের আদেশ দেয় ট্রাম্প প্রশাসন। সেই আদেশের কারণে ঢাকায় ইউএসএআইডি'র অর্ধশতাধিক এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

BANQUET HALL!

The Royal Palm
BANQUET & CATERERS

The Royal Palm
2143 Boundary Ave
Farmingdale
NY 11735

Info@royalpalmny.com
www.royalpalmny.com

লং আইল্যান্ডের মনোরম পরিবেশে
মনোমুগ্ধকর সাজসজ্জা
সুস্বাদু খাবার ও আন্তরিক পরিবেশনায়
বাঙালী মালিকানাধীন একমাত্র ব্যাঙ্কুইট হল

The Royal Palm

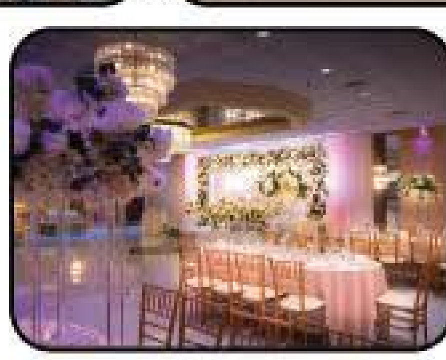

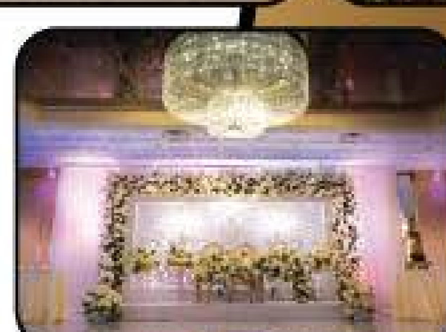

- Outdoor Ceremony & Cocktail Area
- Deshi DJ Entertainment
- Private Bridal Suite
- Stage Decoration
- Photography
- Free Parking

حلال
Halal

Full Package এ
এখন চলছে
30% discount
নির্দিষ্ট ও সীমিত সময়ের জন্য

আপনার পরবর্তী অনুষ্ঠান বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন

(516) 845 1151

সাপ্তাহিক আজকাল
The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 857 | 14 February 2025

সাহিত্য পাতায় মনিজা রহমান-এর কবিতা
আত্মঘাতি মানুষ
>> ১৭ পাতায়

ডিমের ডজন ১২ ডলার

হাসান মাহমুদ

নিউইয়র্কের বাজারে ডিমের আকাশচুম্বি দাম ও ডিম সংকটের কারণে হাহাকার শুরু হয়েছে। খুচরা বাজারে এক ডর্জন সাধারণ ডিমের দাম কোন দোকানে ১০ ডলার আবার কোন দোকানে ১২ ডলার। অর্গানিক ডিমের দাম ১৩ ডলারের বেশি। তাও পর্যাপ্ত পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানা যায়। এ কারণে অনেক সুপারমলে ডিম চুরির ঘটনা ঘটতে শুরু হয়েছে বলে জানা যায়। এদিকে ডিমের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির কারণে অনেকে বাসায় ডিম মজুদ শুরু করছেন। একই চিত্র এখন পুরো যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বলে জানা যায়। বাংলাদেশি কমিউনিটিসহ অন্যান্য কমিউনিটির মানুষ ডিমের এমন সংকট ও মূল্যবৃদ্ধির কারণে হতবাক। বার্ড ফ্লু প্রকোপের কারণে লাখ লাখ মুরগি মেরে ফেলায় বাজারে ডিমের এই ব্যাপক সংকট সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা যায়। যুক্তরাষ্ট্র রেকর্ড পরিমাণে ডিম ইমপোর্ট করে কানাডা এবং নেদারল্যান্ডস থেকে। ট্রাম্প প্রশাসন কানাডা থেকে পণ্য আমদানির ওপর ১৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার ঘোষণার পর সেই থেকে বাজার গরম হয়ে আছে। শুল্ক আরোপ সাময়িক স্থগিত করার পরও সেই বাজার আর স্বাভাবিক হয়নি বরং অচিরেই স্বাভাবিক হবার কোন আভাসও নেই বলে ব্যবসায়িরা মনে করছেন। দেশের বাজারে ডিম উৎপাদন বাড়াতে হলে আগামী এক বছর ধরে অপেক্ষা করতে হবে।
সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ভাইরাসে আক্রান্ত মুরগির সংখ্যা বাড়তে পারে। গত নভেম্বরে প্রায় এরপর ১৬ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে ভালোবাসা দিবস উৎযাপন

আজকাল রিপোর্ট

নাচ, গান এবং আড্ডায় বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উৎযাপন করেছে নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশিরা। ১৪ ফেব্রুয়ারি পবিত্র শবে-বরাত হওয়ায় নির্দিষ্ট দিনের আগেই ৯ই ফেব্রুয়ারি কুইন্সের উডসাইডে এ আয়োজনে অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।
সংস্কৃতিকর্মী এজাজুল ইসলাম নাইমের তত্বাবধানে এরপর ১৬ পৃষ্ঠায়

রাইজ আপ নিউইয়র্কের সামিট

কমিউনিটির সমর্থন চাইলেন মূলধারার প্রার্থীরা

আজকাল রিপোর্ট

বাঙালি কমিউনিটিকে মুলধারার রাজনীতির সাথে যুক্ত করতে অনুষ্ঠিত হয় লিডারশীপ সামিট। এতে আসন্ন সিটি নির্বাচনে নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন পদে মূল ধারার প্রাথীরা তাদের পরিকল্পনা নিউইয়র্কের বাংলাদেশি আমেরিকান সম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরেন। একই সঙ্গে নির্বাচনে জয়ী হতে বাংলাদেশি কমিউনিটির সমর্থন চাওয়ার পাশাপাশি জয়ী হলে কমিউনিটির পাশে থাকার অঙ্গিকার করেন।
গত ৭ ফেব্রুয়ারী উডসাইডের গুলশান ট্যারেসে দা রাইজ আপ নিউ ইয়র্ক সিটি আয়োজিত এ নির্বাচনী প্রার্থী ফোরামে বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা অংশগ্রহণ করেন।
অনুষ্ঠিত লীডার সামিটের মাধ্যমে বাংলাদেশি আমেরিকানরা নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র, কম্পট্রোলার, পাবলিক অ্যাডভোকেট এবং সিটি কাউন্সিল পদের একাধিক প্রার্থীদের সাথে একই অনুষ্ঠানে এরপর ১৬ পৃষ্ঠায়

জামালপুর সমিতির সভাপতি সিদ্দিক ও সম্পাদক জাস্টিস

আজকাল রিপোর্ট

২০২৫-২৬ সালের জন্য জামালপুর জেলা সমিতি ইউএসএ ইনকের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। এতে সভাপতি হয়েছেন আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নব-নির্বাচিত যুগ্ম সম্পাদক ও সাপ্তাহিক আজকালের জেনারেল ম্যানেজার মো. আবু বকর সিদ্দিকী এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন মশিউর রহমান জাস্টিস।
গত ১০ ফেব্রুয়ারী সন্ধায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টের এই অনুষ্ঠানে সংগঠনের সদস্য ছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
নতুন কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে সংগঠনের উপদেষ্টা ফরিদ আলম এরপর ১৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক, ইনক-এর এক গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ সভা গত ৯ ফেব্রুয়ারি রবিবার ব্রঙ্কসে অবস্থিত নিরব রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি জনাব সামাদ মিয়া জাকারিয়া এবং সাধারণ সম্পাদকের মোঃ ইমরান আলী টিপুর নেতৃত্বে সোসাইটির বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। সোসাইটির বিগত দুই বছরের কাযক্রম ও আয়-ব্যয় হিসাবের কপি উপস্থিত সকল সদস্যদের কাছে বিতরণ করা হয় ।
সভায় জানানো হয় যে, বর্তমান কমিটি গত দুই বছরে সোসাইটির জন্য মোট ৫০,৫৮১ মার্কিন ডলার সংগ্রহ করেছে, যা বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়েছে। বিশেষ করে, ২০২৪ সালে বাংলাদেশের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানে সংগঠনটি এরপর ৫০ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে আইস পুলিশের বিশাল অফিস উদ্বোধন

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক মেয়র এরিক অ্যাডামস প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বর্ডার জার টমাস হোমানের সাথে একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পরে রিকার্স দ্বীপে বন্ধ থাকা 'আইস' অফিস পুনরায় চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মেয়র এরিক অ্যাডামস ট্রাম্পের বর্ডার জার টম হোম্যানের মধ্যে দেড় ঘন্টার এই রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা রিকার্স দ্বীপের 'আইস' অফিস পুনরায় চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মেয়র। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বর্ডার জার টম হোমানের সাথে বৃহস্পতিবার রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পরই রিকার্স দ্বীপে বন্ধ থাকা 'আইস' অফিস পুনরায় খোলে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হলো। নিউইয়র্কে আইস-এর কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হবার আগে এই এরপর ৫০ পৃষ্ঠায়

সাবওয়ে ট্রেনে সন্তান প্রসব

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক সিটির ম্যানহাটনে সাবওয়ের ট্রেনে এক মহিলা একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। মূলধারার মিডিয়ায় এটি সারাদিন ছিল আলোচিত খবর। এমটিএ তথ্য জানায়, ম্যানহাটনের থার্টি ফোর স্ট্রিট, হেরাল্ড স্কয়ার সাবওয়ে স্টেশনে ডাব্লিউ ট্রেনের ভেতরে প্রসব এরপর ১৬ পৃষ্ঠায়

আমেরিকান বাংলাদেশী টেক কোয়ালিশন'র আত্মপ্রকাশ

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী-আমেরিকান আইটি ও সফটওয়্যার সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে আমেরিকান বাংলাদেশী টেক কোয়ালিশন এরপর ১৬ পৃষ্ঠায়

Published by SHAH NAWAZ PUBLICATION INC. 71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 646-267-7751, 917-519-1151 Email: ajkalnews@gmail.com